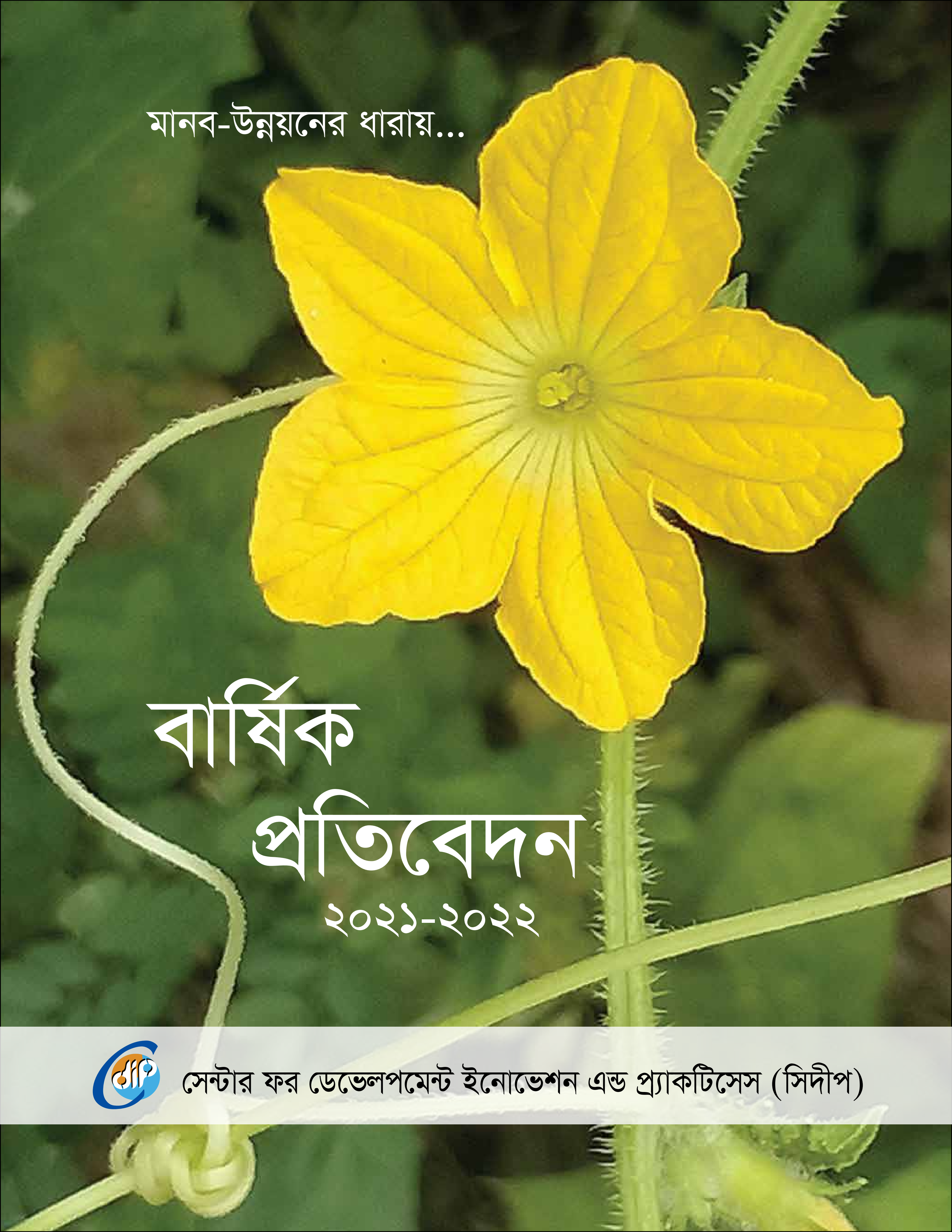

মানব-উন্নয়নের ধারায়...

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)

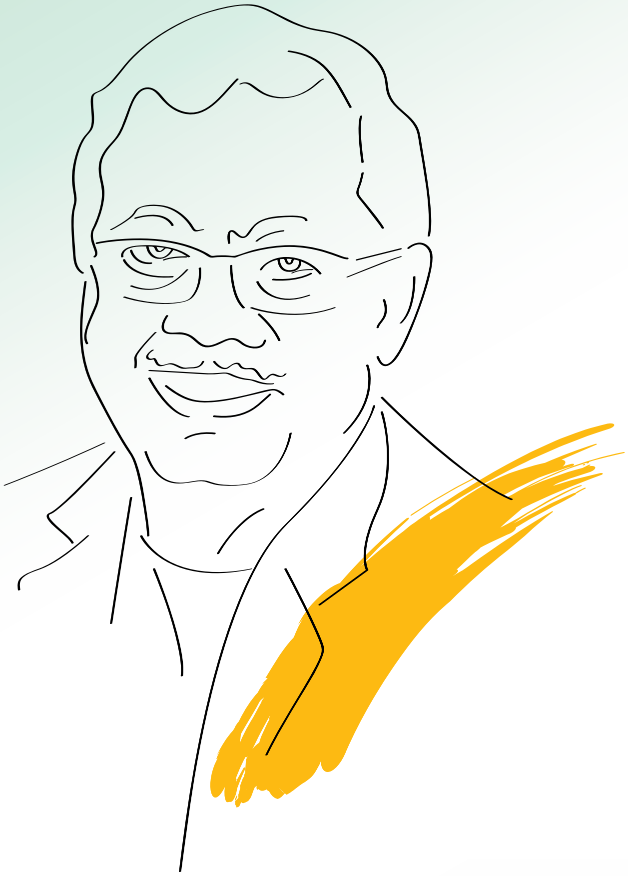

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

(১.১২.১৯৫০ – ২২.৮.২০২০)

প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট
ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস
(সিদীপ)

সিদীপের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যবৃন্দ

বিচারপতি আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরী
অধ্যাপক আহমেদ কামাল
ড. আব্বাস ভূঁইয়া
ড. সৈয়দ রাশিদুল হাসান
ইঞ্জিনিয়ার দেওয়ান এ এইচ আলমগীর
জনাব মো. ইকবাল করিম
জনাব মোহাম্মদ আবদুল্ল্যাহ
জনাব মো. হাসান আলী
ড. এটিএম ফরিদ
ড. জলিলুর রহমান খান
জনাব মাহমুদুল কবীর
জনাব সালেহউদ্দীন আহমেদ
জনাব সৈয়দ ফখরুল হাসান মুরাদ
জনাব মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক
মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার
১ম মৃত্যুবার্ষিকী

সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার ১ম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয় প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষে ২২ আগস্ট ২০২১

সূচি

সূচনা	১০
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও অন্যান্য	১৬
আর্থিক সেবা	২৩
সদস্য সুরক্ষায় সিদীপ	৩০
শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি	৩১
স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি	৩৫
সমৃদ্ধি কর্মসূচি	৪১
গবেষণা ও প্রকাশনা	৪৭
সাফল্যগাথা	৫৬
মানব-সম্পদ ব্যবস্থাপনা	৬০
অন্যান্য কার্যক্রম	৬৩
আর্থিক বিবরণ ও নিরীক্ষা	৭৪

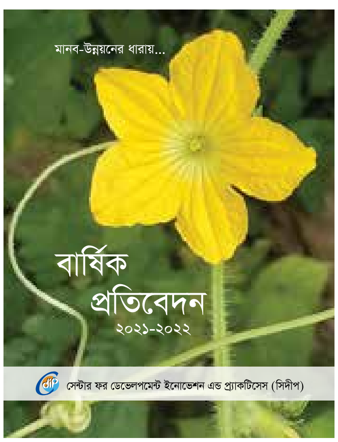

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২
সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)

প্রচ্ছদের আলোকচিত্র : মোহাম্মদ মাহবুব উল আলম

প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০২২

ডিজাইন ও প্রোডাকশন ● ইনফ্রা-রেড কমিউনিকেশনস্ লি, irc.com.bd

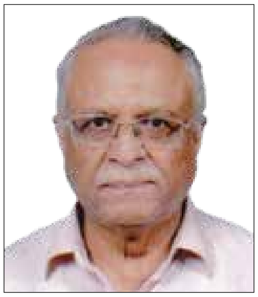

চেয়ারম্যানের কথা

সিদীপের গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কার্যক্রম নিয়ে চমৎকার এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি তৈরি করতে যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। সিদীপের এক বছরের সামগ্রিক কার্যক্রম এতে বিস্তারিত ও নিপুণভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সিদীপকে একটি উদীয়মান সফল 'মাইক্রোফাইন্যান্স অর্গানাইজেশন' বলা যেতে পারে। এ পর্যন্ত সিদীপের কার্যক্রম ২৭টি জেলার ১৪৭টি উপজেলায় ২০৬টি (১৮১টি মূল ব্রাঞ্চ ও ২৫টি বড় ব্রাঞ্চের সম্প্রসারিত রূপ ব্রাঞ্চ-২ বা তাদের দ্বৈতশাখাসহ) ব্রাঞ্চের মাধ্যমে সম্প্রসারিত হয়েছে। গেল বছরের প্রথম দিকে করোনার তীব্রতা সত্ত্বেও প্রায় ২.৮৯ লক্ষ ঋণীকে ১৯৬১.২০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে; এর মধ্যে ৬০৬.৭৭ (৩০.৯%) কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে হতদরিদ্র ও গরীব সদস্যদের; ১১৭৪.৭৩ (৫৯.৯%) কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে উদ্যোক্তাদের এবং ১৭৯.৭০ (৯.২%) কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে অন্যান্য প্রকল্প সদস্যদের। ঋণ আদায়ের হার ৯৯.০৬%। এটি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। সিদীপ তার সদস্যদের সুরক্ষায় সৃষ্ট কল্যাণ তহবিলের মাধ্যমে হঠাৎ বিপদে পড়ে যাওয়া সদস্যদের (মৃত্যু, দুর্ঘটনা, রোগব্যাধি ইত্যাদি) যে সহায়তা প্রদান করে তা তাদের দুঃখকষ্ট লাঘবে অনেক ভূমিকা রাখছে।

সিদীপের গর্বের কর্মসূচি দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য শিসক কার্যক্রম কোভিড-১৯ জনিত কারণে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর যথারীতি শুরু হয়েছে। শিসক কর্মসুচির অভিভাবকদের মাধ্যমে এ বছরে কোনো কোনো কর্ম-এলাকায় চালু হয়েছে সাজনা ও তালগাছ রোপণে মানুষকে উৎসাহিত করার কাজ। এ উদ্যোগটি পরিবেশ রক্ষায়, বজ্রপাতে মৃত্যু প্রতিরোধে ও পুষ্টির অভাব পূরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। আমাদের শিক্ষা সুপারভাইজারগণ এটি দেখাশুনা করছেন।

আমাদের গর্বের আর একটি বিষয় স্বাস্থ্য কর্মসূচি। করোনাকালে তাদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। একইভাবে তারা প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যাচ্ছেন। এ বছর আমাদের আইটি বিভাগ মোবাইল ব্যাংকিং চালু করেছে সীমিত পরিসরে যার ফলে ঋণী সদস্যরা বাড়িতে বসেই ঋণের টাকা ফেরত দিতে পারবেন।

শিক্ষালোকের সহায়তায় সিদীপের প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার নামে ‘মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার’ স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সংস্থার কোনো কোনো কর্ম-এলাকায় শিক্ষাসুপারভাইজার ও শিক্ষিকাগণ এলাকার জ্ঞানানুরাগী মানুষের কাছ থেকে উপহার হিসেবে বই সংগ্রহ করে এবং একটি স্কুল বা কলেজের দেয়ালে লাগানো বইয়ের শেলফে রেখে দেয় যেখানে সবার জন্য তা উন্মুক্ত থাকে, অর্থাৎ বাধাহীনভাবে যে কেউ যে কোনো সময় এখান থেকে বই নিতে পারবে ও পড়া শেষে তার সুবিধামত ফেরত দিতে পারবে। এটি কার্যকর হলে আমাদের সমাজে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে

এ বছর সিদীপ আরও একটি নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শিক্ষালোকের সহায়তায় সিদীপের প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার নামে ‘মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার’ স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সংস্থার কোনো কোনো কর্ম-এলাকায় শিক্ষাসুপারভাইজার ও শিক্ষিকাগণ এলাকার জ্ঞানানুরাগী মানুষের কাছ থেকে উপহার হিসেবে বই সংগ্রহ করে এবং একটি স্কুল বা কলেজের দেয়ালে লাগানো বইয়ের শেলফে রেখে দেয় যেখানে সবার জন্য তা উন্মুক্ত থাকে, অর্থাৎ বাধাহীনভাবে যে কেউ যে কোনো সময় এখান থেকে বই নিতে পারবে ও পড়া শেষে তার সুবিধামত ফেরত দিতে পারবে। এটি কার্যকর হলে আমাদের সমাজে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আলোচ্য বছরে সিদীপের নতুন অফিস ঘর স্থাপনের জন্য জমি ক্রয়ের বিষয়ে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে।

সিদীপের এই অগ্রগতিতে যারা আমাদের সাহায্য, সহযোগিতা, পরামর্শ দিয়েছেন, বিশেষ করে এমআরএ, পিকেএসএফ, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বিগত বছরে ৪টি পরিচলনা পর্ষদের ও একটি সাধারণ পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল সভায় সংস্থার নিয়মিত কার্যক্রম ছাড়াও উল্লিখিত সকল বিষয়ে সম্মানিত সদস্যগণ স্বতঃস্ফূর্ত আলোচনা করেন এবং দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই সংস্থার সকল কার্যক্রমের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে। তাদের এই নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকুক। সিদীপ এগিয়ে যাক তার অভীষ্ট লক্ষ্যে।

ফজলুল বারি
চেয়ারম্যান

মুখবন্ধ

২০২১-২২ অর্থবছরটি সিদীপের জন্য সাফল্য, চ্যালেঞ্জ, সম্প্রসারণ ও নয়া কৌশল নির্ধারণের বছর। সংস্থার এই সম্প্রসারণকালে আমরা মনোযোগ দিয়েছি করোনাভাইরাসজনিত অতিমারির প্রভাব কাটিয়ে ধীরে ও সতর্কতার সঙ্গে সংস্থাকে পূর্ণোদ্যমে ফিরিয়ে আনায়। স্বচ্ছ পরিকল্পনা ও অনন্য টিমওয়ার্ক ছিল আমাদের অবলম্বন।

বৈশ্বিক সংকটময় পরিস্থিতি আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে আমাদের তৃণমূল পর্যায়ের কাজকেও তা পিছনে টেনে ধরেছিল। তবে কর্মীদের নিষ্ঠা ও সদস্যদের সহযোগিতার ফলে সবাই তা ভালভাবে কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। আমরা ২০২২-২৩ পর্যন্ত আমাদের কার্যক্রম সম্প্রসারণে ও অগ্রযাত্রায় অঙ্গীকারবদ্ধ।

২০২১এর নভেম্বরে প্রথমবারের মত ঋণস্থিতি ১,০০০ কোটি টাকা অতিক্রম করার মধ্য দিয়ে এ অর্থবছরে সিদীপ একটি মাইলফলক ছুঁয়েছে। ২০২২এর জানুয়ারি সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা একদিনে ২০টি নতুন ব্রাঞ্চ উদ্বোধন করেছি যার মধ্য দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হলো নতুন কর্ম-এলাকায়। আমি গর্বের সঙ্গে বলবো, এ সময়কালে প্রত্যেক ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা বহুমুখী প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে ব্রাঞ্চে তাদের কর্মজীবন শুরু হয়েছে।

অগ্রযাত্রাকে সফল করার পরিকল্পনায় আমরা বিভিন্ন ডিপার্টমন্টেকে পুনর্গঠন করেছি। মানবসম্পদ বিভাগে নতুন বিশেষায়িত নেতৃত্বের অভিষেক হয়েছে। ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে নতুন নতুন প্রশিক্ষণ মডিউল উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ বিভাগকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। আমাদের সকল স্তরের কর্মীরা অভ্যন্তরীণভাবে যেমন তেমনি অন্য প্রতিষ্ঠান থেকেও প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। আমাদের রেগুলেটরী সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্নরকম প্রশিক্ষণ থেকেও সংস্থার কর্মীরা সমৃদ্ধ হয়েছেন।

২০২১এর নভেম্বরে প্রথমবারের মত ঋণস্থিতি ১,০০০ কোটি টাকা অতিক্রম করার মধ্য দিয়ে এ অর্থবছরে সিদীপ একটি মাইলফলক ছুঁয়েছে। ২০২২এর জানুয়ারি সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা একদিনে ২০টি নতুন ব্রাঞ্চ উদ্বোধন করেছি যার মধ্য দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হলো নতুন কর্ম-এলাকায়। আমি গর্বের সঙ্গে বলবো, এ সময়কালে প্রত্যেক ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা বহুমুখী প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে ব্রাঞ্চে তাদের কর্মজীবন শুরু হয়েছে

সংস্থার অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার জন্য প্রোগ্রাম ডিপার্টমেন্টকে পুনর্গঠন করা হয়েছে। আগামী বছরে প্রোগ্রাম টিম ও স্বাস্থ্যসেবা টিমকে আরও শক্তিশালী করার পরিকল্পনা আছে। বিদ্যালয় খুলে দেয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের ফলে আমরা সকলেই উদ্বেগ ঝেড়ে ফেলে পুনরায় শিক্ষাকার্যক্রম শুরু করতে পেরেছি। আনন্দের সঙ্গে জানাতে চাই যে, এর ফলে আমাদের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি পূর্ণোদ্যমে চালু হচ্ছে।

সকলের সহযোগিতার ফসলই আমাদের এ কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি। বিভিন্ন সময়ে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শসমূহ আমাদের জন্য ছিল বিশেষভাবে সহায়ক। এছাড়া পিকেএসএফ, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন সহযাত্রী সংস্থা ও নেটওয়ার্কিং এজেন্সিসমূহের সার্বিক সহযোগিতার কথা উল্লেখযোগ্য। সংস্থার পরিচালনা ও সাধারণ পরিষদের ভূমিকাও ছিল খুবই সহায়ক। ব্যাংকিং সেক্টরের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান অংশীদারিত্ব ছিল আমাদের অগ্রযাত্রার অনুকূল। আমাদের চলার পথে সহযাত্রী হওয়ায় তাদের সকলকে অশেষ ধন্যবাদ। সবশেষে সাহসের সঙ্গে সংকটসমূহ মোকাবিলা করে এগিয়ে যাওয়ায় অভিনন্দন সিদীপ পরিবারকে।

সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক প্রয়াত মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার স্বপ্ন ও আদর্শকে বুকে লালন করে আমরা আছি মানব-উন্নয়নের অব্যাহত ধারায়। সামনের দিনে আরও হৃদয়জাগানিয়া কথা নিয়ে দেখা হওয়ার প্রত্যাশা রইলো।

মিফতা নাঈম হুদা
নির্বাহী পরিচালক

রূপকল্প

আমাদের রূপকল্প হচ্ছে টেকসই মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে নবধারা প্রবর্তন এবং পরিবর্তনের উদাহরণ সৃষ্টি।

Vision

Our Vision is to be the Trend-setter of innovation and change for sustainable human development.

উদ্দেশ্য

আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে ও বাইরে সুবিধাবঞ্চিত, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে পরিবেশবান্ধব টেকসই নবধারার উন্নয়ন সেবা দিয়ে ক্ষমতায়িত করে সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা এবং পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোক্তাদের আমাদের সার্বিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সহায়তা করা।

আমরা বাঁচি পরের ও নিজের জন্য।

Mission

Our Mission is to provide environmentally sustainable innovative development services and goods for empowering the excluded and the disadvantaged in order to integrate them in the mainstream of the society in Bangladesh and beyond along with supporting and empowering micro and small entrepreneurs in our overall development endeavors.

Our being is being for others and for ourselves.

মূল্যবোধ

নবধারা প্রবর্তন
টেকসইতা
অন্তর্ভুক্তিকরণ
ন্যায়পরায়ণতা
সততা ও নিষ্ঠা
দলবদ্ধ কাজের প্রেরণা
স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা
মানবিক মর্যাদা

Values

Innovative thinking
Sustainability
Inclusiveness
Fair to all
Honesty and Integrity
Team spirit
Transparency and Accountability
Human dignity

পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা

সাধারণ পরিষদ

সংস্থার সকল কর্মকাণ্ডে সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের/পেশার স্বনামধন্য ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি এবং স্ব-স্ব ক্ষেত্রে যেমন অর্থনীতি, শিক্ষকতা, চিকিৎসা, গবেষণা, ব্যবসা ইত্যাদিতে সফল, নিবেদিত ও নিঃস্বার্থভাবে দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তি সমন্বয়ে সংস্থার দায়বদ্ধতার সর্বোচ্চ স্তর সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়েছে।

সিদীপ-এর সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্যায় সাধারণ পরিষদে বর্তমানে ২৫ জন সদস্য আছেন। তাঁদের নাম নিম্নে দেয়া হলো।

জনাব ফজলুল বারি
জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া
জনাব মোহাম্মদ আবদুল্ল্যাহ
ডঃ আব্বাস ভূঁইয়া
জনাব জি.এম. সালেহউদ্দিন আহমেদ
অধ্যাপক আহমেদ কামাল
অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান
অধ্যাপক সৈয়দ ফখরুল হাসান মুরাদ
সৈয়দ সাঈদউদ্দিন আহ্‌মেদ
জনাব সালেহউদ্দিন আহমেদ
ডঃ এটিএম ফরিদ
জনাব নার্গিস ইসলাম
জনাব শামা রুখ আলম

অধ্যাপক মাজেদা হুসেইন চৌধুরী
জনাব মাসুদা বানু ফারুক রত্না
জনাব এম খায়রুল কবীর
জনাব মাহমুদুল কবীর
জনাব শফিকুল ইসলাম
জনাব সালেহা বেগম
অধ্যাপক ডা. নারগিস আখতার
জনাব ফাহমিদা করিম
জনাব ম্যালভিন এফ আলম
জনাব সৈয়দ সাকিফুল হাসান
জনাব যুবায়ের এম শোয়েব
জনাব মোহাম্মদ রাসেল আমিন

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে সিদীপের ২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়

পরিচালনা পরিষদ

সংস্থার ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। বর্তমান পরিচালনা পরিষদে নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ রয়েছেন।

চেয়ারম্যান

জনাব ফজলুল বারি

ভাইস চেয়ারম্যান

জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া

সদস্য

জনাব শামা রুখ আলম

ডঃ এটিএম ফরিদ

অধ্যাপক মাজেদা হুসেইন চৌধুরী

জনাব মাসুদা বানু ফারুক রত্না

জনাব ফাহমিদা করিম

সচিব/নির্বাহী পরিচালক

জনাব মিফতা নাঈম হুদা

২০২১-২২ অর্থবছরে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস-এর গভর্নিং বডির মোট ৪টি সভা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জনাব ফজলুল বারি
চেয়ারম্যান

জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া
ভাইস চেয়ারম্যান

জনাব শামা রুখ আলম
সদস্য

ডঃ এটিএম ফরিদ
সদস্য

অধ্যাপক মাজেদা হুসেইন চৌধুরী
সদস্য

জনাব মাসুদা বানু ফারুক রত্না
সদস্য

জনাব ফাহমিদা করিম
সদস্য

জনাব মিফতা নাঈম হুদা
সচিব

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সংস্থার সার্বিক ব্যবস্থাপনা করে থাকেন। নির্বাহী পরিচালক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে সংস্থার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করেন। নিয়ম মাফিক মাসিক ও সাপ্তাহিক মিটিং ছাড়াও প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সদস্যবৃন্দের নাম ও পদবি নিম্নে দেওয়া হলো।

এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট টিম (ইএমটি)

কর্মকর্তার নাম	পদবি
জনাব মিফতা নাঈম হুদা	নির্বাহী পরিচালক
জনাব এস. আবদুল আহাদ	পরিচালক (ফাইন্যান্স এন্ড অপারেশন্স)
জনাব এ. কে. এম. হাবিব উল্লাহ আজাদ	পরিচালক, মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম
জনাব মো: আবদুল কাদির সরকার	অতিরিক্ত পরিচালক, স্পেশাল প্রোগ্রাম
জনাব এ. কে. এম. শামসুর রহমান	জেনারেল ম্যানেজার, ফাইন্যান্স এন্ড একাউন্টস
জনাব মো: ইব্রাহিম মিঞা	ডিজিএম এন্ড হেড অব এইচআর এন্ড ওডি
জনাব অমিত কুমার রায়	এজিএম এন্ড হেড অব ডিজিটাইজেশন
জনাব মো. আমিনুল ইসলাম	ডেপুটি ম্যানেজার এন্ড হেড অব অডিট

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

কর্মকর্তার নাম	পদবি
ডা. এ. কে. এম আব্দুল কাইয়ুম	ডিজিএম (স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি)
জনাব শান্ত কুমার দাস	এজিএম (ক্রেডিট প্রোগ্রাম)
জনাব দীপ কুমার রায় মৌলিক	এজিএম (আইটি)
জনাব সচ্চিদানন্দ দাস	এজিএম (ফাইন্যান্স এন্ড একাউন্টস)
জনাব আবু খালেদ	এজিএম (ক্রেডিট প্রোগ্রাম)
জনাব মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম	ম্যানেজার (ক্রেডিট প্রোগ্রাম)
জনাব মো: বদরুল আলম	ম্যানেজার (মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট)
জনাব ফারহানা ইয়াসমিন	ম্যানেজার-ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট
জনাব আবু সালেহ নুর মহাম্মদ	ম্যানেজার-মাইক্রোফিন্যান্স

প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ
২০২১-২২

২০২১-২২ অর্থবছরটিতে পূর্ণ হলো সিদীপের সাতাশ বছর। উত্থান-পতনে ভরা এক সফল কর্মময় জীবন-যৌবন। সম্প্রতি কোভিড-১৯-এর ধাক্কা মোকাবিলা করে আমরা ফিরে এসেছি মানব-উন্নয়নের স্বাভাবিক ধারায়–সারা দেশের কর্ম-উদ্যোগী প্রান্তিক গোষ্ঠির মানুষের সঙ্গে। তাদের মাঝে কাজের অংশ হিসেবে এ বছরের ঋণ ও অন্যান্য কার্যক্রমের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক সংক্ষিপ্ত আকারে নিচে তুলে ধরা হলো।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও সেবা

২০২১-২২ অর্থবছর শেষে সিদীপের কর্মকাণ্ড ২৭টি জেলার ১৪৭টি উপজেলায় ১,৫৪৪টি ইউনিয়নে মোট ৭,৩৯১টি গ্রামে বিস্তৃতি লাভ করেছে। একই সঙ্গে ২০৬টি (১৮১টি মূল ব্রাঞ্চ ও ২৫টি বড় ব্রাঞ্চের সম্প্রসারিত রূপ ব্রাঞ্চ-২ বা তাদের দ্বৈতশাখাসহ) ব্রাঞ্চের মাধ্যমে বিগত বছরের ২,৫৮,২৬২ জন সদস্য বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান বছরে ২,৮৮,৫৭৪ জন সদস্যে উন্নীত হয়েছে।

বর্তমান অর্থবছরে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১,৯৬১.২০ কোটি টাকা যা বিগত অর্থবছরে ছিল ১,৩৮২.৮০ কোটি টাকা। অর্থাৎ এ বছরে ঋণ বিতরণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৪১.৮৩%। এ বছর সঠিক সময়ে ঋণ আদায়ের হার ৯৯.০৯%।

বিগত অর্থবছরে মোট ঋণের স্থিতি ছিল ৮৯৮.৮৭ কোটি টাকা যা বর্তমান অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২৫৬.৭৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় ঋণস্থিতিও বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৯.৮৩%।

বিগত অর্থবছরে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৩৮০.৬৪ কোটি টাকা। বর্তমান অর্থবছরে আরও ৮৮.৭০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে মোট সঞ্চয়ের স্থিতি ৪৬৯.৩৪ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।

বিগত অর্থবছরে খেলাপির পরিমাণ ছিল ৬৬.৮৫ কোটি টাকা। এই অর্থবছর শেষে মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ হয়েছে ৬০.১৫ কোটি টাকা–যা মোট ঋণস্থিতির ৪.৭৯%।

জুন ২০২২ পর্যন্ত সংস্থার কু-ঋণ সঞ্চিতি খাতে ৪১.৭৬ কোটি টাকা হিসাবভুক্ত করে রাখা হয়েছে। বর্তমান খেলাপির পরিমাণ কু-ঋণ সঞ্চিতির ১৪৪.০৩%।

এ বছরে নতুন ব্রাঞ্চ খোলার ফলে বর্তমানে ২০৬টি (১৮১টি মূল ব্রাঞ্চ ও ২৫টি বড় ব্রাঞ্চের সম্প্রসারিত রূপ ব্রাঞ্চ-২ বা তাদের দ্বৈতশাখাসহ) ব্রাঞ্চ চালু আছে। অন্যদিকে সকল কার্যক্রমের পরিমাণগত ও গুণগত মানের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়েছে।

এ অর্থবছর শেষে ব্রাঞ্চ-প্রতি ঋণস্থিতি দাঁড়িয়েছে ৬.১০ কোটি টাকা। একইভাবে ব্রাঞ্চ-প্রতি সঞ্চয়ের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ২.২৮ কোটি টাকা। অন্যদিকে এ বছরে প্রতি মাঠকর্মীর ঋণস্থিতি দাঁড়িয়েছে ১.০৪ কোটি টাকা এবং প্রতি মাঠকর্মীর সঞ্চয় স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৩৮.৯২ লক্ষ টাকা।

শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচি

কোভিড-১৯এর কারণে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ২০২২এর মার্চে পুনরায় চালু হওয়া শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচিতে ২,৫৭০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের ১ম, ২য় ও প্রাকপ্রাথমিক শ্রেণির প্রায় ৫০ হাজার শিশুকে স্কুলের পড়া তৈরিতে পাঠসহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি

এ অর্থবছরে স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচির আওতায় ১১০টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে ৫,২১৪ জন শিশুসহ সর্বমোট ২,৩১,৪৮৭ জন রোগীকে নানা ধরনের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে যাতে সেবার মান ও উপকারভোগীরও সংখ্যা বাড়ছে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

পিকেএসএফের তত্ত্বাবধানে এ বছরও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ২টি ইউনিয়নে ২টি 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচি বাস্তবায়ন হচ্ছে এবং বহুমুখী সামাজিক সেবা কার্যক্রম চলছে–যার মূল কথা উন্নয়নের কেন্দ্রে মানুষ।

তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার ও বিস্তৃতি

সিদীপের আইটি ইউনিটের সহায়তায় এ অর্থবছরে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিসহ অন্যান্য সকল কর্মসূচিতে নতুন নতুন সফটওয়্যার ও অ্যাপসের ব্যবহার বেড়েছে। ঋণকার্যক্রমে সংস্থার সদস্যদেরকে মোবাইলে ঋণ ও কিস্তি সংক্রান্ত ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ করা হচ্ছে। শাখায় না এসেও যাতে সদস্যরা ঋণের কিস্তি ও সঞ্চয় মোবাইল মানির মাধ্যমে দিতে পারেন সে ব্যবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে প্রবর্তন করা হয়েছে।

মানব সম্পদ ও প্রশিক্ষণ

নতুন নিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে এ অর্থবছর শেষে মোট জনবল ৪,৭৫৬ জন হয়েছে। এ বছরে বিভিন্ন পর্যায়ে ৯৭৬ জনকে নিয়োগ এবং ৩১০ জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে ও ৩৬৩ জনকে স্থায়ীকরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৪৫,৩৯৩ জনকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

গবেষণা ও প্রকাশনা

এ অর্থবছরে সিদীপ থেকে দুটি গবেষণাপত্র দুটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে উপস্থাপিত হয়েছে এবং 'শিক্ষালোক' বুলেটিনের ৪টি সংখ্যা প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট মহলে বিতরণ করা হয়েছে।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার

সংস্থার কর্ম-এলাকায় অবস্থিত স্কুলকলেজে 'মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার' স্থাপনের একটি নতুন কর্মসূচি সফলভাবে শুরু হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সংস্থার অন্যান্য কর্ম-এলাকায় অবস্থিত একটি করে স্কুল/কলেজে এ মুক্তপাঠাগার স্থাপন করা হবে।

কৈশোর কর্মসূচি

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় সংস্থা ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নারায়ণগঞ্জ ও মাণিকগঞ্জ জেলায় বছরব্যাপী বৈচিত্র্যময় কৈশোর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।

নিরীক্ষা কার্যক্রম

সিদীপের বার্ষিক সাধারণ সভায় নিয়োগকৃত বহিঃনিরীক্ষক বছরান্তে সংস্থা অডিট করেছে। এছাড়া পিকেএসএফ তার অভ্যন্তরীণ ও তাদের নিয়োগকৃত বহিঃনিরীক্ষকের মাধ্যমে 'সিদীপ'-এর অডিট করেছে। সিদীপের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে এ অর্থবৎসরে সংস্থার ব্রাঞ্চে ২৩৩টি সাধারণ অডিট এবং ১৭৭টি সার্বিক অডিট সম্পন্ন হয়েছে।

সংস্থার আর্থিক অবস্থা

এ বছরে সংস্থার আর্থিক স্বয়ম্ভরতা অর্জিত হয়েছে ১৩২.১৭% যা বিগত বছরে ছিল ১২৪.৫০%।

এ অর্থবছরে সর্বমোট আয় হয়েছে ২৫৬.৯৬ কোটি টাকা এবং সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ২০৭.৭৫ কোটি টাকা। ফলশ্রুতিতে এ অর্থবছরে উদ্বৃত্ত তৈরি হয়েছে ৪৯.২১ কোটি টাকা।

এ অর্থবছর শেষে সংস্থার ক্ষুদ্রঋণে সর্বমোট বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ১২৫৬.৭৯ কোটি টাকা (আসল)। এছাড়া ব্যাংকে স্থায়ী আমানত, গভ. ট্রেজারি বন্ড এবং এসটিডি হিসাবে বিনিয়োগকৃত ১১২.৫৪ কোটি টাকাসহ এ অর্থবছরে সর্বমোট বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ১৩৬৯.৩৩ কোটি টাকা।

জুন ২০২২এ সিদীপের মোট দায় রয়েছে ১১০৬.১৩ কোটি টাকা এবং এর বিপরীতে সংস্থার সম্পত্তি দাঁড়িয়েছে ১৪৫২.৪৫ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে দায়-সম্পত্তির হার ৭৬.১৬% যা বিগত বছরে ছিল ৭০.৯৮%। বর্তমানে সংস্থার তহবিল পর্যাপ্ততা ২৭.৯০% যা বিগত জুন ২০২১এ ছিল ৩৩.৫০%।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও অন্যান্য

সিদীপে বিজয়োৎসব-২০২১

মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে সিদীপ বিজয়োৎসব-২০২১ উদযাপন করে। ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তীতে সিদীপ প্রধান কার্যালয় আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়। প্রধান কার্যালয়সহ সকল ব্রাঞ্চ কার্যালয়ে মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বিজয়োৎসব-২০২১এর ব্যানার ঝুলানো হয়। প্রধান কার্যালয়ের গ্রন্থাগার ও সভাকক্ষে এ উপলক্ষে একটি আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার ভাইসচেয়ারম্যান, নির্বাহী পরিচালক, বিভিন্ন কর্মসূচির পরিচালক, মহাব্যবস্থাপকসহ প্রধান কার্যালয়ের অন্য সকল কর্মী।

সকলে মিলে কেক কেটে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করা হয়। এ উপলক্ষে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মিফতা নাঈম হুদা বলেন, আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছি, আজকের বিজয় দিবস বাঙালির স্বাধীনতা ও মুক্তির একটি চূড়ান্ত দিন। অন্যদের মধ্যে আলোচনা করেন পরিচালক (ফাইন্যান্স এন্ড অপারেশন্স) এস. আবদুল আহাদ।

অনুষ্ঠানের সভাপতি সংস্থার ভাইসচেয়ারম্যান মুক্তিসংগ্রামী ও যোদ্ধা শাহজাহান ভুঁইয়া তার আলোচনায় বলেন: "বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্যে আমরা দুটি দিবস পালন করি–একটি ২৬শে মার্চ ও অন্যটি ১৬ই ডিসেম্বর। ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন–এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ২৬শে মার্চে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণায় যুদ্ধ শুরু করে ১৬ই ডিসেম্বরে আমরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে হারিয়ে বিজয় অর্জন ও বাংলাদেশকে মুক্ত করেছি। এই বিজয় দিনে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক

বেড়ে গেছে। সর্বসাধারণের অসমাপ্ত মুক্তির সংগ্রামে অন্যদের সাথে আমরা উন্নয়নকর্মীরাও লিপ্ত রয়েছি। মানবোন্নয়নের মাধ্যমে আমরা বঞ্চিত মানুষের সক্ষমতা বাড়িয়ে তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতে আনার জন্যে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছি। সিদীপ অন্যান্য বেসরকারি সংস্থাসহ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে সফল হবে ইনশাল্লাহ।”

এতে একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, জাহিদুল ইসলাম পলাশ, নূরুন্নাহার নিশি ও রবিউল আলম শরিফ। 'তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে' মিলিতকণ্ঠে গেয়ে শোনান মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, জাহিদুল ইসলাম পলাশ, নূরুন্নাহার নিশি, আফরিন হোসেন ফারিতা, শারমিন সুলতানা, জাহিদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলী ও রূপম মজুমদার। রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর কবিতা 'বাতাসে লাশের গন্ধ' ও শামসুর রাহমানের কবিতা 'স্বাধীনতা তুমি' আবৃত্তি করেন যথাক্রমে মিঠুন দেব ও আলমগীর খান।

ব্রাঞ্চ পর্যায়ে

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস

১৭ মার্চ ২০২২ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে সিদীপের গ্রন্থাগার ও সভাকক্ষে এক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এতে আলোচনা করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মিফতা নাঈম হুদা, পরিচালক (ফাইন্যান্স এন্ড অপারেশন্স) এস. আবদুল আহাদ, এজিএম (ডিজিটাইজেশন) অমিত কুমার রায়, গবেষণা ও ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা মনজুর শামস, জুনিয়র অফিসার (মার্কেটিং) রূপম মজুমদার ও জুনিয়র অফিসার (এমআইএস) মিঠুন দেব। বঙ্গবন্ধু ও শিশুদেরকে নিয়ে কবিতা পাঠ করেন মনজুর শামস ও মিঠুন দেব। সঙ্গীত পরিবেশন করেন, তাওহীদুন্নবী, নুরুননাহার নিশি ও অভিব ইকবাল।

জাতীয় শোক দিবস পালন

১৫ই আগস্ট ২০২১ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে সিদীপ মাসব্যাপী নানা কর্মসূচি পালন করে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদৎ বার্ষিকী উপলক্ষে তার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে সিদীপ মাঠ পর্যায়ে এবং প্রধান কার্যালয়ে সারা আগস্ট মাসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। সিদীপ কর্মীগণ মাসব্যাপী কালো ব্যাচ ধারণ করে এবং ১৫ আগস্ট জাতির পিতার প্রতিকৃতি এবং সমাধিসৌধে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ উপলক্ষে সিদীপ প্রধান কার্যালয়ে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা এবং পরিচালনা পরিষদের ভাইসচেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়াসহ অনেক কর্মকর্তা বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি তর্পণ করে বক্তব্য রাখেন। অনেকে বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করে কবিতা আবৃত্তি করেন এবং সিদীপ শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির শিশুদের বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা, ছবি অঙ্কন, নাচ, গান ও অভিনয়ের একটি ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। সবশেষে বঙ্গবন্ধুর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

২০২২এ অমর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সিদীপ প্রধান কার্যালয়ে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এতে বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা, পরিচালক (ফাইন্যান্স এন্ড অপারেশন্স) জনাব এস. আবদুল আহাদ, গবেষণা ও ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা মনজুর শামস এবং ব্যবস্থাপনা শিক্ষার্থী মো. তাওহীদুন্নবী। আবৃত্তি করেন মনজুর শামস, মিঠুন দেব, শারমিন সুলতানা ও আলমগীর খান। সঙ্গীত পরিবেশন করেন মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, জাহিদুল ইসলাম পলাশ, নুরুননাহার নিশি, অভিব ইকবাল, তাওহীদুন্নবী, আফরিন হোসেন ফারিতা, পূবালী রানি সূত্রধর, শারমিন সুলতানা ও অন্যান্য।

সিদীপ প্রধান কার্যালয়ে ও ব্রাঞ্চ পর্যায়ে শেখ রাসেল দিবসে আলোচনা ও দোয়া

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিশুপুত্র শেখ রাসেলকে হত্যা বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে নৃশংসতম ঘটনাসমূহের একটি। এ বছর থেকে তার জন্মদিন বাংলাদেশে জাতীয় দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। ১৮ অক্টোবর ২০২১এ শেখ রাসেল দিবসে সিদীপ প্রধান কার্যালয়ে আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

এতে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মী। সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদার সভাপতিত্বে এ আলোচনা অনুষ্ঠানে মূল আলোচনা করেন সংস্থার ভাইসচেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া। এ ছাড়াও আলোচনা করেন সংস্থার ডকুমেন্টেশন ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মনজুর শামস এবং আলোচনা অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন সংস্থার গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা আলমগীর খান।

শেখ রাসেলসহ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সকল শহীদের আত্মত্যাগ স্মরণ করে তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন সিদীপের মহাব্যবস্থাপক (ফাইন্যান্স এন্ড অ্যাকাউন্টস) এ. কে. এম. শামসুর রহমান।

আলোচনায় জনাব মনজুর শামস বলেন, "শেখ রাসেল ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসার পাঁচ সন্তানের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর ঢাকার ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বঙ্গবন্ধু ভবনে তিনি জন্ম নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। মাত্র ১১ বছরের জীবনে তিনি বিশাল এক সম্ভাবনার আভাস রেখেছিলেন। যখন পরিবারের সঙ্গে টুঙ্গিপাড়ায় বেড়াতে যেতেন, রাসেল নিজেই বাচ্চাদের জড়ো করতেন, তাদের জন্য খেলনা বন্দুক বানাতেন, আর সেই বন্দুক হাতেই তাদের প্যারেড করাতেন। রাসেল তার সেই খুদে শিশু বাহিনীর জন্য জামা-কাপড় ঢাকা থেকেই কিনে দিতেন। প্যারেড শেষে সবার জন্য খাবারের ব্যবস্থাও করতেন। ১৯৭৫এর ১৫ই আগস্ট দানব ঘাতকের বুলেটের মুখে দাঁড়িয়ে তিনি কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন, 'আমি মায়ের কাছে যাবো'। কিন্তু তার সেই মিনতিতে কান দেয়নি নরপশুরা, বুলেটে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল শিশু রাসেলের কোমল দেহ।"

সংস্থার ভাইসচেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া বলেন, "আজ শেখ রাসেল দিবসের গুরুত্ব হচ্ছে, বাংলাদেশের শিশুদের সমস্ত অধিকার রক্ষা করা। এগুলো হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিশুর জীবন সুরক্ষায় সমস্ত অধিকার। সমাজের রূপান্তর যদি 'জোর যার মুল্লুক তার' থেকে 'অধিকার যার শক্তি তার' হয় এবং রাষ্ট্রের সমস্ত প্রতিষ্ঠান যদি নাগরিকের অধিকার সুরক্ষায় কাজ করে তবে ভবিষ্যতের শিশুরা তাদের অধিকার নিয়ে সুরক্ষিত থাকবে এবং সুনাগরিক হবে। শিশুর সকল প্রকার অধিকার রক্ষায় ও বাস্তবায়নে আমাদেরকে কাজ করতে হবে। সিদীপ তার নানা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে। শিক্ষা সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে শিশু-অধিকার বাস্তবায়নে সিদীপ কাজ করে যাবে–শেখ রাসেল দিবসে এই আমাদের অঙ্গিকার।"

সিদীপের প্রতিটি শাখা কার্যালয়ে যথাযথ মর্যাদায় শেখ রাসেল দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষে শাখা কার্যালয়ের দৃশ্যমান জায়গায় ব্যানার প্রদর্শন করা হয় এবং সকল কর্মী সমবেত হয়ে শেখ রাসেলের জীবনের ওপর আলোচনা করেন এবং তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেন।

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির সকল শিক্ষাকেন্দ্রে

শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে প্রধান কার্যালয় থেকে পাঠানো শেখ রাসেলের জীবনীর ওপর লিখিত রচনা অনুসরণ করে শিক্ষিকাগণ শিসক শিশুদের সামনে শেখ রাসেলের জীবন-ইতিহাস তুলে ধরে আলোচনা করেন।

শিক্ষাকেন্দ্র : ভবেরচর শাখা

শিক্ষাকেন্দ্র : ভাঙ্গুরা শাখা

কৈশোর কর্মসূচির কিশোর-কিশোরী ক্লাবে

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা

সিদীপের কৈশোর কর্মসূচির কিশোর ও কিশোরী ক্লাবগুলোতেও শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে আলাদা ব্যানারে আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। এসব আলোচনাসভায় ক্লাবের কিশোর-কিশোরীরা শেখ রাসেলের জীবনের ওপর আলোচনা করে।

মানিকগঞ্জ জেলা

নারায়ণগঞ্জ জেলা

‘বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ’ শীর্ষক
রচনা-গল্প-কবিতা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সিদীপ পরিবারের সকল সদস্যের জন্য আয়োজন করা হয়েছিল ‘বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ’ শীর্ষক রচনা, গল্প ও কবিতা প্রতিযোগিতা। ৮ নভেম্বর ২০২১ বিকেলে সিদীপ সভাকক্ষে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। সিদীপ প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এ অনুষ্ঠানে অংশ নেন। আলমগীর খানের সঞ্চালনায় এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিদীপ পরিচালনা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া। প্রথমেই সভাপতি তার স্বাগত বক্তব্য রাখেন। এরপর বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা, পরিচালক (ফাইন্যান্স এন্ড অপারেশন্স) জনাব এস এ আহাদ এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি। রচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করেন পূবাইল শাখার শিক্ষা সুপারভাইজার বিউটি ইয়াসমিন, গল্পে মদনপুর-২ শাখার মো. শাহপরান চৌধুরী এবং কবিতায় জামশা শাখার মনসুর আলম মিন্টু। পুরস্কার বিতরণ শেষে বঙ্গবন্ধুর ওপর রচিত কবিতা আবৃত্তি করেন মিঠুন দেব এবং মনজুর শামস। পুরস্কারপ্রাপ্ত বিউটি ইয়াসমিন একটি দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানটি শেষ হয় প্রধান কার্যালয়ের নুরুননাহার নিশি, আফরিন হোসেন ফারিতা, জাহিদুল ইসলাম পলাশ ও মিঠুন দেবের পরিবেশনায় ‘শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি’ গানটির মাধ্যমে।

সিদীপের কার্যক্রম

আর্থিক সেবা

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

২০২১-২০২২ অর্থবছরেও বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯এর কারণে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের গুণগতমান রক্ষা করে বিস্তৃতি ও পরিমাণের দিক থেকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে কিছুটা বাধাগ্রস্ত হতে হয়েছে। এরপরও চলতি অর্থবছরে বর্তমান কর্মএলাকার বাহিরে সম্পূর্ণ নতুন এলাকায় ২০টি ব্রাঞ্চ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সিদীপ বর্তমানে বাংলাদেশের ২৭টি জেলার ১৪৭টি উপজেলার ১,৫৪৪টি ইউনিয়ন/পৌরসভায় এবং ৭,৩৯১টি গ্রামে ২০৬টি (১৮১টি মূল ব্রাঞ্চ ও ২৫টি বড় ব্রাঞ্চের সম্প্রসারিত রূপ ব্রাঞ্চ-২ বা তাদের দ্বৈতশাখাসহ) ব্রাঞ্চের মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ঋণ কার্যক্রমের আওতায় সদস্যদের আর্থিক সক্ষমতার এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিজস্ব উদ্যোগ/কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে সংস্থা সময়োপযোগী বিভিন্ন ধরনের ঋণসেবা প্রদান করছে। যেমন: জাগরণ ঋণ, অগ্রসর ঋণ, বুনিয়াদ ঋণ, সমৃদ্ধি কর্মসূচি ঋণ, সুফলন ঋণ, সোলার ঋণ, জীবনমান উন্নয়ন ঋণ, এসএমএপি ঋণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ, স্যানিটেশন উন্নয়ন ঋণ, Livelihood Restoration Loan (এলআরএল), আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কীম ঋণ (RRSL) এবং এ বছর সদস্যদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিবর্তন ঋণ চালু করেছে। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি-০৬) অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও সিদীপ সংস্থা শহর, উপ-শহর এবং গ্রাম পর্যায়ে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিয়ে কাজ করছে।

তবে বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯এর কারণে অনেক সদস্যের প্রকল্প নষ্ট হয়ে গেছে আবার কারো কারো আয় মারাত্মকভাবে কমে গেছে। অনেকের নতুন করে প্রকল্প শুরু করার মত আর্থিক সক্ষমতা ছিল না, কৃষি কাজে বিনিয়োগ করার মত পুঁজিও তাদের হাতে ছিল না। অনেক প্রবাসী কর্মী প্রবাসে তাদের কাজ হারিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন, আবার অনেকে ছুটিতে দেশে আসার পর আর বিদেশে যেতে পারেননি। ফলে অনেকেই মানবেতর জীবন যাপন করছেন। তাদেরকে পুনর্বাসন করার জন্য পিকেএসএফ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় Livelihood Restoration loan (LRL), আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম ঋণ (RRSL) এবং পিকেএসএফের সহযোগিতায় MDP-AF এই তিনটি ঋণ প্রোডাক্ট চালু করা হয়েছে। এই ঋণ বিতরণের ফলে তারা নতুন করে প্রকল্প শুরু করতে পেরেছেন যার কারণে নতুন আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। কৃষি কাজে এই ঋণ বিনিয়োগ করার ফলে কৃষির উৎপাদন ভাল হয়েছে। প্রবাস-ফেরতগণ এই ঋণ পাওয়ার পর নতুন করে স্বপ্ন দেখতে পারছেন।

ঋণ কার্যক্রমের বিভিন্ন সূচকের অনুপাত বিশ্লেষণ

সিদীপ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পরিমাণ বা সংখ্যাগত বৃদ্ধির পাশাপাশি গুণগতমানকেও আপোশহীনভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। চলতি অর্থবছরেও বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯এর কারণে কোন কোন সূচকে একটু অবনতি হলেও তা উন্নয়নের জন্য সকল পর্যায় থেকে চেষ্টা চলছে। গত অর্থবছরের সাথে চলতি অর্থবছরের ঋণকার্যক্রমের বিভিন্ন সূচকের পরিমাণগত ও গুণগতমানের তুলনামূলক চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ক্র. নং	বিবরণ	অর্থবছর শেষে অবস্থান		বর্তমান অর্থবছরে হ্রাস/বৃদ্ধি
		অর্থবছর ২০২০-২০২১	অর্থবছর ২০২১-২০২২	
১	OTR (On Time Recovery Rate)	৯২.০০	৯৯.০৯	৭.০৯
২	CRR (Cumulative Recovery Rate)	৯৯.১৪	৯৯.৩৬	০.২২
৩	PAR (Portfolio at Risk)	১৭.৬০	৫.৩৬	-১২.২৪
৪	এফও : মোট কর্মী (%)	৬৩.৬৮	৬০.৬৯	-২.৯৯
৫	সদস্য : ঋণী (%)	৮১.০৭	৮২.৩৬	১.২৯
৬	এফও : সদস্য	২৫০.০১	২৩৯.২৮	-১০.৭৩
৭	এফও : ঋণী	২০২.৬৯	১৯৭.০৮	-৫.৬১
৮	এফও : সঞ্চয় (লক্ষ টাকা)	৩৬.৫৬	৩৮.৯২	১.৯৯
৯	এফও : ঋণস্থিতি (কোটি টাকা)	০.৮৭	১.০৪	০.১৭
১০	সঞ্চয় : ঋণস্থিতি (%)	৪২.০২	৩৭.৩৪	-৫.০২
১১	ঝুঁকিপূর্ণ ঋণী (%)	২২.১৯	১০.৮৫	-১১.৩৪

নোট: সর্বমোট কর্মী ১,৯৮৭ জন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর (এফও) সংখ্যা ১,২০৬ জনকে নিয়ে সূচকের অনুপাত বিশ্লেষণ বের করা হয়েছে।

ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি

২০২০-২১ অর্থবছরের তুলনায় ২০২১-২২ অর্থবছরে উৎপাদনশীলতা এবং দক্ষতার ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক্র. নং	বিবরণ	অবস্থান: জুন ২০২১	অবস্থান: জুন ২০২২	হ্রাস/বৃদ্ধি	হ্রাস/বৃদ্ধির হার
১	ব্রাঞ্চ	১৮৬	২০৬	২০	১০.৭৫%
২	মোট কর্মী	১,৭৩২	১,৯৮৭	২৫৫	১৪.৭২%
৩	মোট মাঠ কর্মী (এফও)	১,১০৩	১,২০৬	১০৩	৯.৩৪%
৪	সদস্য সংখ্যা	২,৫৮,২৬২	২,৮৮,৫৭৪	৩০৩১২	১১.৭৪%
৫	ঋণী সংখ্যা	২,০৯,৩৭৪	২,৩৭,৬৭৪	২৮৩০০	১৩.৫২%
৬	মোট সঞ্চয়স্থিতি (কোটি টাকা)	৩৮০.৬৪	৪৬৯.৩৪	৮৮.৭০	২৩.৩০%
৭	মোট ঋণস্থিতি (কোটি টাকা)	৮৯৮.৮৭	১,২৫৬.৭৯	৩৫৭.৯২	৩৯.৮২%
৮	বকেয়া (জন)	৪৬,৪৫২	২৫,৭৯১	-২০৬৫২	-৪৪.৪৬%
৯	বকেয়া (কোটি টাকা)	৬৬.৮৫	৬০.১৫	-৬.৭০	-১০.০২%
১০	মোট বিতরণ (কোটি টাকা)	১,৩৮২.৮০	১,৯৬১.২০	৫৭৮.৪০	৪১.৮৩%
১১	প্রতি টাকা ঋণ বিতরণের ব্যয়	০.০৮	০.০৬	-০.০২	-২৫.০০%
১২	কার্যক্রম স্বয়ম্ভরতা	১২১%	১২৩.৬৯%	২.৬৯	৩.২৮%

নোট: এ অর্থবছরে সংস্থার ব্রাঞ্চ সংখ্যা পূর্বের ১৮৬ (মূল ব্রাঞ্চ ১৬১টি ও সম্প্রসারিত ব্রাঞ্চ ২৫টি) থেকে ২০টি বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন কোন ব্রাঞ্চের অবয়ব ও কার্যক্রম সম্প্রসারিত হওয়ায় সুবিধার জন্য এমন ব্রাঞ্চের প্রত্যেকটিকে ২টি ব্রাঞ্চে বিভক্ত করে মোট ব্রাঞ্চ ধরা হয়েছে। এরকম বিভক্ত ব্রাঞ্চগুলোর (ব্রাঞ্চ-১ ও ২) দুটিকে ১টি করে ধরলে সংস্থার মূল ব্রাঞ্চ মোট ১৮১টি ও ব্রাঞ্চ-২ আছে ২৫টি (মোট ২০৬টি)।

বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সেবা

সিদীপ সদস্যদের ঋণের চাহিদা বিবেচনা করে এবং তাদের বাস্তব অবস্থার নিমিত্তে বিভিন্ন ধরনের ঋণ বিতরণ করে থাকে। খাতভিত্তিক বিভিন্ন ঋণের বিতরণ তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ক্র. নং	বিবরণ	জুলাই '২০ হতে জুন '২১ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ (কোটি টাকা)			জুলাই '২১ হতে জুন '২২ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ (কোটি টাকা)		
		জন	ঋণ বিতরণ (পরিমাণ)	ঋণস্থিতি	জন	টাকা (পরিমাণ)	ঋণস্থিতি
১	জাগরণ (সাধারণ)	১,২৩,৩৮৫	৫১২.৫০	৩১৩.৯৩	১,৩০,৫৩৪	৬০৪.৪৮	৩৬৫.৩২
২	অগ্রসর (উদ্যোক্তা)	৫০,৮৫২	৬৯৩.৮০	৪৭৮.৫৭	৭৫,৮৩০	১,১৭৪.৭৩	৭৬৯.০৮
৩	বুনিয়াদ (হতদরিদ্র)	১,৪৭৮	২.৫৭	১.৩০	১,৩০১	২.২৯	১.৩৯
৪	সুফলন (মৌসুমী)	৪,২৪৩	১১.০১	৫.৬৪	৫,২০৭	১৪.০০	৬.৩১
৫	এসএমএপি (কৃষিখাত)	১৯,৫০৭	৫১.৫৩	২৪.০৩	১৩,৮৬৪	৪১.৭৫	২৫.১৫
৬	সমৃদ্ধি-আইজিএ	১,২৪০	৬.৪০	৩.৬৫	১,৩৮০	৮.৩৭	৫.১৬
৭	সোলার ও এসএলডি	-	-	.০৫	০	-	০.০১
৮	জীবনমান উন্নয়ন (এলআইএল)	৭,৬৫৩	১৪.৯১	৯.৯০	১১,৪৩৯	২৪.৯৭	১৬.৮৬
৯	ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন প্রকল্পর ঋণ (এমডিপি)	৫৯৯	১৮.৬৭	১০.৯১	১,০৫০	৩১.২৫	২০.০৯
১০	স্যানিটেশন উন্নয়ন ঋণ (এসডিএল)	৬০	.০৮	.০১	-	-	০
১১	Livelihood Restoration loan (LRL)	২৪১৭	১১.২৫	৬.৮৫	১,২৭৩	৭.৩৪	৩.৬৪
১২	আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম ঋণ (RRSL)	১০,৯৪৯	৬০.০৩	৪৩.৯৮	৬০	০.২৮	০.৭৬
১৩	WS-WCAD	-	-	-	১০,২৮৬	২৬.৬৭	১৯.২১
১৪	BD Rural WASH for HCD project	-	-	-	৩৯	০.০৮	০.০৮
১৫	বিবর্তন ঋণ	-	-	-	১,৯৯৯	২৫.০০	২৩.৭৩
	মোট	**২,২২,৩৮৩**	**১৩৮২.৮০**	**৮৯৮.৮৭**	**২,৫৪,২৬২**	**১,৯৬১.২০**	**১,২৫৬.৭৯**

খাতভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সেবাসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায় ২০২০-'২১ অর্থবছরের তুলনায় ২০২১-'২২ অর্থবছরে ঋণী সংখ্যা, ঋণ বিতরণের পরিমাণ ও ঋণস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে। জাগরণ ঋণবিতরণ সংখ্যা ১০৫.৭৯%, ঋণবিতরণ ১১৭.৯৫% ও ঋণস্থিতি ১১৬.৩৭%। অগ্রসর ঋণবিতরণ সংখ্যা ১৪৯.১২%, ঋণবিতরণ ১৬৯.৩২% ও ঋণস্থিতি ১৬০.৭০%। বুনিয়াদ ঋণবিতরণ সংখ্যা ৮৮.০২%, ঋণবিতরণ ৮৯.১১% ও ঋণস্থিতি ১০৬.৯২%। ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন প্রকল্পর (এমডিপি) ঋণবিতরণ সংখ্যা ১৭৫.২৯%, ঋণবিতরণ ১৬৭.৩৮% ও ঋণস্থিতি ১৮৪.১৪%। সমৃদ্ধি-আইজিএ ঋণবিতরণ সংখ্যা ১১১.২৯%, ঋণবিতরণ ১৩০.৭৮% ও ঋণস্থিতি ১৪১.৩৭%। জীবন মান উন্নয়ন ঋণ (এলআইএল) ঋণী বিতরণ সংখ্যা ১৪৯.৪৭%, ঋণবিতরণ ১৬৭.৪৭% ও ঋণস্থিতি ১৭০.৩০%। এলআরএল ঋণবিতরণ সংখ্যা ৫২.৬৭% ঋণবিতরণ ৬৫.২৪% ঋণস্থিতি ৫৩.১৪%। আরআরএসএল ঋণবিতরণ সংখ্যা ০.৫৫% ঋণবিতরণ ০.৪৭% ঋণস্থিতি ১.৭৩%। পাশাপশি সুফলন ও এসএমএপি ঋণের চাহিদাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সকল খাতের পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বিগত বছরের তুলনায় এ বছরে ১১৪.৩৪% ঋণবিতরণ সংখ্যা, ১৪১.৮৩% ঋণবিতরণ এবং ১৩৯.৮২% ঋণস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

নতুন ঋণ প্রোডাক্ট ও অগ্রগতি পর্যালোচনা

সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যকে বিবেচনায় রেখে নিজস্ব অর্থায়নে সিদীপ Water and Sanitation (WCAD Model) ঋণ কার্যক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। দারিদ্র্য দূরীকরণে লক্ষিত জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও পুনরুজ্জীবনের জন্য ঋণসহায়তা প্রদান করা হয়। সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত যাবতীয় আর্থিক বিধিবিধান যথাযথভাবে পরিপালন করার পাশাপাশি স্বচ্ছতা বজায় রেখে এ ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। এই ঋণের আওতায় জুন '২২ পর্যন্ত ১০২৮৬ জনকে ২৬,৬৬,৫৪,০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যার ঋণস্থিতি ১৯২,১৩৫,৩৩৮টাকা। BD Rural Water Sanitation and Hygiene for Human Capital Development Project Loan বাবদ ৩৯ জনকে ৮ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার ঋণস্থিতি ৮ লক্ষ টাকা।

সদস্যদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সংস্থা ২০২২ সালে নতুন প্রোডাক্ট বিবর্তন ঋণ চালু করেছে। এ ঋণ সদস্যদের উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে এবং কিছু লোকের কর্মসংস্থান তৈরি করবে। এ ঋণের আওতায় জুন '২২ মাস পর্যন্ত ১৯৯৯ জনকে ২৫,০০,০০,০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

সঞ্চয় সেবা কার্যক্রম

দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি তাদের প্রদত্ত সঞ্চয় জমার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্রিত করে সদস্যদের পুঁজি গঠনের লক্ষ্যে সংস্থায় নিম্নোক্ত চার ধরনের সঞ্চয় প্রোডাক্ট চালু রয়েছে।

বাধ্যতামূলক সঞ্চয় (সাধারণ): সমিতির সাপ্তাহিক সভায় কিস্তির সাথে এবং যারা মাসিক সদস্য তারা মাসিক কিস্তির সাথে জমা করে থাকেন।

স্বেচ্ছা সঞ্চয়: সদস্যগণ সাপ্তাহিক ও মাসিক কিস্তির সাথে তাদের ইচ্ছা ও আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী সঞ্চয় জমা করতে পারেন, এছাড়াও যে কোন সময় যে কোন পরিমাণ টাকা সঞ্চয় হিসাবে জমা করার পাশাপাশি সমিতির সভায় এক কিস্তির সমপরিমাণ এবং অফিস চলাকালীন সময়ে অফিসে এসে প্রয়োজন অনুযায়ী উত্তোলন করতে পারেন।

মাসিক মেয়াদী সঞ্চয় (MTS): সদস্যগণ ১০০ টাকা থেকে গুণিতক হারে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সঞ্চয় হিসাব খুলতে পারেন। এই সঞ্চয় সাপ্তাহিক সদস্যগণ মাসের ০১-১৫ তারিখের মধ্যে এবং মাসিক সদস্যগণ মাসিক কিস্তি প্রদানের সময় জমা করে থাকেন।

স্থায়ী আমানত হিসাব (এফডিআর): নির্দিষ্ট মেয়াদে এককালীন জমা করার জন্য সদস্যগণ একটি হিসাব খুলতে পারেন। নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য হিসাব খুললেও সদস্যর জরুরি প্রয়োজনে যে কোন সময় হিসাবটি বন্ধ করে তিনি টাকা উত্তোলন করতে পারেন। এইক্ষেত্রে সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী সুদ প্রাপ্য হবেন। প্রোডাক্টভিত্তিক সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক্র. নং	বিবরণ	অর্থবছর শেষে স্থিতি		বর্তমান অর্থবছরে হ্রাস/বৃদ্ধি	অগ্রগতির হার
		জুন ২০২১ (কোটি টাকা)	জুন ২০২২ (কোটি টাকা)		
১	বাধ্যতামূলক সঞ্চয় (সাধারণ)	২৩০.৫৯	২৭৪.৫৭	৪৩.৯৮	১৯.০৭%
২	স্বেচ্ছা সঞ্চয়	৫৫.৫৭	৬৮.৩৫	১২.৭৮	২৩.০০%
৩	মেয়াদী সঞ্চয় (মাসিক MTS)	৮৩.৯৭	১০৭.৪৯	২৩.৫২	২৮.০৩%
৪	স্থায়ী আমানত হিসাব (এফডিআর)	৭.৫৪	১৪.৫৪	৭.০০	৯৩.০৯%
৫	নিষ্ক্রিয় সঞ্চয়	২.৯৭	৪.৩৯	১.৪২	৪৭.৮১%
	মোট	**৩৮০.৬৪**	**৪৬৯.৩৪**	**৮৮.৭০**	**২৩.৩০%**

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ঋণ কার্যক্রমের মাসওয়ারি সার্বিক তথ্য

মাসের নাম	মোট সদস্য	ঋণী সংখ্যা	সঞ্চয় স্থিতি (কোটি টাকায়)	মাসের ঋণ বিতরণ (আসল) (কোটি টাকায়)	ঋণস্থিতি (আসল) (কোটি টাকায়)	খেলাপি স্থিতি (আসল) (কোটি টাকায়)	
						জন	টাকা
জুলাই '২১	২,৫৮,১৫৮	২,০৮,৪২৩	৩৮৩.১৫	৬.৩২	৮৬৬.৮৫	৪৩,৫৭২	৬৪.৬৪
আগস্ট '২১	২,৬১,৭১৯	২,১০,৭৮২	৩৮৫.৩৯	১৩২.৬৯	৮৮০.৫৪	৬১,০৩৬	৭৬.১৬
সেপ্টেম্বর '২১	২,৬৭,৮১২	২,১৬,৭৯৪	৩৯২.৩১	১৭৯.৫৪	৯৩১.৩০	৫০,৭৭৫	৭৭.০৩
অক্টোবর '২১	২,৭১,১১৭	২,১৯,৪৮১	৩৯৯.৪৯	১৬১.০০	৯৬৪.৭২	৪৬,৬৮১	৭৮.০৮
নভেম্বর '২১	২,৭২,৭১১	২,২৩,৭৯৩	৪০৬.২১	২০৬.৩৮	১০২৮.৭৬	৪২,৬৯৫	৭৮.৪০
ডিসেম্বর '২১	২,৭১,১৩৫	২,২৪,০৪৮	৪১২.১৩	১৭৪.১৩	১০৫৭.৯৯	৩৮,৮৫৫	৭৮.০৪
জানুয়ারি '২২	২,৭৪,৫৫১	২,২৬,৩০০	৪২০.২৭	১৯৭.২৫	১১১২.২৯	৩৫,৬৪৬	৭৭.৬৬
ফেব্রুয়ারি '২২	২,৭৬,২৫৭	২,২৫,৫২২	৪২৭.৪৩	১৪৮.০৪	১১২২.৪৪	৩২,৬৭১	৭৬.৬৯
মার্চ '২২	২,৭৮,৪৫৪	২,২৬,০৭৬	৪৩৫.২৩	১৮৮.৭৩	১১৬৩.৭০	২৯,৮১৩	৭৪.৯৯
এপ্রিল '২২	২,৮১,৮০১	২,৩০,৪৮৯	৪৩৯.৩১	১,৯৭.৭৬	১২১৩.৬৮	২৭,৯৯৭	৭০.০৩
মে '২২	২,৮৫,৪৬৮	২,৩২,৫০৬	৪৪৫.৪৭	১৫৭.৭৮	১,২১৩.৬৮	২৬,৮৬৫	৬৫.৪৬
জুন '২২	২,৮৮,৫৭৪	২,৩৭,৬৭৪	৪৬৯.৩৪	২১১.৫৪	১,২৫৬.৭৯	২৫,৭৯১	৬০.১৫

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক আকারের কৃষকদের কৃষি উৎপাদন উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণ অর্থায়ন প্রকল্প (এসএমএপি)

কৃষিতে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করতে হলে উন্নত আধুনিক ও টেকসই কৃষি প্রযুক্তিসমূহের ব্যবহার অত্যাবশ্যক। তাই বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমএপি (SMAP— Small and Marginal Sized Farmers Agricultural Productivity Improvement and Diversification Financing Project) প্রকল্পের আওতায় সিদীপ মাঝারি, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের (সদস্য) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষি কাজে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও প্রাণীসম্পদের উন্নয়নের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ সেবা প্রদান করার পাশাপাশি কৃষকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। কারিগরি সহায়তামূলক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় হলো হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা সেবা প্রদান। এক্ষেত্রে প্রত্যেক উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তার একটি করে হোয়াটসঅ্যাপ ও ইমোগ্রুপ রয়েছে এবং উক্ত গ্রুপে কর্মএলাকার আওতাধীন কৃষকরা যুক্ত রয়েছেন। কৃষকরা উক্ত অ্যাপসের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কথা বলেন এবং আমরাও এক্ষেত্রে সর্বোচ্চভাবে সমাধান প্রদান করে থাকি। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ঋণ ও কারিগরি সহায়তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক. এসএমএপি প্রকল্পের ঋণসেবা

ক্র. নং	এসএমএপি ঋণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য	পরিমাণ
১	এসএমএপি কার্যক্রম চলমান রয়েছে	১৪১ ব্রাঞ্চে
২	কারিগরি সহায়তা সেবায় যুক্ত টেকনিক্যাল পার্সনের সংখ্যা	৯ জন
৩	২০২১-২০২২ অর্থবছরে ফান্ড প্রাপ্তির পরিমাণ	৪১,৭০,০০,০০০ টাকা
৪	এ যাবত ফান্ড প্রাপ্তির পরিমাণ	২০৯,৩৯,০০,০০০ টাকা
৫	এ অর্থবছরে ফান্ড ফেরতের পরিমাণ	৪০,০০,০০,০০০ টাকা
৬	এ যাবত ফান্ড ফেরতের পরিমাণ	১,৬৭,৬৯,০০,০০০ টাকা
৭	অবশিষ্ট ফান্ড ফেরতের পরিমাণ	৪১,৭০,০০,০০০ টাকা

খ. এসএমএপি প্রকল্পের আওতায় কারিগরি সহায়তা সেবা কার্যক্রম

ক্র. নং	কারিগরি সহায়তা সেবার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের নাম	পরিমাণ		
১	টেকনিক্যাল ওরিয়েন্টেশন (জন)	১২০০০		
২	স্টাফ ট্রেনিং (সংখ্যা)	৫৫২		
৩	উঠান বৈঠক (সংখ্যা)	৫৭৪		
৪	হোয়াটসঅ্যাপে যুক্ত করা কৃষকের সংখ্যা (জন)	৫৫২		
৫	টিএসএস প্রদান করা হয়েছে (সমিতি পর্যায়ে - জন)	এসএমএপি	নন-এসএমএপি	নতুন
		৫৫২	৬৫৬০	৩৮৪০
৬	প্রদর্শনী প্লট (সংখ্যা)	১৮		
৭	আদর্শ বাড়ি (সংখ্যা)	৬০		
৮	কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন কল সেন্টার (জন)	৫৬৪০		
৯	কৃষকের সাথে মতবিনিময় (জন)	২৬৪০		
১০	মার্কেট লিংকেজে সহায়তা করা কৃষকের সংখ্যা (জন)	১২০		
১১	আবহাওয়াজনিত বিভিন্ন তথ্য কৃষকদেরকে প্রদান (জন)	১৩২০		

খেলাপি স্থিতি (আসল)

চলতি অর্থবছরে বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯এর কারণে গত বছরের তুলনায় এ বছর খেলাপির পরিমাণ হ্রাস পেয়ে হয়েছে ২৫,৭৯১ জন, যাদের টাকার পরিমাণ ৬০.১৫ কোটি। খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য সংস্থা বছরব্যাপি নানামুখী উদ্যোগ ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যা অব্যাহত আছে। এ বছরেও বিশেষ করে কোভিডকালে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে খেলাপি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। মোট খেলাপির বিপরীতে ঋণক্ষয় সঞ্চিতি করা আছে ৪১.৭৬ কোটি টাকা। এ বছর ১,১৮৬ জনের বিপরীতে ২.৭৩ কোটি টাকা ঋণ অবলোপনের জন্য পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে।

সদস্য সুরক্ষায় সিদীপ

সদস্য বা সদস্যর স্বামী বা তার ঋণের পারিবারিক আইনানুগ অভিভাবক মৃত্যুবরণ করলে ক্ষুদ্রঝুঁকি ও সদস্য কল্যাণ তহবিলে যে টাকা আদায় হয় তা থেকে দাফন-কাফন এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের জন্য ৫০০০ টাকা নগদ প্রদান করা হয়। সংস্থার ক্ষুদ্রঝুঁকি ও সদস্য কল্যাণ তহবিলের নীতিমালা অনুযায়ী সদস্য বা তার স্বামী বা তার ঋণের পারিবারিক আইনানুগ অভিভাবক মারা গেলে তাদের অপরিশোধিত ঋণ এই তহবিল থেকে মওকুফ করা হয়। ঋণ গ্রহণের পর বন্যা, খরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি, আগুনে পোড়া, শারীরিক অক্ষমতা, মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়া, অঙ্গহানি, দুরারোগ্য ব্যাধি (ক্যানসার, কিডনী ডায়ালাইসিস বা প্রতিস্থাপন, হার্ট সার্জারি বা রিং প্রতিস্থাপন, গলব্লাডার স্টোন অপারেশন, লিভার সিরোসিস ও ব্রেইন টিউমার) কুষ্ঠরোগ, দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ (প্যারালাইসিস) হয়ে পড়ে থাকলে এবং ঋণ পরিশোধ করার মত আর্থিক সক্ষমতা না থাকলে সঞ্চয় বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ঋণস্থিতি মওকুফ করা হয়।

ঋণগ্রহীতার জরায়ু অপারেশন, সিজারিয়ান অপারেশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে চিকিৎসা বাবদ এককালীন ৫,০০০ টাকা, সদস্য বা সদস্যর স্বামী বা তার ঋণের পারিবারিক আইনানুগ অভিভাবক মারাত্মক কোন দুর্ঘটনাজনিত কারণে হাসপাতালে চিকিৎসা নিলে ৩,০০০ টাকা, কোভিড-১৯এর পরীক্ষা বাবদ খরচ এবং হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিলে ১০,০০০ টাকা আর্থিক অনুদান দেয়া হয়।

কোন সদস্য একাধারে ৮ দফা ঋণ নিয়ে নিয়মিত কিস্তি প্রদান করলে প্রণোদনা/অবসরকালীন ভাতা হিসাবে ১০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়।

এ সংক্রান্ত তথ্য নিচে দেওয়া হলো।

ক্ষুদ্রঝুঁকি ও সদস্য কল্যাণ তহবিল হতে মৃত্যুজনিত ক্ষেত্রে সহায়তার তথ্য

ক্র.নং	সহযোগিতার কারণসমূহ	দাফন-কাফন		ঋণ সমন্বয়		সর্বমোট
		জন	টাকা	জন	টাকা	
১	সদস্যর মৃত্যু	৪৫২	২,২৬০,০০০	৪৫৬	৩৩,০২৪,৪৩৩	৩৫,২৮৪,৪৩৩
২	সদস্যর স্বামীর মৃত্যু	১,০২২	৫,১১০,০০০	১,০২৫	৩৫,৫৮৭,৫১৮	৪০,৬৯৭,৫১৮
৩	অভিভাবকের মৃত্যু	৬	৩০,০০০	৮	৩৪,৩৯৩	৬৪,৩৯৩
	সর্বমোট	১,৪৮০	৭,৪০০,০০০	১,৪৮৯	৬৮,৬৪৬,৩৪৪	৭৬,০৪৬,৩৪৪

দ্রষ্টব্য: ম্যানুয়েল মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মৃত্যুর সংবাদ অবগত না হওয়ায় মোট মৃত সদস্যের জন্য ঋণ সমন্বয়ের তুলনায় দাফন-কাফন বাবদ কম পরিশোধ হয়েছে।

ক্ষুদ্রঝুঁকি ও সদস্য কল্যাণ তহবিল হতে অন্যান্য ক্ষেত্রে সহায়তার তথ্য

ক্র. নং	অনুদান প্রদানের বিষয়	সহযোগিতার কারণসমূহ	জন	খাতওয়ারি সংস্থার মোট ব্যয়
১	চিকিৎসা ব্যয়	দুরারোগ্য ব্যাধি	১৮	৮৬৮,২৬৬
২		জরায়ু অপারেশন	২২	১১০,০০০
৩		সিজারিয়ান অপারেশন	২৪৩	১,২১৫,০০০
৪		শারীরিক অক্ষমতা	১২	৩৭৬,৪১০
৫		দুর্ঘটনাজনিত কারণে হাসপাতালে চিকিৎসা	৮	২৪,০০০
চিকিৎসা ব্যয়-এ মোট			৩০৩	২,৫৯৩,৬৭৬
৬	আগুনে পোড়া	ঘরবাড়ি	৭	২১৫,৯৯৩
আগুনে পোড়া-এ মোট			৭	২১৫,৯৯৩
৭	কোভিড-১৯	কোভিড চিকিৎসা	১২	২৯৭,৫৫৪
কোভিড-১৯-এ মোট			১২	২৯৭,৫৫৪
	সর্বমোট		৩২২	৩,১০৭,২২৩

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি

(শিসক)

স্কুলের পড়ায় সহায়তার মাধ্যমে ঝরে পড়া রোধের লক্ষ্যে শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (শিসক) সিদীপের গর্বের বিষয়। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার অভিনব উদ্ভাবন এটি। দেশের শীর্ষ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'আশা' সিদীপের এই কার্যক্রম অনুসরণ করে সারাদেশে ১৫,০০০ শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করছে। সিদীপের এ কর্মসূচি অনুসরণ করে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ২০০টি ইউনিয়নে ৬,০০০ শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

২০০৫ সালের ১ এপ্রিল শুরু হওয়া এই শিক্ষা কর্মসূচি সিদীপের কর্ম-এলাকার প্রান্তিক ও নিরক্ষর মা-বাবার সন্তানকে শিক্ষায় সহায়তার অন্যতম অবলম্বন। এই শিক্ষা কর্মসূচি সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে সহায়তা করে থাকে। শুরুতে শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে কেবল ক্লাসের পড়া তৈরি করে দেয়া হতো। পরবর্তীতে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে আরো কিছু কার্যক্রম যোগ করা হয়–যার ভেতর রয়েছে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যচর্চা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সাংস্কৃতিক কর্মসূচি, প্রবীণ সংবর্ধনা, প্রকৃতি পাঠ এবং মা-বাবাকে সম্মান প্রদর্শন। শিসকের শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বিশেষ যত্নের সঙ্গে পাঠদান করা হয় এবং এইসব শিক্ষার্থী সিদীপের শিক্ষিকার কাছে মায়ের কাছে যেমন তেমনই নিরাপদ মনে করে। এখানে আনন্দদায়ক পাঠদান চর্চা করা হয়।

করোনা মহামারি প্রতিরোধে সরকারি নির্দেশ মোতাবেক দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্কুল-কলেজে পুনরায় শ্রেণি কার্যক্রম শুরু হয়। আরো কিছুদিন সংক্রমণ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে সিদীপের শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিয়মিত পাঠদান শুরু হয় ৩ মার্চ ২০২২ থেকে। করোনা-পরবর্তী বিশেষ পরিস্থিতিতে শিসক পরিচালনার এক নীতিমালা প্রণয়ন করে বর্তমানে সে অনুযায়ী শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে পাঠদান করা হচ্ছে। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে শিসকের শিক্ষা সুপারভাইজারগণ মাঠ পর্যায় থেকে অনলাইনে শাখার শিসক কর্মকাণ্ডের তথ্য প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করে থাকেন। শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠদান শুরু হওয়ার পর এই প্রক্রিয়া আবার চালু হয় এবং শিক্ষা সুপারভাইজারগণ যাতে এই প্রক্রিয়া সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারেন সেজন্য ৬ ও ৭ এপ্রিল জুম মিটিংয়ের মাধ্যমে তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এরপর থেকে সিদীপের শিসকভুক্ত সব শাখা থেকে অনলাইন রিপোর্ট পাঠানো হচ্ছে এবং প্রধান কার্যালয় থেকে অনলাইন মনিটরিং জোরদার করা হয়েছে।

৩০ জুন ২০২২ নাগাদ সিদীপের মোট ১২৮টি শাখায় শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছে। বর্তমানে দেশের ১৯টি জেলার ১০২টি উপজেলায় এ কর্মসূচি চলছে। এ সময় পর্যন্ত শিক্ষাকেন্দ্র ২,৫৭০টি। শিক্ষা সুপারভাইজার ১২৯ জন ও শিক্ষিকা ২,২৯৪ জন। মোট শিক্ষার্থী প্রায় ৫০ হাজার, এর মধ্যে ২৬,০৭৭ জন বালিকা ও ২৩,৪৯৩ জন বালক। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ৫০০ জন।

শিক্ষা কার্যক্রম ছাড়াও শিসকের শিক্ষিকা ও শিক্ষা সুপারভাইজারদের নিয়ে ২০১৮ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে শিক্ষিকা সমিতি গঠন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরেও শিক্ষিকা ও শিক্ষা সুপারভাইজারগণ এই সমিতির মাধ্যমে সঞ্চয় করছিলেন এবং তাদের অনেকেই নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে সফল উদ্যোক্তা হয়ে উঠেছেন। ২০২২ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সিদীপ শিক্ষিকা সমিতিতে শিক্ষিকাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ ১ কোটি ৭৩ লাখ ৪৪ হাজার ২৪৬ টাকা।

ব্যতিক্রমী উদ্যোক্তা শিক্ষিকা আকলিমা আক্তার

শিসক শিক্ষিকা মোসাম্মৎ আকলিমা আক্তার এখন একজন সফল উদ্যোক্তা। ২০১৮ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে শিক্ষিকা সমিতির কার্যক্রম শুরু হলে তিনি ময়নামতি শিক্ষিকা সমিতির একজন সদস্য হিসেবে মাসিক সঞ্চয় করতে থাকেন। ২০২০ সালে এই সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন এবং একটি সেলাই মেশিন কিনে পোশাক সেলাই করে বাড়তি আয় করতে থাকেন। ২০২০ সালে তিনি ১ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে থান কাপড় কিনে খুচরো কাপড় বিক্রির ব্যবসা শুরু করেন। ১ বছর এ ব্যবসা থেকে সংসার খরচ চালিয়েও তার ৯০ হাজার টাকা লাভ হয়। সেই ঋণ পরিশোধ করে এই ব্যবসার মূলধনের সঙ্গে আরো কিছু যোগ করে এরপর তিনি গরুর খামার শুরু করেন।

দারিদ্র্য ও শারীরিক প্রতিবন্ধিতা দমাতে পারেনি

শিক্ষিকা স্মৃতি রানী সাহাকে

দারিদ্র্য আর শারীরিক প্রতিবন্ধকতা শিক্ষিকা স্মৃতি রানী সাহাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। বাবা-মা এবং ৭ ভাই-বোনের সংসারে তিনি সবার ছোট। ছোটবেলা থেকেই পড়ালেখায় খুব আগ্রহ ছিল। কিন্তু শারীরিকভাবে ছিলেন খুবই দুর্বল। আকারেও বেঁটে। সংসারে অভাবের কারণে ভুগছিলেন পুষ্টিহীনতায়। মুড়ি বিক্রি করে সংসার চালাতেন তার বাবা।

তিনি যখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়েন তখন একদিন খেলতে থাকা কয়েকজন কিশোরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে উঠোনের শক্ত মাটিতে ছিটকে পড়েন এবং পায়ে প্রচণ্ড আঘাত পান যাতে তার একটি পা ভেঙে যায়। অভাবের কারণে ভাল কোনো ডাক্তার দেখাতে পারেননি। নির্ভর করতে হয়েছে গ্রামীণ টোটকা চিকিৎসার ওপর। তখন থেকে তার সেই পা খোঁড়া। পরে নিজস্ব উপার্জনে চিকিৎসার কিছুটা সঙ্গতি অর্জন করলেও ততোদিনে খোঁড়া পা ভালো করার সব সম্ভাবনাই শেষ হয়ে গেছে।

অভাবের কারণে তার শিক্ষাজীবন থমকে যায় দশম শ্রেণিতে পড়ার সময়। চার বোনের সবারই বিয়ে হয়ে গেছে ততদিনে। ভাইয়েরাও বিয়ে করে আলাদা সংসার পেতেছেন। বয়স বেড়ে যাওয়ায় তার বাবা আগের মতো রোজগার করতে পারছিলেন না। অগত্যা লেখাপড়ায় ইতি টেনে শিশুদের পড়ানো শুরু করেন তিনি। টিউশনি করে হাতে কিছু টাকা জমলে পুরনো একটি সেলাই মেশিন কিনে পাড়াপড়শির পোশাক সেলাই করে বাড়তি আয়ের একটা পথ করে নেন। প্রতিবেশী শিশুসন্তানদের পড়িয়ে এবং সেলাইয়ের আয়ে কোনো রকমে চলে যাচ্ছিল। একদিন তিনি সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে পারেন এবং আয় বাড়াতে নিজেও এই কর্মসূচির অধীনে একটি শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করবেন বলে ঠিক করেন। যোগাযোগ করেন নোয়াখালীতে অবস্থিত সিদীপের সোনাপুর শাখার শিক্ষাসুপারভাইজারের সঙ্গে। এসএসসি পাস না হলেও তার পাঠদান দক্ষতা আর শারীরিক প্রতিবন্ধকতা বিবেচনা করে ২০১২ সালে তাকে সোনাপুর শাখায় একজন শিসক শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। এরপর তাগিদ সৃষ্টি হয় তার মনে। মাকে নিয়ে সংসার চালাতে থাকেন তিনি। এ অবস্থায় ২০১৮ সালে হঠাৎ করেই মারা যান তার বাবা।

বাবা মারা যাওয়ার পর বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টিদ্রব্য তৈরি করে বিক্রি করে আয়ের আরো একটা পথ করে নেন তিনি। খুব দক্ষতার সঙ্গেই তিনি তার শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করছেন। শিশুদের সঙ্গে সময় কাটাতে খুব ভালো লাগে তার। খেলাধুলা এবং নানাভাবে আনন্দ দিয়ে শিশুদের শেখান তিনি। শুধু ক্লাসের পড়া নয়, জীবনে কাজে লাগতে পারে এমন সবকিছুই শেখাতে চেষ্টা করেন তাদের। এখনও বিয়ে করেননি স্মৃতি। শিক্ষাকেন্দ্রের শিশুদের নিয়ে সৃজনশীল সময় কাটাতে ভালো লাগে তার। তার শিক্ষাকেন্দ্রে এখন মোট ২০ জন শিক্ষার্থী, যাদের ১২ জন বালিকা এবং ৮ জন বালক। এদের সবারই তিনি প্রিয় দিদিমণি।

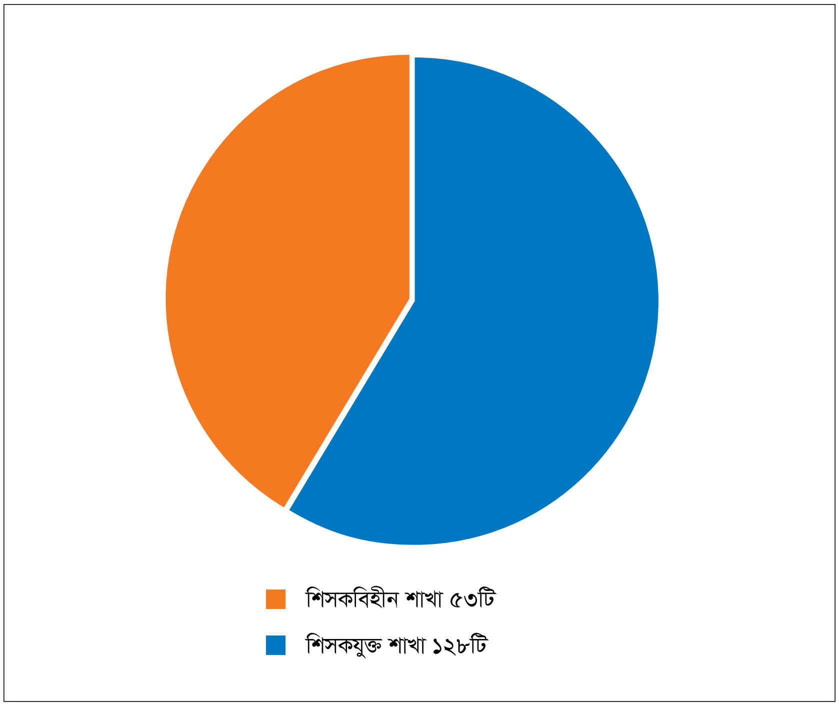

সিদীপের মোট শাখা ১৮১টি

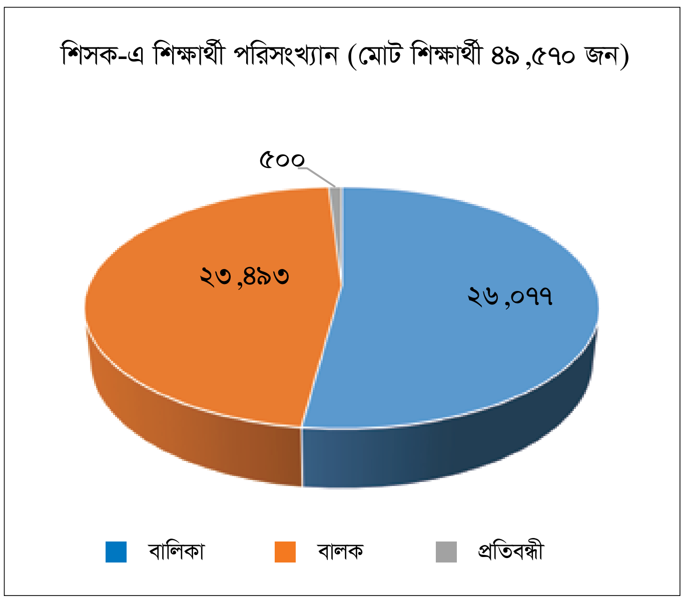

শিসক-এ শিক্ষার্থী পরিসংখ্যান

মোট শিক্ষার্থী - ৪৯,৫৭০

- বালিকা - ২৬,০৭৭
- বালক - ২৩,৪৯৩
- প্রতিবন্ধী - ৫০০

স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি

মানব-উন্নয়নের মৌলিক শর্তগুলোর মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা অন্যতম। দীর্ঘদিন কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে সিদীপ উপলব্ধি করে যে সদস্যদের অনেকেই প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির জন্য তাদের আয়ের এক বিরাট অংশ খরচ করে ফেলেন। এমন বাস্তবতায় সংস্থা ২০১৩ সালে ২টি শাখার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম চালু করে। বর্তমানে ১৯টি জেলায় ১১০টি শাখায় উক্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি বাস্তবায়নে মাঠপর্যায়ে সিদীপের ১১০টি শাখায় ২ জন অপ্টোমেট্রিস্টসহ ১১২ জন উপসহকারি কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (Sub-Assistant Community Medical Officer—SACMO) এবং ১৮৭ জন হেলথ ভলান্টিয়ার কর্মরত রয়েছেন।

আগাম রোগ নির্ণয়, রোগ প্রতিরোধ ও রোগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখা সিদীপ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। এতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার আওতাভুক্ত কিছু সেবাকার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। সিদীপের বিভিন্ন সমিতি ও ব্রাঞ্চ পর্যায়ে স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে আগত রোগীদের প্রাথমিক হেলথ স্ক্রিনিং (ওজন মাপা, রক্তচাপ মাপা, ডায়াবেটিস পরীক্ষা, গর্ভধারণ সনাক্তকরণ), বিএমডিসি-র নীতিমালা অনুসরণ করে প্রাথমিক চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদান, প্রাথমিক চক্ষুসেবার অংশ হিসাবে ভিশন কর্নার স্থাপনের মাধ্যমে ভিজ্যুয়াল অ্যাকুইটি পরিমাপ করা ইত্যাদি স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির মূল দিক। প্রধান কার্যালয়ভিত্তিক স্বাস্থ্যটিম গঠন করে মোবাইল স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিচালনার মাধ্যমে চক্ষু পরীক্ষা ও সাধারণ রোগীদের চিকিৎসা প্রদান স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য অংশ। স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচিতে নিয়োজিত হেলথ ভলান্টিয়ারগণ নিজ কর্ম-এলাকায় বাড়ি ভিজিটের মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ লোকজনের স্বাস্থ্যসচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদানসহ ওজন মাপেন, ব্লাড প্রেসার মনিটরিং করেন এবং ডায়াবেটিস ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করে থাকেন। সিদীপের শ্রীকাইল ও কুটি শাখায় ভিশন সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত নিম্ন আয়ের প্রান্তিক জনগণকে প্রাথমিক চক্ষুসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে অরবিস ইন্টারন্যাশনালের সাথে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। তবে করোনা পরিস্থিতির কারণে ভিশন সেন্টারের কার্যক্রম বিশেষজ্ঞদের পরামর্শক্রমে স্থগিত রাখা হয়েছিল।

২০২১এর সেপ্টেম্বর থেকে করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতির কারণে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির আওতায় মোট ২,৩১,৪৮৭ জন রোগী স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে ২,০৯,৭৬৯ জন মহিলা এবং ২১,৭১৮ জন পুরুষ রয়েছেন। এর মধ্যে শিশু রয়েছে ৫,২১৪ জন। ফিল্ড মোবাইল ক্লিনিকে ১,৩৭,৪৬৭ জন, ব্রাঞ্চ স্ট্যাটিক ক্লিনিকে ৮৪,২২৩ জন, স্যাটেলাইট ক্লিনিকে ২,১০৮ জন এবং মোবাইল স্বাস্থ্যক্যাম্পে ৭,৬৮৯ জন রোগী সেবা গ্রহণ করেছেন। স্বাস্থ্যসেবাপ্রাপ্ত রোগীদের মধ্যে ২,০০,১৯২ জন সিদীপের সদস্য, ২৬,৬২৭ জন সিদীপ পরিবারের সদস্য এবং ৪,৬৬৮ জন সিদীপের সদস্য নন।

দেশের প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়া ও স্বাস্থ্যসেবাকে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে পরিচালিত 'সিদীপ স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি'র আওতায় সংস্থার ২৫টি ব্রাঞ্চে OTC বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সংস্থার সকল ব্রাঞ্চে আরো কিছু OTC Drug অর্ন্তভুক্ত করে বিক্রয় কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হবে। চলতি অর্থবছরে ৭টি OTC Drug বিক্রয়ের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলো। ওষুধসমূহ হলো: ট্যাবলেট প্যারাসিটামল, এন্টাসিড, ভিটামিন-সি, মাল্টিভিটামিন, ক্যাপসুল ওমিপ্রাজল, ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স, এসএমসি ওরস্যালাইন ইত্যাদি। এ অর্থবছরে OTC Drug বিক্রয় কার্যক্রমের আওতায় মোট ৮৭,৩৬৫ টাকার ওষুধ বিক্রয় করা হয়।

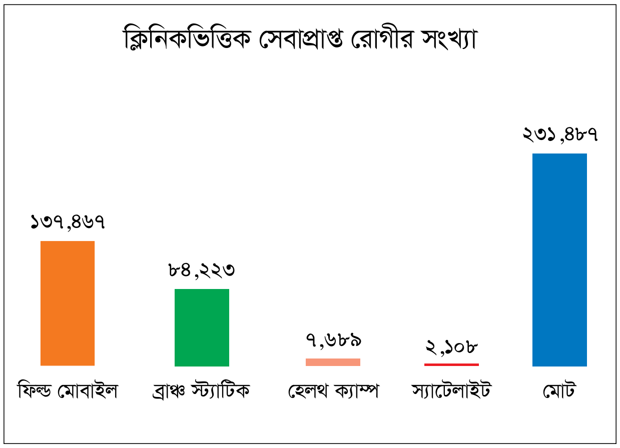
ক্লিনিকভিত্তিক সেবাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
১৩৭,৪৬৭
৮৪,২২৩
৭,৬৮৯
২,১০৮
২৩১,৪৮৭
ফিল্ড মোবাইল
ব্রাঞ্চ স্ট্যাটিক
হেলথ ক্যাম্প
স্যাটেলাইট
মোট

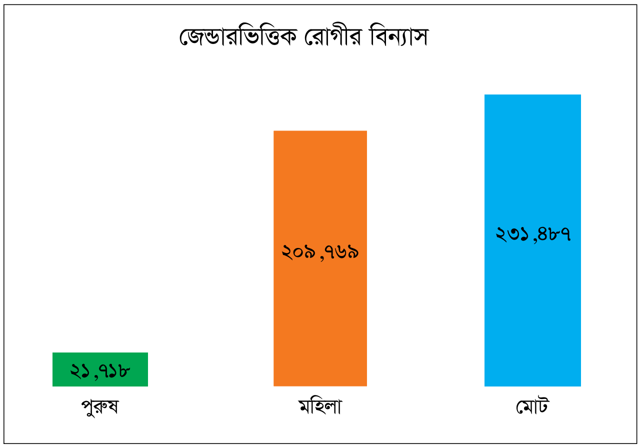
জেন্ডারভিত্তিক রোগীর বিন্যাস
২১,৭১৮
২০৯,৭৬৯
২৩১,৪৮৭
পুরুষ
মহিলা
মোট

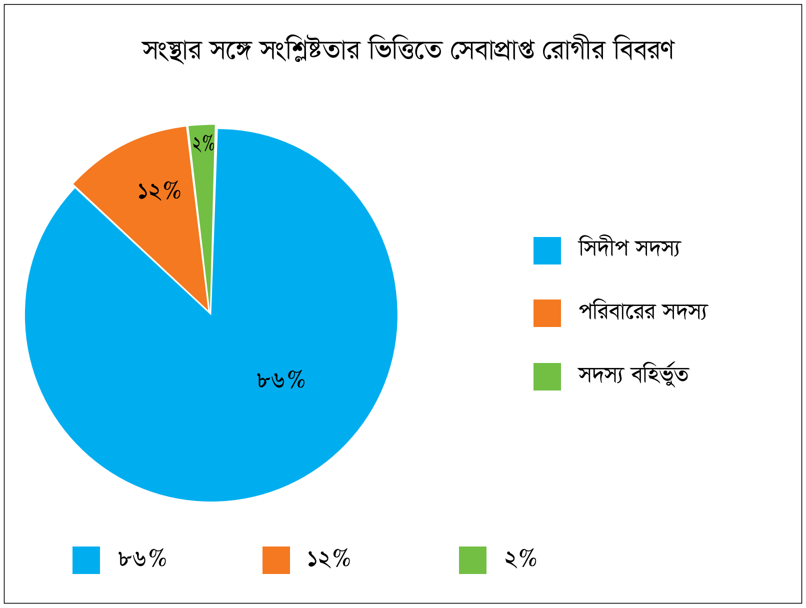
সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার ভিত্তিতে সেবাপ্রাপ্ত রোগীর বিবরণ
২%
১২%
৮৬%
সিদীপ সদস্য
পরিবারের সদস্য
সদস্য বহির্ভুত
৮৬%
১২%
২%

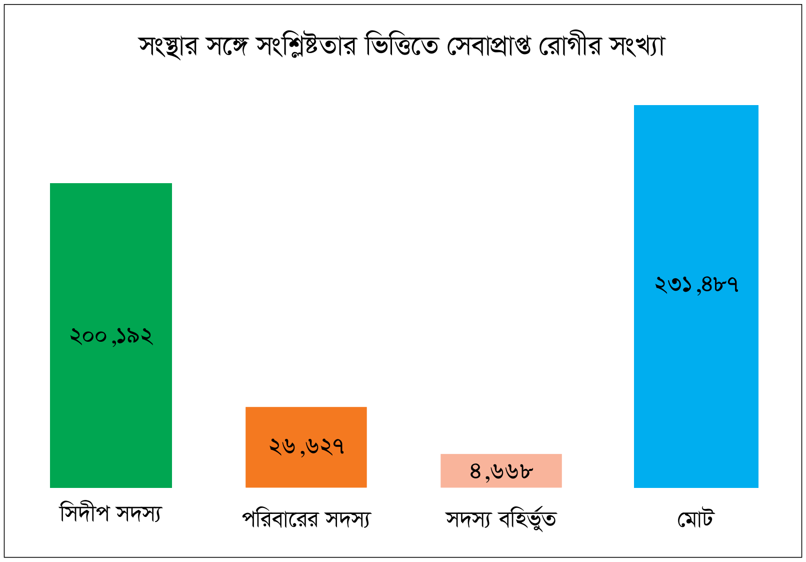
সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার ভিত্তিতে সেবাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
২০০,১৯২
২৬,৬২৭
৪,৬৬৮
২৩১,৪৮৭
সিদীপ সদস্য
পরিবারের সদস্য
সদস্য বহির্ভুত
মোট

চলতি অর্থবছরে স্বাস্থ্য ক্যাম্পের অর্জন						
অর্থবছর ২০২১-২২	রেজিস্ট্রেশনকৃত রোগীর সংখ্যা	মেডিসিন রোগী	চক্ষু রোগী	চশমা বিক্রি	ডায়াবেটিস পরীক্ষা	সর্বমোট
সেপ্টেম্বর/২১	১৬৬৩	৫৭৫	১০৮৮	২৬৮	২২৫	
অক্টোবর/২১	১১২৭	৫১৫	৭১২	১৯৮	১৯৪	
নভেম্বর/২১	১৩২৭	৫৩০	৭৯৭	২৪৩	২৮২	
ডিসেম্বর/২১	১১৮৭	৪৩৬	৭৫১	২৪৬	১৯৪	
জানুয়ারি/২২	১০০৯	৩০৮	৭০১	১৯৬	১৫৩	
ফেব্রুয়ারি/২২	৯৫৪	২৩৭	৭১৭	২২৯	১২০	
মার্চ/২২	১৪৩৩	৪৬৭	৯৬৬	২৮৪	২৭৩	
মে/২২	৫৬০	১৯৩	৩৬৭	৭২	৯২	
জুন/২২	৯১১	২২৮	৬৮৩	১৭১	১৮৯	
মোট সেবা	**১০,১৭১**	**৩,৪৮৯**	**৬,৭৮২**	**১,৯০৭**	**১,৭২২**	
মোট আয় (টাকা)	**৫০৮,৫৫০**	**-**	**-**	**৪৭৬,৭৫০**	**৫১,৬৬০**	**১,০৩৬,৯৬০**

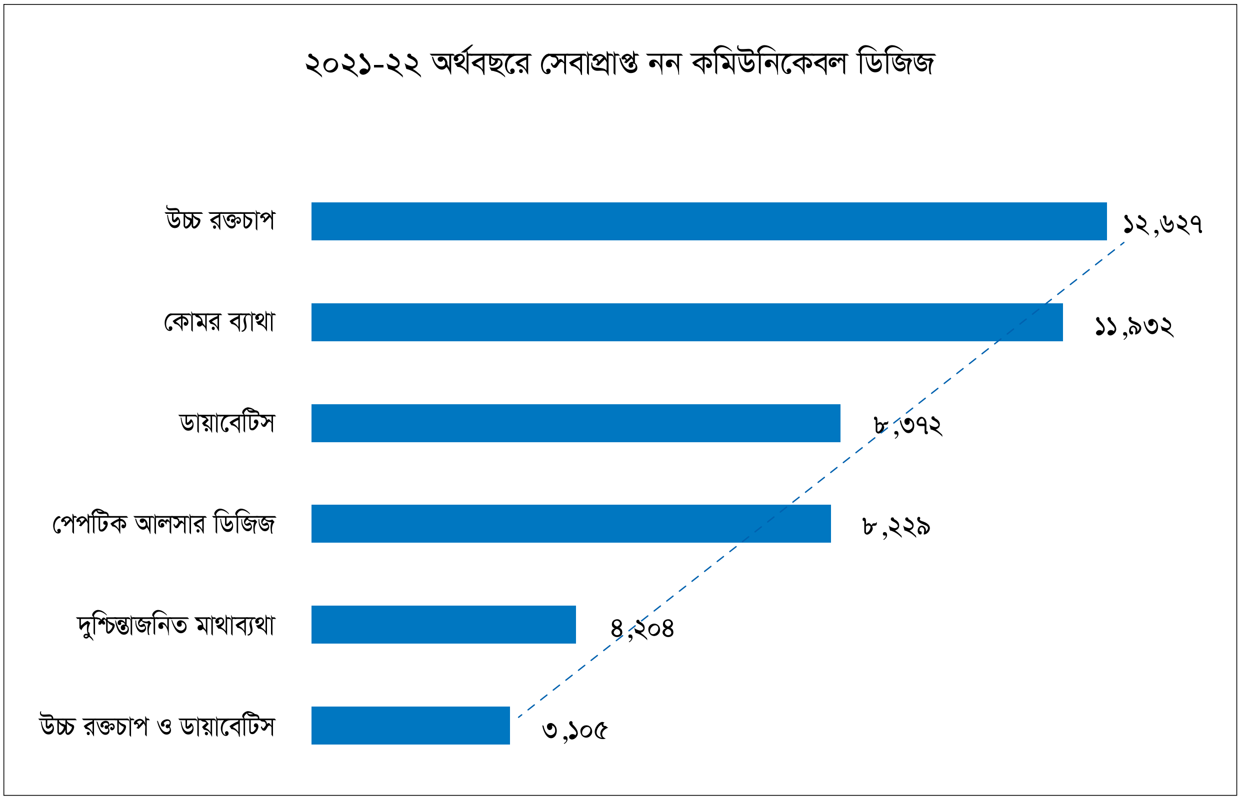

২০২১-২২ অর্থবছরে সেবা প্রাপ্ত গাইনি ও প্রসূতি রোগী		
রোগ	সংখ্যা	%
মূত্রনালীর সংক্রমণ	২,৭৮৩	৩৭.৪
লিউকোরিয়া	২,০৪	২৭.৫
গর্ভকালীন পরিচর্যা	১,০৮৯	১৪.৬
মাসিকজনিত সমস্যা	৮৭৬	১১.৮
পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক উপদেশ	৩২৬	৪.৪
পিআইডি	১৮৭	২.৫
গর্ভ-পরবর্তী পরিচর্যা	১০২	১.৪
বন্ধ্যাত্ব	২৩	০.৩
মোট	**৭,৪৩৪**	**১০০.০**

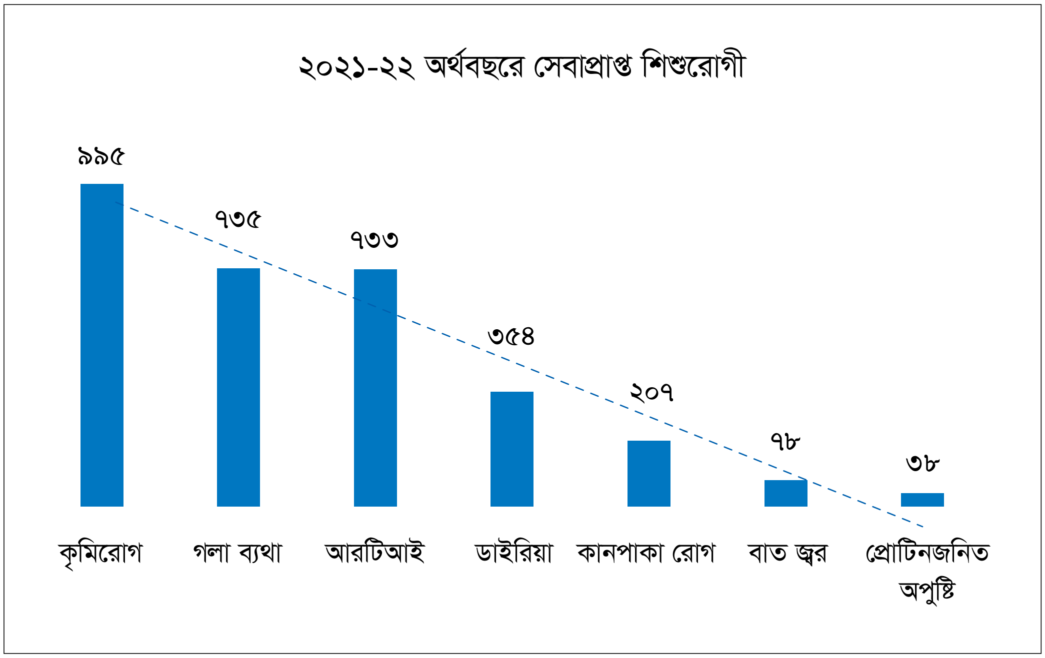

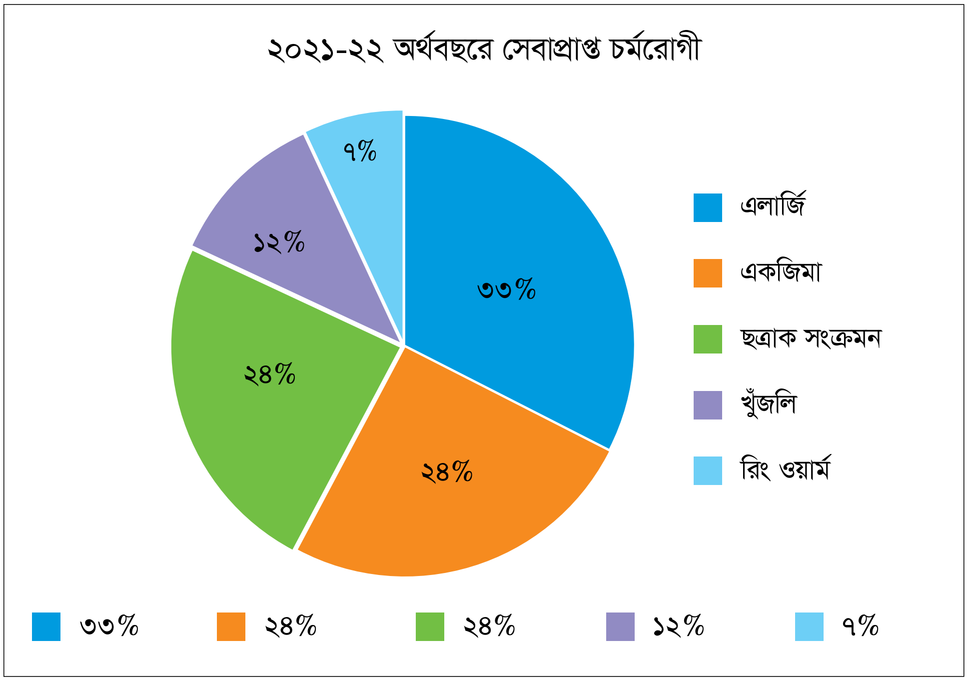

২০২১-২২ অর্থবছরে স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত তথ্য					
স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী	ডায়াবেটিস টেস্ট	প্রেগন্যানিস টেস্ট	রে-থেরাপি	নেবুলাইজেশন	কনসালটেন্সি
স্যাকমো	৪৫,৩৬০	১২৩	২৫৫	২৬৫	২,২৬১
হেলথ ভলান্টিয়ার	৫৪,৭৯৩	৫,৪১৬	৬১১	০	০
মোট সেবা গ্রহীতা	১০০,১৫১	৫,৫৩৯	৮৬৬	২৬৫	২,২৬১
সেবা থেকে মোট আয়	**৩০৪,৫৯০**	**১১,০৭৮০**	**২৫,৯৮০**	**৭,৯৫০**	**৬৭,৮৩০**

সিদীপ- সমৃদ্ধি কর্মসূচি
মূলগ্রাম ইউনিয়ন, চারগাছ ব্রাঞ্চ, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
সিদীপ সমৃদ্ধি কর্মসূচির "শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের" আওতায় মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত শিক্ষকদের নিয়ে ০২ (দুই) দিন ব্যাপী
“ বিষয় ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ”-২০২২ইং
অংশগ্রহণে: সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষকবৃন্দ।
স্থান: চারগাছ ব্রাঞ্চ, মূলগ্রাম, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
তারিখ: এপ্রিল ২০২২ ইং

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

প্রত্যন্ত এলাকার দরিদ্র পরিবারগুলোর টেকসই উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) সহায়তায় সংস্থার দুটি ইউনিয়নে "দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)" শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইউনিয়ন দুটি হলো: ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলায় সংস্থার চারগাছ ব্রাঞ্চের মূলগ্রাম ইউনিয়ন এবং একই জেলার নবীনগর উপজেলায় সংস্থার রতনপুর ব্রাঞ্চের রতনপুর ইউনিয়ন। এটি একটি বহুমাত্রিক প্রয়াস যার মূল চেতনা 'উন্নয়নের কেন্দ্রে মানুষ।' এ লক্ষ্যে উল্লিখিত দুটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, শিক্ষা সহায়তা, সামাজিক উন্নয়ন, সহজ শর্তে ঋণ ও বিশেষ সঞ্চয় এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের কয়েক মাস বৈশ্বিক অতিমারি কোভিড-১৯এর প্রাদুর্ভাব ছিল। ফলে বিধিনিষিধের কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কিছু কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। মানুষকে উন্নয়নের কেন্দ্রে রেখে যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা হলো:

শিক্ষা কার্যক্রম

নিরক্ষর ও দরিদ্র পরিবারের শিশুসন্তান যারা শিশু শ্রেণি থেকে ২য় শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করে তাদের শিক্ষায় সহায়তার উদ্দেশ্যে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি ইউনিয়নে ৩০টি করে শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ১,৫৩৩ জন (ছাত্র ৭৫৯ জন ও ছাত্রী ৭৭৪ জন) শিক্ষার্থীকে লেখাপড়া করানো হচ্ছে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর পিকেএসএফ-এর নির্দেশনা অনুযায়ী গত ২ মার্চ ২০২২ হতে শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের সরাসরি উপস্থিতির মাধ্যমে পাঠদান শুরু করা হয়।

শিক্ষাকেন্দ্রের ভৌতিক পরিবেশ উন্নয়ন, শিক্ষাকেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে শ্রেণির পাঠকে আরও আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত করা, শিশুদের নৈতিক শিক্ষা প্রদান এবং ব্যবহারিক কৌশল বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মূলগ্রাম ইউনিয়নে ১১ ও ১২ মে ২০২২এ এবং রতনপুর ইউনিয়নে ১০ ও ১১ মে ২০২২এ শিক্ষিকাদের ২ দিনব্যাপী 'বিষয়ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ' প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিষয়ভিত্তিক (বাংলা, ইংরেজি ও গণিত) মাস্টার ট্রেইনারগণ এবং সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এছাড়া প্রতি মাসে শিক্ষিকাদের রিফ্রেশার আয়োজন করা হয়।

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির মাধ্যমে মূলগ্রাম ইউনিয়নে ১৭টি গ্রামে মোট ৯,০২৫টি পরিবার এবং রতনপুর ইউনিয়নে ১৪টি গ্রামে মোট ৬,৮১১টি পরিবারকে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হচ্ছে। মূলগ্রাম ইউনিয়নে ১৮ জন এবং রতনপুর ইউনিয়নে ১৪ জন স্বাস্থ্যপরিদর্শক স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রতিদিন ২০-২৫টি পরিবার পরিদর্শন করেন। স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রতিটি ইউনিয়নে ২ জন স্বাস্থ্যসহকারীর সহায়তায় নিয়মিত উঠান বৈঠক করা হয়। এ সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিষয়ক সচেতনতা, মা ও শিশুর যত্ন, টিকা গ্রহণ, বাল্যবিবাহের কুফল, যৌতুক গ্রহণ ও বহু বিবাহের কুফল, গর্ভবতী পরিচর্যা, শিশুর যত্ন, শিশু শিক্ষা এবং কোভিড-১৯ থেকে সুরক্ষার উপায় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিষয়ক সচেতনতা তৈরি করা হয়।

স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মূলগ্রাম ইউনিয়নে ও রতনপুর ইউনিয়নে ২৯ ও ৩০ মার্চ ২০২২এ ২ দিনব্যাপী 'স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ' অনুষ্ঠিত হয়।

চলতি অর্থবছরে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিচালিত কর্মকাণ্ডের চিত্র নিম্নের তালিকায় উপস্থাপন করা হলো।

ক্র নং	কাজের বিবরণ	মূলগ্রাম ইউনিয়ন	রতনপুর ইউনিয়ন	মোট
১	স্যাটেলাইট ক্লিনিক (সংখ্যা)	৪৮	৬৪	১১২
২	স্যাটেলাইট ক্লিনিকে সেবা গ্রহণকারী (জন)	১,৭২৬	১,৭৪৭	৩,৪৭৩
৩	স্ট্যাটিক ক্লিনিক (সংখ্যা)	৪২৭	৩৬৮	৭৯৫
৪	স্ট্যাটিক ক্লিনিকে সেবা গ্রহণকারী (জন)	৩,৮১৫	১,৯৫৩	৫,৭৬৮
৫	ডায়াবেটিক কার্যক্রম (জন)	৩,৬৫১	৩,৪৭১	৭,১২২
৬	কৃমিনাশক ওষুধ বিতরণ (জন)	২,০০০	৪,৬০০	৬,৬০০
৭	পুষ্টিকণা বিতরণ (জন)	৯৫৮	১৫৬	১,১১৪
৮	আয়রন ফলিক এসিড বড়ি বিতরণ (জন)	৮,৯০০	৫২৭	৯,৪২৭
৯	ক্যালসিয়াম বড়ি বিতরণ (জন)	৯,০২০	৫২৭	৯,৫৪৭

স্বাস্থ্যক্যাম্প আয়োজন

'সেবা নিন সুস্থ থাকুন' এই লক্ষ্যে সিদীপ সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রমের আওতায় মূলগ্রাম ইউনিয়নে ২৩ ডিসেম্বর ২০২১, ২৭ জানুয়ারি ২০২২, ১৭ মে ২০২২ ও ২৮ জুন ২০২২ তারিখে এবং রতনপুর ইউনিয়নে ৩০ ডিসেম্বর ২০২১, ২৬ জানুয়ারি ২০২২, ১২ মে ২০২২ ও ২৬ জুন ২০২২ তারিখে দিনব্যাপী সাধারণ স্বাস্থ্যক্যাম্প আয়োজন করা হয়। মূলগ্রাম ইউনিয়নে মোট ৮৫৭ জন ও রতনপুর ইউনিয়নে মোট ৮০৬ জন রোগীকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। প্রতিটি ক্যাম্পে তিনজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সমন্বয়ে ফ্রি চিকিৎসাসেবা ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়।

বিশেষ চক্ষু ক্যাম্প

সমৃদ্ধি কর্মসূচির 'স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম'-এর আওতায় মূলগ্রাম ইউনিয়নে ১৫ মার্চ ২০২২এ ও রতনপুর ইউনিয়নে ১৬ মার্চ ২০২২এ বিশেষ চক্ষুক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। চক্ষুক্যাম্পে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে চোখের পাওয়ার নির্ণয়, চোখের বিভিন্ন অংশের পরীক্ষা, সঠিক চশমা বাছাইকরণ ও স্বল্পমূল্যে চশমা প্রদান করা হয়। এছাড়া ছানি অপারেশনযোগ্য রোগীদের বাছাই করা হয়। পরবর্তীতে নির্বাচিত ছানিপড়া রোগীদের বিনামূল্যে অপারেশন করা হয়। মূলগ্রাম ইউনিয়নে ১৩৪ জন রোগী ও রতনপুর ইউনিয়নে ১২৭ জন চোখের রোগীকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি মূলগ্রাম ইউনিয়নে ১০ জন ও রতনপুর ইউনিয়নে ৯ জন ছানিপড়া রোগীর অপারেশন করা হয়।

বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম

যে সমস্ত পরিবারে প্রতিবন্ধী সদস্য আছে এবং মহিলা প্রধান এমন পরিবারের সদস্যকে বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এ অর্থবছরে মূলগ্রাম ইউনিয়নে ১০টি পরিবারকে তাদের জমাকৃত সঞ্চয়ের সাথে ২,০০,০০০ টাকা মুনাফা এবং রতনপুর ইউনিয়নে ৬টি পরিবারকে তাদের জমাকৃত সঞ্চয়ের সাথে ১,২০,০০০ টাকা মুনাফা প্রদান করা হয়।

ঋণ কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি, সামাজিক সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়। চলতি অর্থবছরে আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণখাতের আওতায় ১,১৬২ জনকে (মূলগ্রাম ইউনিয়নে ৪৭৮ জন ও রতনপুর ইউনিয়নে ৬৮৪ জন) মোট ৭,৯১,৬৫,০০০ টাকা (মূলগ্রাম ইউনিয়নে ৩,৮৫,৩৮,০০০ টাকা ও রতনপুর ইউনিয়নে ৪,০৬,২৭,০০০ টাকা) ঋণ বিতরণ করা হয়। আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ঋণের বর্তমান ঋণস্থিতি ৪,৮৯,৯৪,০৭৯ টাকা (মূলগ্রাম ইউনিয়নে ২,৪৪,৭৮,৫৯৬ টাকা ও রতনপুর ইউনিয়নে ২,৪৫,১৫,৪৮৩ টাকা)।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রমভুক্ত সদস্যদের গৃহীত ঋণের মাধ্যমে পরিচালিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড অধিক দক্ষতার সাথে পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ হলো: আধুনিক পদ্ধতিতে ধান চাষ, জৈব পদ্ধতিতে শাক-সবজি চাষ, উন্নত পদ্ধতিতে গাভী পালন, পুকুরে মাছ চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, সবজি চাষ ইত্যাদি। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন স্ব স্ব ইউনিয়নের উপ-সহকারী কৃষি অফিসারবৃন্দ। চলতি অর্থবছরে মূলগ্রাম ইউনিয়নে ঋণগ্রহণকারী নির্বাচিত মোট ১০০ জনকে এবং রতনপুর ইউনিয়নে মোট ৯৭ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

‘উন্নয়নে যুব সমাজ’ কার্যক্রম

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাভুক্ত অন্যতম একটি কার্যক্রম হলো ‘উন্নয়নে যুব সমাজ’। যুবদের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ তাদের মেধা ও মননে সৃজনশীলতা চর্চার জন্য সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিভিন্ন সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তাদের সম্পৃক্ত করা হয়। ইউনিয়নের যুবকদের নিয়ে ‘যুব সমাজের আত্ম-উপলব্ধি, নেতৃত্ববিকাশ ও করণীয়’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতিটি ইউনিয়নে দিনব্যাপী ৫টি ব্যাচে ৩০ জন করে মোট ১৫০ জন যুবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

বিভিন্ন দিবস উদযাপন

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টিসহ সামাজিক সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন করা হয়। এ সকল দিবসে সমৃদ্ধি ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত সকল সদস্য, যুব ও প্রবীণ সদস্য, মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ সদস্য, সংস্থার কর্মী, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সর্বসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। চলতি অর্থবছরে উদযাপিত দিবসসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

* ০১ অক্টোবর ২০২১, আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস
* ১৮ অক্টোবর ২০২১, শেখ রাসেল দিবস
* ০১ নভেম্বর ২০২১, জাতীয় যুব দিবস
* ০৯ ডিসেম্বর ২০২১, আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস
* ০২ জানুয়ারি ২০২২, জাতীয় সমাজ সেবা দিবস
* ০৮ মে ২০২২, মা দিবস
* ১৭ মার্চ ২০২২, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস
* ০৫ জুন ২০২২, বিশ্ব পরিবেশ দিবস

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আন্তঃওয়ার্ড যুব ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন

মূলগ্রাম ও রতনপুর ইউনিয়নে শিক্ষা সহায়তা ও উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের আওতায় 'ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আন্তঃওয়ার্ড যুব ফুটবল টুর্নামেন্ট' আয়োজন করা হয়। মাসব্যাপী আন্তঃওয়ার্ড যুব ফুটবল খেলার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় মূলগ্রাম ইউনিয়নে ২০২২এর ১৮ মার্চ এবং রতনপুর ইউনিয়নে ২৬ মার্চ। মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আনন্দঘন পরিবেশে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পুরস্কার বিতরণ আয়োজনের মাধ্যমে মাসব্যাপী 'ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আন্তঃওয়ার্ড যুব ফুটবল টুর্নামেন্ট' সম্পন্ন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে স্ব স্ব ইউনিয়নের সম্মানিত চেয়ারম্যান, মেম্বারবৃন্দ, প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ, স্কুল-কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী, এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ এবং সংস্থার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ উপস্থিত ছিলেন।

সমৃদ্ধি কেন্দ্রঘর স্থাপন

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় পরিবার ও কমিউনিটিভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে রতনপুর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডে একটি সমৃদ্ধি কেন্দ্রঘর (সেমি গভীর নলকূপ, ল্যাট্রিন, আসবাবপত্রসহ) স্থাপন করা হয়। সমৃদ্ধি কেন্দ্রঘরটি ৪নং ওয়ার্ডের কমিউনিটিভিত্তিক সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যবহৃত হবে। এছাড়া শিক্ষা কর্মসূচি, স্বাস্থ্য কর্মসূচিসহ সমৃদ্ধি কর্মসূচির সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম উক্ত কেন্দ্রঘরটিতে পরিচালিত হবে। উল্লেখ্য, রতনপুর ইউনিয়নে ইতোপূর্বে ৪টি সমৃদ্ধি কেন্দ্রঘর রয়েছে।

তাল বীজ রোপণ

প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নয়ন ও বজ্রপাত থেকে জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়মিতভাবে সমৃদ্ধির ইউনিয়নসমূহে তাল বীজ রোপণ করা হয়। চলতি অর্থবছরে চারগাছ ব্রাঞ্চে ১০০০টি ও রতনপুর ব্রাঞ্চে ৭৩০টি তাল বীজ রোপণ করা হয়েছে। এছাড়া ইতিপূর্বে যে তাল বীজ রোপণ করা হয়েছে সেগুলো নিয়মিত পরিচর্যা করা হচ্ছে এবং সর্বসাধারণকে দেখাশোনার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

হতদরিদ্র পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ও টিউবওয়েল স্থাপন করে দেয়া হয়েছে, যা মনিটরিং করা হচ্ছে। এছাড়া কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তার লক্ষ্যে দুটি ইউনিয়নে স্থাপনকৃত ৫০টি করে ভার্মি কম্পোস্ট প্লান্ট নিয়মিত পরিদর্শন করা হচ্ছে।

ভিক্ষুকদের সমাজে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বিগত অর্থবছরে মূলগ্রাম ইউনিয়নে ১২ জন এবং রতনপুর ইউনিয়নে ৪ জনকে পুনর্বাসন করা হয়। পুনর্বাসিত ভিক্ষুকদের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করা হচ্ছে।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

সংস্থার দুটি ইউনিয়নেই সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় 'প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন' কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের মর্যাদাপূর্ণ, দারিদ্র্যমুক্ত, কর্মময়, সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ সামাজিক জীবন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩-এর সাথে সঙ্গতি রেখে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রবীণ কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্রঘর রয়েছে, যা প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত খোলা রাখা হয়। এখানে প্রবীণরা উপস্থিত হয়ে পত্রিকা পড়েন, টিভি দেখেন, দাবা-ক্যারাম বোর্ড ইত্যাদি খেলেন। এছাড়াও এখানে গল্প করাসহ বিভিন্ন বিনোদনমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

প্রতি ইউনিয়নে ১০০ জন অসচ্ছল প্রবীণকে প্রতিমাসে ৫০০ টাকা করে পরিপোষক ভাতা প্রদান করা হয়। মৃত প্রবীণদের দাফন-কাফন/সৎকার বাবদ মূলগ্রাম ইউনিয়নে ২৭ জনকে ৫৪,০০০ টাকা এবং রতনপুর ইউনিয়নে ১৪ জনকে ২৮,০০০ টাকা প্রদান করা হয়।

শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ও শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা এবং হুইল চেয়ার বিতরণ

২০২২এর ২৬ মার্চে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মূলগ্রাম ও রতনপুর ইউনিয়নে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৩ জন করে মোট ৬ জন শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ও ৬ জন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননা স্বরূপ সকলকে সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রতি ইউনিয়নে ৩ জন করে মোট ৬ জন প্রবীণকে হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়।

প্রবীণ সোনালী উদ্যোগ (টি-স্টল) বাস্তবায়ন

অসচ্ছল প্রবীণদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে প্রবীণদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পরিবারের সদস্যগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং সামাজিকভাবে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে 'প্রবীণ সোনালী উদ্যোগ (টি-স্টল)' কার্যক্রমের আওতায় মূলগ্রাম ইউনিয়নে জনাব হিরন মিঞা এবং রতনপুর ইউনিয়নে জনাব মো. জসিম উদ্দিনকে টি-স্টল স্থাপন করে দেয়া হয়।

গবেষণা ও প্রকাশনা

গবেষণা

আন্তর্জাতিক সেমিনারে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক গবেষণা-প্রবন্ধ উপস্থাপন

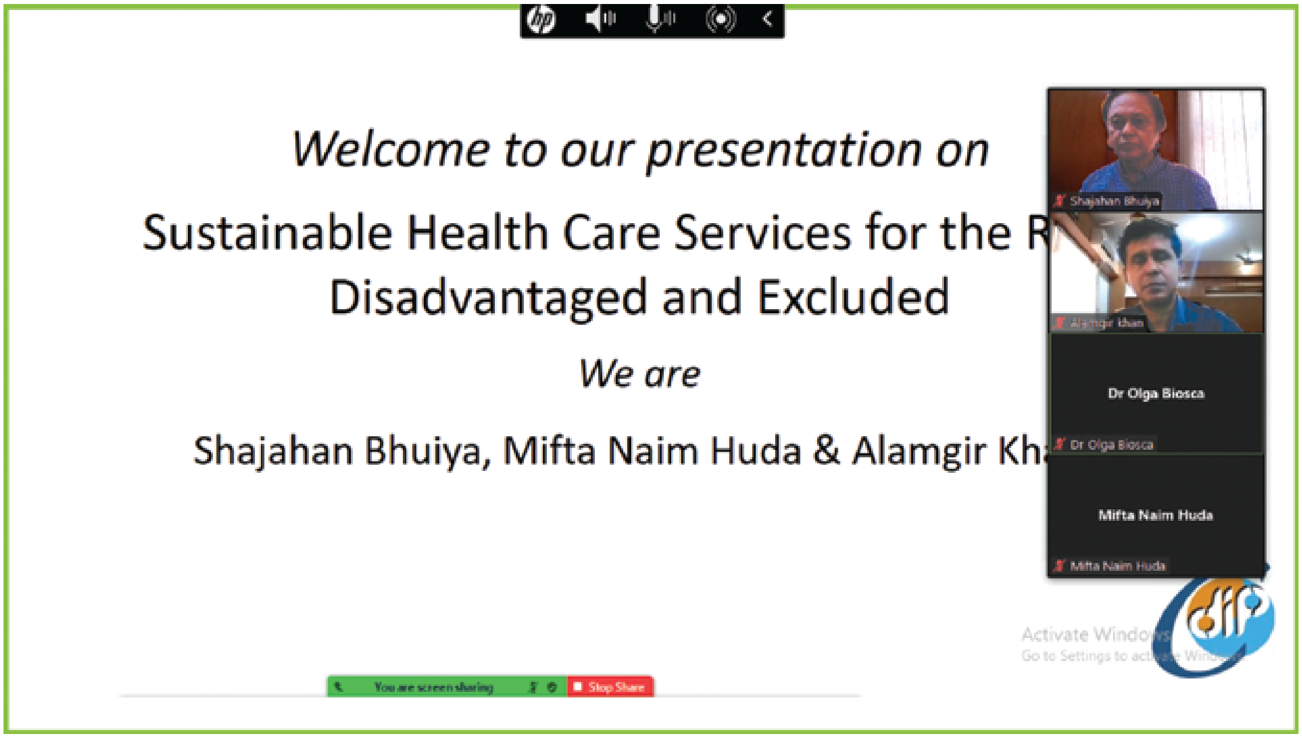

কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে ৪-৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক '১০ম সোশ্যাল বিজনেস অ্যাকাডেমিয়া কনফারেন্স ২০২১'। কোভিড-১৯এর কারণে এবার সম্মেলনটি অনলাইনে হয়। এতে ৫ নভেম্বর উপস্থাপিত হয় শাহজাহান ভুঁইয়া, মিফতা নাঈম হুদা ও আলমগীর খান কর্তৃক যৌথভাবে রচিত গবষেণাপত্র: Sustainable Health Care Services for the Rural Disadvantaged and Excluded। স্টাডি পেপারটি উপস্থাপন করেন সিদীপের ভাইসচেয়ারম্যান শাহজাহান ভুঁইয়া। সেশনটিতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। এটি সঞ্চালন করেন Glasgwo Caledonian University-র Dr. Olga Biosca। গবেষণা-প্রবন্ধটিতে সিদীপের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচিটি কিভাবে গ্রামের দরিদ্র পিছিয়ে পড়া সুবিধাবঞ্চিত মানুষের স্বাস্থ্যসমস্যার ক্ষেত্রে সামাজিক সমাধান হিসেবে কাজ করছে এবং অন্যরা কী করে একে একটি মডেল হিসেবে গ্রহণ করতে পারে তা তুলে ধরা হয়।

Piggyback Primary Health Care And Education Support Services শীর্ষক গবেষণা-প্রবন্ধটি জার্নালে প্রকাশিত

সিদীপের ভাইসচেয়ারম্যান গবেষক শাহজাহান ভুঁইয়া এবং গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা আলমগীর খানের যৌথভাবে রচিত Financial Inclusion Enabling Piggyback Primary Health Care and Education Support Services শীর্ষক গবেষণা-প্রবন্ধটি Bangladesh Society for Training and Development (BSTD) কর্তৃক প্রকাশিত জার্নাল PROSHIKHYAN-এ (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১) প্রকাশিত হয়েছে। (উল্লেখ্য, ২০২০এর ৩০-৩১ জুলাই ঢাকায় কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে INM (Institute for Inclusive Finance and Development) & FIN-B কর্তৃক আয়োজিত FIN-B international conference and inclusion fair-এর দ্বিতীয় দিনে এটি উপস্থাপন করা হয়েছিল।

Financial inclusion services by NGO-MFIs—Is this focused on gender justice and equity? শীর্ষক গবেষণা-প্রবন্ধ সমাজকর্ম বিষয়ক পঞ্চম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থাপিত

সিদীপের ভাইসচেয়ারম্যান শাহজাহান ভুঁইয়া ও শিক্ষালোকের নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খানের যৌথভাবে রচিত গবেষণা-প্রবন্ধ Financial inclusion services by NGO-MFIs—Is this focused on gender justice and equity? (ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাসমূহের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা কি জেন্ডার ন্যায়পরায়ণ ও সাম্যতাভিত্তিক?) ঢাকার YWCA মিলনায়তনে ২৫-২৭ মে প্রায় অর্ধশত দেশের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত পঞ্চম আন্তর্জাতিক সম্মেলন WSWD2022-এ উপস্থাপিত। এ সম্মেলন সিএসডব্লিউপিডি Community Social Work Practice and Development) ফাউন্ডেশন এবং পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত।

প্রবন্ধটির সারমর্ম সম্মেলন কর্তৃক প্রকাশিত Book of Abstracts-এ অন্তর্ভুক্ত। ২৭ মে বিকালে এটি অনলাইনে উপস্থাপন করেন লেখক গবেষক শাহজাহান ভুঁইয়া ও আলমগীর খান। প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলোয় কর্মী হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে কম যদিও নারীর সামাজিক ভূমিকায় অগ্রগতি আনা তাদের কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। প্রবন্ধে বলা হয়েছে, "অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রম দাবি করছে সংস্থাসমূহে নারীকর্মী নিয়োগে জেন্ডার-সমতা ও ন্যায্যতা। যেহেতু এনজিওরা অনেকক্ষেত্রে অনুসরণীয় উদাহরণ সৃষ্টি করেছে, নারীকর্মীর সংখ্যা বাড়ানোর ক্ষেত্রে তাদেরকে আরও মনোযোগী হতে হবে।"

'উন্নয়ন কর্মবীর মোহাম্মদ ইয়াহিয়া' বইয়ের ওপর আলোচনাসভা

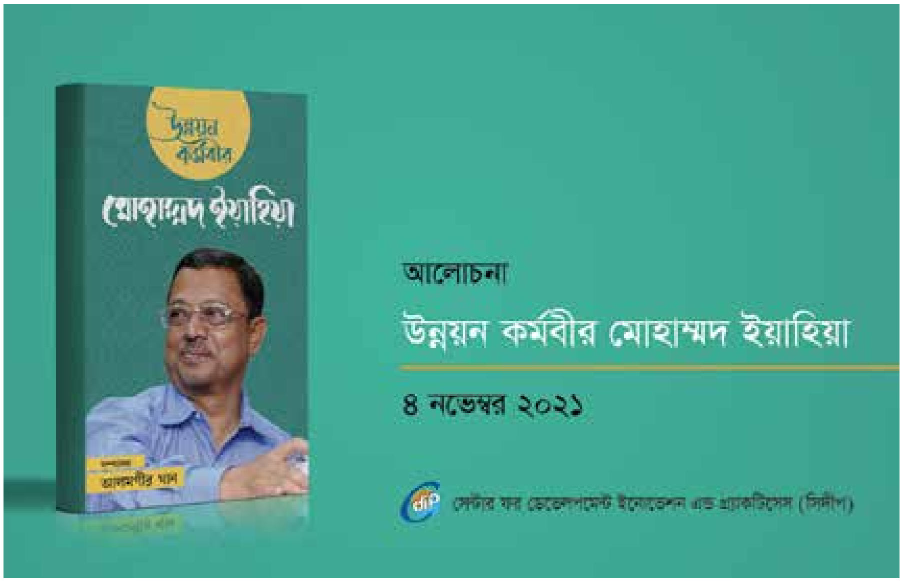

সিদীপ ভবনের সম্মেলনকক্ষে ২০২১এর ৪ নভেম্বর বিকালে 'উন্নয়ন কর্মবীর মোহাম্মদ ইয়াহিয়া' গ্রন্থের ওপর এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সিদীপ পরিচালনা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় অনলাইনে অংশ নেন সিদীপ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ফজলুল বারি এবং এতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে যোগ দেন সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক প্রয়াত মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও লেখক জনাব আশরাফ আহমেদ। সভাটি সঞ্চালন করেন আলমগীর খান। গ্রন্থটির ওপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন আশরাফ আহমেদ এবং অতিথি হিসেবে আগত লেখক ও উন্নয়নকর্মী মাহফুজ সালাম, শিল্পী শিশির মল্লিক এবং লেখক ও নাট্যকর্মী সিরাজুদ দাহার খান। সিদীপ পরিবারের পক্ষ থেকে গ্রন্থটির ওপর আলোকপাত করেন মাহমুদা আক্তার, মোহাম্মদ আলী, মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, মিঠুন দেব ও মনজুর শামস। আলোচকগণ গ্রন্থটির ওপর আলোচনা ছাড়াও মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার জীবন ও কর্মের ওপরও আলোকপাত করেন এবং অভিমত ব্যক্ত করেন যে তার জীবন ও কর্মের ওপর আরো গবেষণা হলে তা বাংলাদেশের উন্নয়নযাত্রায় বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া সভাপতি হিসেবে প্রাণবন্ত আলোচনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মদিনে বিজ্ঞানে তাঁর অবদান এবং বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা

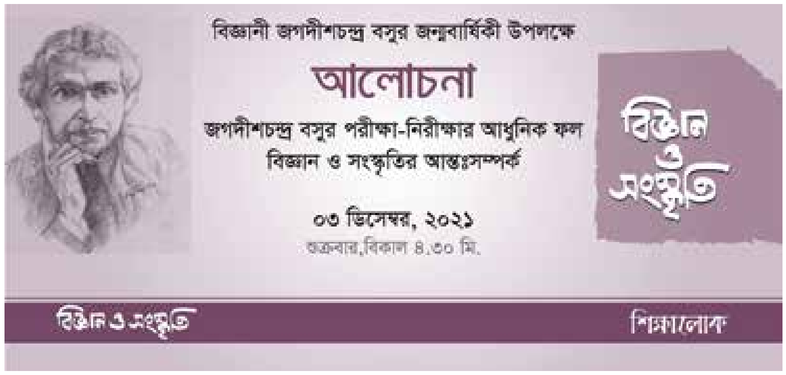

বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মদিন ৩০ নভেম্বরকে কেন্দ্র করে 'শিক্ষালোক' এবং 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি' যৌথভাবে ৩ ডিসেম্বর ২০২১ সন্ধ্যায় সিদীপ সভাকক্ষে একটি আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করে। এতে 'জগদীশচন্দ্র বসুর পরীক্ষা-নিরীক্ষার আধুনিক ফল' শীর্ষক ভিডিও-রেকর্ডেড আলোচনা উপস্থাপন করেন 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি'র প্রধান সম্পাদক বিজ্ঞানি ও লেখক আশরাফ আহমেদ এবং 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির আন্তঃসম্পর্ক' শীর্ষক লিখিত আলোচনা উপস্থাপন করেন চিত্রশিল্পী শিশির মল্লিক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিদীপের সাধারণ পর্ষদের সদস্য সালেহা বেগম। অনুষ্ঠানটিতে উল্লিখিত দুটি বিষয়ে মূল আলোচনায় অংশ নেন পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ড. মো. আমিন উদ্দিন মৃধা, প্রখ্যাত সাংবাদিক সৈয়দ বদরুল আহসান, বিশিষ্ট লেখক-গবেষক শাহজাহান ভুঁইয়া, 'জনবিজ্ঞান' সাময়িকীর সম্পাদক আইয়ুব হোসেন, লেখক ও নাট্যসমালোচক সিরাজুদ দাহার খান, কবি সৈকত হাবিব, এসএসসির জন্য রসায়নবিদ্যার লেখক বিদ্যুৎ কুমার রায়, শিক্ষাসংবাদ পত্রিকার সম্পাদক দেওয়ান মামূনুর রশীদ, লেখক ফয়সাল আহমেদ ও কবি রিয়াজ মাহমুদ। জগদীশচন্দ্র বসুকে নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার অংশবিশেষ আবৃত্তি করেন মিঠুন দেব। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি'র সম্পাদক আলমগীর খান এবং নির্বাহী সম্পাদক নাজনীন সাথী। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বার্ড-কুমিল্লার সাবেক পরিচালক ফজলুল বারি, কবি হানিফ রাশেদীন, কবি অনার্য নাঈম, চিত্রশিল্পী বিপ্লব দত্ত, চিত্রশিল্পী শামীম আকন্দ, সাংবাদিক ও চিত্রনির্মাতা রঞ্জন মল্লিক, বিসিএসআইআর-এর কর্মকর্তা নাহিদ জামান, লেখক তাপস বড়ুয়া, লেখক মারুফ ইসলামসহ আরো অনেকে। আলোচনাটি ইউটিউব চ্যানেলে পাওয়া যায় এই লিংকে: https://www.youtube.com/watch?v=omSSQUxznxY

প্রকাশনা

‘উন্নয়ন কর্মবীর মোহাম্মদ ইয়াহিয়া’ প্রকাশ ও পুনর্মুদ্রণ

সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালককে নিয়ে ২০২১এর সেপ্টেম্বরে সিদীপ ও ‘প্রকৃতি’ যৌথভাবে প্রকাশ করেছে ‘উন্নয়ন কর্মবীর মোহাম্মদ ইয়াহিয়া’ বইটি। প্রচ্ছদ দেওয়ান আতিকুর রহমানের। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সৈয়দ বদরুল আহসান, বিজ্ঞানি-লেখক আশরাফ আহমেদসহ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ, তাঁর বন্ধু-স্বজন ও সহকর্মীগণের লেখা নিয়ে ২০০ পৃষ্ঠার বইটি শুরু থেকেই পাঠকমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে প্রথম মুদ্রণের ১,০০০ কপি শেষ হওয়ার পরে মাত্র ৩ মাসের মধ্যে ডিসেম্বরে বইটির দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করতে হয়।

উল্লেখ্য যে, এ বইয়ে ড. আতিউর রহমান কর্তৃক ‘তাঁর চলে যাওয়ায় উন্নয়ন ভুবনে বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে’ শীর্ষক লেখাটি পরবর্তীতে তাঁর লেখা ‘গুণীজন শুভজন’ বইটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যেখানে অনেক মহান জাতীয় ব্যক্তিত্বদের নিয়ে আলোচনা রয়েছে।

শিক্ষালোক

সিদীপের শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন শিক্ষালোকের মোট ৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১এর সংখ্যার প্রচ্ছদ করা হয়েছে বাংলাদেশে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ফজিলতুননেসা জোহাকে নিয়ে। যাঁর ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হয়েছেন বাংলার সর্বপ্রিয় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামও। এরপরে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যায় (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২১) আছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ, শহীদ শেখ রাসেল ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণমূলক লেখা। ২০২২এর প্রথম সংখ্যাটিতে আছে নোবেলজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সহধর্মিণী এস্থার দুফলোর লেখা পুওর ইকোনমিকস-এ প্রতিফলিত তাঁদের শিক্ষা-ভাবনা নিয়ে একটি মৌলিক লেখা। এ বছরের দ্বিতীয় সংখ্যাটি বাংলায় নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়াকে নিয়ে। এ ছাড়া সংস্থার বিভিন্ন খবরাখবর, কর্মসূচি, সাফল্যগাথা ইত্যাদি বিষয়ে নানারকম লেখায় ভরপুর সংখ্যাগুলো।

প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার ৭১তম জন্মবার্ষিকী পালন

১ ডিসেম্বর ২০২১ সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার ৭১তম জন্মবার্ষিকীতে সিদীপ সভাকক্ষে একটি স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা, পরিচালক (ফাইন্যান্স এন্ড অপারেশন্স) জনাব এস. আবদুল আহাদ, পরিচালক (প্রোগ্রাম) জনাব এ. কে. এম. হাবিব উল্লাহ আজাদসহ প্রধান কার্যালয়ের কর্মীগণ। এতে আলোচনা করেন সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া। সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির ডিজিএম ডা. এ. কে. এম. আব্দুল কাইয়ুম। মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার কবিতার বই 'কষ্ট ও তার অতল ধ্বনি' থেকে কবিতা পড়ে শোনান সংস্থার গবেষণা ও ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা মনজুর শামস ও এমআইএস ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা মিঠুন দেব।

লেখকের সাথে আড্ডা ও জীবনানন্দ পাঠ

লেখক-সাংবাদিক আমীন আল রশীদের 'জীবনানন্দের মানচিত্র' বইটি কালি ও কলম পুরস্কার পাওয়া উপলক্ষে ২০২২এর ১১ মার্চ সন্ধ্যায় সিদীপের সেমিনার কক্ষে 'শিক্ষালোক' ও 'প্রতিকথা'র যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় 'লেখকের সাথে আড্ডা ও জীবনানন্দ পাঠ'। অনুষ্ঠানটি জীবনানন্দ দাশ, তার কবিতা ও পুরস্কার-প্রাপ্ত বইটি নিয়ে আমীন আল রশীদ ও তাপস বড়ুয়ার কথোপকথন, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ও কবিতা পাঠে ভরপুর ছিল। উপস্থিত ছিলেন সিরাজুদ দাহার খান, শিশির মল্লিক, খান মো. রবিউল আলম, সামস উল আলম মিঠু, আরিফ হোসেন, বাসন্তী সাহা, নাজনীন সাথী, মিঠুন দেব, রিয়াজ মাহমুদ, অনার্য নাঈম, মো. রিয়াজ উদ্দিন খান, মুস্তাফিজ জুয়েল, সুষমা সাহা, খালেদা আক্তার লাবনী, রুমানা তাসমিন শান্তা, আবদুল ওয়াদুদ, নাঈম মুনীর, রেজাউল হক শামীম, জেসমিন বন্যা, উম্মে সুলাইমা ইতু, গাজী মুনির উদ্দিন, অবিয়াদ আমীন হেরা, আলমগীর খানসহ আরও অনেকে।

রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষা-সুপারভাইজারদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ও গবেষণা-প্রকাশনা কর্মকর্তা আলমগীর খান সম্পাদিত 'আমাদের শিক্ষা: নানা চোখে' গ্রন্থটির ওপর এক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির শিক্ষা সুপারভাইজারদের ভেতর। ২০২১এর ১১ নভেম্বর সিদীপ সম্মেলন কক্ষে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেই রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার ভাইসচেয়ারম্যান জনাব শাহজাহান ভুঁইয়া। শুরুতেই সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মরহুম মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর সভাপতি বক্তব্য রাখেন। তার বক্তব্য শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা, পরিচালক (ফাইন্যান্স এন্ড অপারেশন্স) জনাব এস. আবদুল আহাদ, পরিচালক (মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম) জনাব এ কে এম হাবিব উল্লাহ আজাদসহ সিদীপের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে রচনা-প্রতিযোগিতা ও মুক্তপাঠাগারের জন্য বই সংগ্রহ অভিযান

প্রতি বছরের মত এবারও শিক্ষাসুপারভাইজারদের মাঝে একটি রচনা-প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। এবারকার রচনা-প্রতিযোগিতা বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা ও সিদীপের উদ্যোগে একটি মুক্তপাঠাগার (যে উন্মুক্ত স্থানে স্থাপিত বইয়ের শেলফ থেকে যে কেউ ইচ্ছেমতো বই নিয়ে যাবেন ও পড়া শেষ হলে তা নিজ দায়িত্বে ফেরত দিয়ে যাবেন) তৈরি নিয়ে নিজস্ব পরিকল্পনা বিষয়ে। রচনার শিরোনাম: "বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা ও এলাকায় একটি মুক্তপাঠাগার তৈরিতে আমার পরিকল্পনা।"

বর্তমানে আমাদের সমাজে মোবাইল ফোনে আসক্তি বাড়ছে। শিশু-কিশোর-যুব সমাজকে এই ক্ষতিকারক মোবাইল-আসক্তি থেকে মুক্ত রাখার জন্য ও প্রকৃত শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য সংস্থার শিক্ষাসুপারভাইজারগণ স্থানীয় বইপ্রেমী মানুষদের কাছ থেকে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি বই সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

সেরা রচনালেখক ও ভাল মানের সেরা বইসংগ্রহকারী শিক্ষাসুপারভাইজারদেরকে প্রধান কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কৃত করা হবে।

সাজনা এবং তালগাছের চাষ ও সম্প্রসারণ বিষয়ক কর্মশালা

১৩ জুন ২০২২ সিদীপের আশুলিয়া, সোনারগাঁও, নবীগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ এরিয়ার ১৫ জন শিক্ষাসুপারভাইজারকে নিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'সাজনা ও তালগাছের চাষ ও সম্প্রসারণ' শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য কৃষিবিদ অধ্যাপক ড. মো. আমিন উদ্দিন মৃধা, পুষ্টিবিদ ফাহমিদা করিম ও সিদীপের চেয়ারম্যান জনাব ফজলুল বারি। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মিফতা নাঈম হুদা, পরিচালক (ফাইন্যান্স এন্ড অপারেশন্স) জনাব এস. এ. আহাদ ও অন্যান্য কর্মকর্তা। প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি ফ্যাসিলিটেট করেন ম্যানেজার (ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ও অর্গ্যানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট) ফারহানা ইয়াসমিন। সবশেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ নিজ নিজ কর্ম-এলাকায় সাজনা ও তালগাছ চাষ ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

গ্রাম পর্যায়ে 'মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার' গঠন

সিদীপ গ্রাম পর্যায়ে 'মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার' গঠনের একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যা শুরু হয়েছে ব্রাঞ্চ পর্যায়ে বই সংগ্রহের মধ্য দিয়ে। এ পর্যন্ত ২১টি ব্রাঞ্চে ভাল মানের অনেক বই সংগ্রহ হয়েছে, অন্যান্য ব্রাঞ্চেও এ কার্যক্রম চলছে। প্রাথমিকভাবে এ বইগুলো দিয়েই স্থানীয় পর্যায়ে মুক্তপাঠাগার গড়ে তোলা হচ্ছে। এ বইগুলো দিয়ে নিকটবর্তী কোনো ভাল স্কুল-কলেজের জন্য দেয়ালে ঝুলানোর মত প্রয়োজনীয় শেলফ তৈরি করে দেয়া হচ্ছে। যে বইয়ের শেলফ থেকে যে কেউ ইচ্ছেমতো বই নিয়ে যাবেন ও পড়া শেষ হলে তা নিজ দায়িত্বে ফেরত দিয়ে যাবেন। নাটোরে সিদীপের গোপলপুর-লালপুর ব্রাঞ্চে দাঁইপাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং রাজশাহীর বাঘা ব্রাঞ্চে আইডিয়াল উচ্চবিদ্যালয়ে মুক্তপাঠাগার উদ্বোধনের মাধ্যমে এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে।

গাপলপুর-লালপুর ব্রাঞ্চ, নাটোর

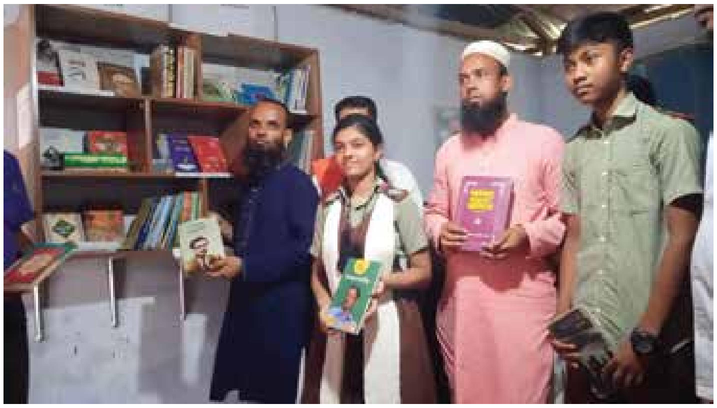

বাঘা ব্রাঞ্চ, রাজশাহী

সাফল্যগাথা

পাবনার অনুকরণীয় দুগ্ধ খামারি
সালমা খাতুন

পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলার গুনাইগাছা ইউনিয়নে পৈলানপুর গ্রামে সালমা খাতুন (৩৮) ও তার স্বামী আজিজুল হক (৪২) যে গরুর খামার গড়ে তুলেছেন তার সফলতা গর্ব করে বলার মতো। নিজের সদিচ্ছাগুলো পূরণ করতে গিয়ে প্রবল বাধার মুখে পড়তে হয়েছে সালমা খাতুনকে। চার বোন এক ভাইয়ের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। ২০০৪ সালে এসএসসি পাস করেন সালমা। ২০০৬ সালে বিয়ে হওয়ার পর আজিজুল তাকে এইচএসসিতে ভর্তি করে দিলে তিনি নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু পরিবেশ ছিল তার ইচ্ছে পূরণের প্রতিকূল।

আজিজুল ২০১০ সালে গার্মেন্টসের চাকরি ছেড়ে বাড়িতে এসে গাভী পালনের সিদ্ধান্ত নেন, যা সালমা খাতুনেরও খুব মনে ধরে। তারা ৪৪ হাজার টাকা দিয়ে একটি দো-আঁশলা জাতের গাভী কিনেছিলেন। গাভীটি দিনে ৯ লিটার করে দুধ দিত। বছরখানেক পরে প্রথম গাভীর এঁড়ে বাছুরটি বড় হলে তিনি সেটি ৫০ হাজার ৫০০ টাকায় বিক্রি করেছিলেন। কিন্তু জাত বিচার না করে ৫৫ হাজার টাকা দিয়ে দ্বিতীয় গাভীটি কিনে লোকসানে পড়েন। পারিবারিক দ্বন্দ্বে আজিজুলকে পৃথক করে দেয়া হয়।

এক সময় তারা ঠিক করেন এনজিও থেকে ঋণ নেবেন। জানতে পারেন সিদীপ থেকে শুধু ঋণই দেয়া হয় না, কৃষি ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দেয়া হয়, এর সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয় এবং শিশুদের লেখাপড়ায়ও তারা সহায়তা করে থাকে। ২০১৫ সালে সালমা সিদীপের পৈলানপুর মহিলা সমিতির সদস্যপদ লাভ করেন। সিদীপ শুরুতে তাকে ৪০,০০০ হাজার টাকা ঋণ দেয়। সেই ঋণের টাকার সঙ্গে আগের একটি গরু বিক্রির টাকা এবং কিছু জমানো টাকা মিলিয়ে ১ লাখ ৫ হাজার টাকা খরচায় তারা একটি শাহিওয়াল গাভী কেনেন। ২০১৬ সালে তারা সিদীপ থেকে দুই দফায় ঋণ নেন। সালমা তার বকনা বাছুরগুলো রেখে দিতেন এবং এঁড়ে বাছুরগুলো একটু বড় করে বিক্রি করে দিতেন। ২০১৮ সালে দু দফায় ঋণ নিয়েছেন ৪০ হাজার এবং ১৫ হাজার টাকা। ২০১৯ সালে দু দফায় নিয়েছেন ৭০ হাজার এবং ২০ হাজার টাকা। ২০২০ সালে ঋণ নিয়েছিলেন ৩০ হাজার টাকা এবং ২০২১ সালে কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে সিদীপ থেকে তিনি আরআরএসএল ঋণ নিয়েছেন ১ লাখ টাকা। সিদীপ থেকে নেয়া ঋণের সব টাকাই তিনি বিনিয়োগ করেছেন গাভী পালনে। সর্বশেষ তিনি অস্ট্রেলিয়ান জাতের একটি গাভী কিনেছেন ১ লাখ ১১ হাজার টাকায়।

তারা দিনে চারবার দুধ সংগ্রহ করেন এবং এখন সালমাকে ১০টি গাভী দোয়াতে হয়। বর্তমানে তার খামারে মোট ২১টি গরু। এর ভেতরে ১০টি গাভী দুধ দিচ্ছে, বকনা বাছুর আছে ৫টি এবং ৬টি আছে এঁড়ে বাছুর। তিনি এখন দিনে ৮০ থেকে ৯০ লিটার দুধ পান। দেশের ভবিষ্যত বিনির্মাণে উন্নয়নের চাকাকে যারা সামনে ঠেলে নিয়ে চলেছেন তাদেরই একজন দৃঢ় ও সাবলীল সালমা খাতুন।

নিহত স্বামীর স্বপ্ন পূরণ করছেন কাঁচির কারখানায় রওশন আরা

সিদীপের অনন্ত শাখায় খয়েরসুতী মাসিক সমিতির একজন সদস্য রওশন আরা। দক্ষ পরিচালনায় স্বামীর প্রতিষ্ঠিত কাঁচির কারখানাকে দিনদিন আরো লাভজনক করে তুলছেন। সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্য দিনের আলোয় তার স্বামীকে হত্যা করার পরও দমে যাননি। পাবনা সদর উপজেলার দোগাছী ইউনিয়নের খয়েরসুতি গ্রামে রওশন আরার এই কাঁচির কারখানা এখন এলাকার উদ্যোক্তাদের জন্য এক অনুকরণীয় উদারণ। ভীষণ এক দুঃসময় উতরে তাকে এই সাফল্যের মুখ দেখতে হয়েছে।

৩০ বছর আগে ১৯৯২ সালের ১ মার্চ রওশন আরার স্বামী ইদ্রিস আলী এবং তার অন্য দুই ভাই একটি কামারশালায় কর্মকারের কাজ নেন। সেই কামারশালাতেই তারা কাঁচি তৈরি করতে শেখেন। কাঁচি তৈরি শেখার পর তিন ভাই মিলে শলাপরামর্শ করে ঠিক করেন–অন্যের কামারশালায় নয়, নিজেদের বাড়িতেই তারা কাঁচি তৈরি করবেন। এরপর কামারশালার চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই তিন ভাই মাত্র ১০ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে নিজেদের বাড়িতে কাঁচি তৈরি করে বিক্রি শুরু করেন। প্রাথমিক অবস্থায় তারা তাদের এই কাঁচির কারখানায় তিনজন শ্রমিক নিয়োগ করেছিলেন।

খুব ভালোই লাভ হচ্ছিল তাদের কাঁচির কারখানায়। ২০১২ সাল থেকে ইদ্রিস আলী ভাইদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে একাই এই ব্যবসা করতে থাকেন। কিন্তু হঠাৎ করেই ২০১৯ সালের ২৫ অক্টোবর জমিজমা নিয়ে বিবাদে একদল সন্ত্রাসী ইদ্রিস আলীকে প্রকাশ্য দিনের আলোতে কুপিয়ে হত্যা করে। বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো এ ঘটনায় রওশন আরা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। গভীর অন্ধকার নেমে আসে সংসারে। থমকে যায় কাঁচির কারখানা।

তবে এই আঘাত কাটিয়ে উঠতে খুব একটা বেশি সময় লাগেনি রওশন আরার। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জানতে পারেন সিদীপ নামে একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা দরিদ্র পরিবারের লোকজনকে জীবনমান উন্ননের জন্য বিভিন্ন ধরনের ঋণ দিয়ে থাকে। পানিতে পড়ে যেন খড়কুটো খুঁজে পেলেন! আর দেরি না করে তিনি সিদীপের অনন্ত শাখায় যোগাযোগ করেন এবং ঋণ নিয়ে স্বামীর ব্যবসার হাল ধরেন। ২০২০ সালের ১৮ অক্টোবর মাসিক কিস্তিতে ৬০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে কাঁচির কারখানায় লাগান তিনি। নিজের ছেলেদের নিয়ে নতুন উদ্যমে কারখানার কাজ শুরু করেন। দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রম করে তারা আবারো লাভে ফেরান কারখানাটিকে।

বড় ছেলের সঙ্গে রওশন আরা

এখন তার এই কারখানায় ১৫ জন শ্রমিক কাজ করে এবং মাসে তাদের পারিশ্রমিক দিতে হয় ২ লাখ টাকা। খরচ বাদে তার প্রতিমাসে লাভ হয় ৮০ থেকে ৯০ হাজার টাকা। রওশন আরা এখন তার কারখানায় ৬ ধরনের কাঁচি তৈরি করছেন। এগুলো হচ্ছে–১. ঢালাই কাঁচি, ২. মাইলস্টোন কাঁচি, ৩. পিতলের কাঁচি, ৪. লোহার কাঁচি, ৫. চুলকাটা কাঁচি এবং ৬. হেভি কাঁচি।

বর্তমানে তাদের মূলধন ১৫ লাখ টাকা। তারা তাদের কারখানার কাঁচি ঢাকা, রংপুর, চট্টগ্রাম, গাইবান্ধা, টাঙ্গাইল, জামালপুর, শেরপুর, খুলনা, পীরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, বোর্ডবাজার, টঙ্গি ও গাজীপুরে বাজারজাত করেন; এমনকি ভারতেও তারা কাঁচি রফতানি করেন। তাক লাগানো সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন তিনি। এলাকায় তিনি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কোনো বাধাই তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। অদম্য ইচ্ছেশক্তি আর কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে যে সাফ্যলের দোরগোড়ায় পৌছা যায়–চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখিয়ে দিয়েছেন রওশন আরা। বর্তমান তার বড় ছেলের বয়স ২৮ বছর এবং ছোট ছেলের বয়স ১৯ বছর। এখন তার ছেলেরাই ব্যবসায় হাল ধরেছে।

মানব-সম্পদ ব্যবস্থাপনা

মানব-সম্পদ বিভাগ প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ। এই বিভাগ একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মানব-সম্পদ বিভাগের প্রধান কাজ হলো কর্মী নির্বাচন, উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ, বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, কাজের যথাযথ মূল্যায়ন, পদোন্নতি, বেতন-ভাতা নির্ধারণ, আর্থিক প্রণোদনা প্রদান, চাকরি শেষে নীতিমালা মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া ইত্যাদির মাধ্যমে সহকর্মীদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা। সিদীপের কর্মীদের গুণগতমান উন্নয়ন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি/বিভাগ রয়েছে। কর্মসূচি/বিভাগগুলো হলো: ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি, স্পেশাল কর্মসূচি, মানবসম্পদ বিভাগ, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, ডিজিটাইজেশন বিভাগ ও নিরীক্ষা বিভাগ।

মানবসম্পদ বিভাগের আওতায় ইউনিটগুলো হলো: ১। প্রশাসন, ২। লজিস্টিক, ৩। পার্সোনেল, ৪। প্রকিউরমেন্ট, ৫। লিগ্যাল এ্যাফেয়ার্স এবং ৬। ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট।

সিদীপ তার কর্মীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বদা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে সিদীপের ব্রাঞ্চ সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে এর পরিধি বা কর্ম-এলাকা বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন কার্যক্রমও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সিদীপের মোট জনবল

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (শিসক)	স্বাস্থ্য কর্মসূচি	সমৃদ্ধি কর্মসূচি	এসএলডিপি	নিরীক্ষা বিভাগ	কৈশোর কর্মসূচি	ভ্যালু চেইন প্রকল্প	এসএমএপি (জাইকা)	প্রধান কার্যালয়	মোট জনবল
১,৮৫৯	২,৩৬৮	২৯১	৯৪	৪	২৯	৩	১	৯	৯৮	৪,৭৫৬

নারী ও পুরুষ কর্মীর সংখ্যা

নারী	৫৯%
পুরুষ	৪১%

বর্তমানে দেশের ২৭টি জেলায় ১৪৭টি উপজেলায় ১৮১টি শাখার মাধ্যমে ২,৮৮,৫৭৪ জন সদস্য নিয়ে সিদীপের কার্যক্রম বিস্তৃত। মোট ৪,৭৫৬ জন কর্মী সিদীপের বিভিন্ন কর্মসূচি, বিভাগ ও প্রকল্পে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। গত অর্থবছরে এ সংখ্যা ছিল ৪,৪২৯ জন। মোট বৃদ্ধি পেয়েছে ৩২৭ জন। এ অর্থবছরে জনবল বৃদ্ধির হার ৭%।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- নিয়োগ, স্থায়ীকরণ, গ্রেড উন্নয়ন/পদোন্নতি

নিয়োগ	৯৭৬ জন
স্থায়ীকরণ	৩৬৩ জন
গ্রেড উন্নয়ন/পদোন্নতি	৩১০ জন

- কর্মী প্রণোদনা

কর্মীদের প্রণোদনা প্রদানের বিষয়ে সিদীপ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বরাবরই আন্তরিক এবং তা কাজের যথাযথ মূল্যায়ন এবং নীতিমালা অনুযায়ী দেয়া হয়ে থাকে। পণ্য বিক্রয়ের জন্য কমিশন, উৎসাহ বোনাস, বিভিন্ন ঋণ সুবিধা ইত্যাদি প্রদান করা হয়ে থাকে। সিদীপে কর্মরত কর্মীদের সন্তান যদি এস.এস.সি. এবং এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় গোল্ডেন এ প্লাস অর্জন করে তাহলে এস.এস.সি. শিক্ষার্থীর জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা এবং এইচ.এস.সি. শিক্ষার্থীর জন্য ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। তাছাড়া কোনো কর্মী কর্মকালীন সময়ে দুর্ঘটনাজনিত কারণে শারীরিকভাবে কর্ম-অক্ষম হয়ে পড়লে তাকে 'মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ ও কর্মী কল্যাণ তহবিল' হতে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মে সহযোগিতা করা হয়।

পিকেএসএফের শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান শ্রেণিতে অধ্যয়নরত সিদীপের বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত অতিদরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির নির্দেশনায় স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে অসচ্ছল সদস্যগণের সন্তানদের জন্য 'বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি' প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

- মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ ও কর্মী কল্যাণ তহবিল

সংস্থায় কর্মরত কর্মীদের অসুস্থতা, দুর্ঘটনা ও মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এ অর্থবছরে মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্ত ৩টি পরিবারকে ১১ লক্ষ টাকা, চিকিৎসার (অসুস্থতা, দুর্ঘটনা ইত্যাদি কারণে) জন্য ১০ জন কর্মীকে ৫,৪০,৫১৩/- টাকা প্রদানসহ সর্বমোট ১৬,৪০,৫১৩/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।

- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন

প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ে এ অর্থবছরে যথাযথ মর্যাদায় বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন করা হয়, যেমন: জাতীয় শোক দিবস, শেখ রাসেল দিবস, আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস উপলক্ষে র‍্যালি, মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বিজয়োৎসব-২০২১ উপলক্ষে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আলোচনা-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও র‍্যালি, আর্ন্তজাতিক নারী দিবস, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও শিশু দিবস, মহান স্বাধীনতা দিবস, মা দিবস ও বাবা দিবস ইত্যাদি।

- প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও এক্সপোজার ভিজিট

সংস্থার লক্ষ্য অর্জনে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। কর্মসূচির গুণগতমান বৃদ্ধি ও কাজের গতিশীলতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন দক্ষ কর্মী বাহিনী। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন ব্যক্তির জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটে। সিদীপের কর্মপরিধি দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই সাথে প্রয়োজন হচ্ছে দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীর। তাই বছরব্যাপী প্রধান কার্যালয়ের ও মাঠ পর্যায়ের নতুন ও পুরাতন কর্মীদের বিভিন্ন ধরনের বিষয়ভিত্তিক ও বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। চলতি অর্থবছরে মোট ৪৫,৩৯৩ জনকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, ওরিয়েন্টেশন ও রিফ্রেশার আয়োজন করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন সমিতির সদস্য (উপকারভোগী), বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি/বিভাগের কর্মীবৃন্দ।

আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সংস্থা নিজে এবং এমআরএ, পিকেএসএফ, সিডিএফ, আইএনএম, বাংলাদেশ ব্যাংক ইত্যাদি।

এছাড়া সংস্থা কর্মীদের উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প্রতি বছর বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কর্মীদের বিদেশে পাঠিয়ে থাকে, যেমন: প্রশিক্ষণ, এক্সপোজার ভিজিট ইত্যাদি। তারই ধারাবাহিকতায় এ অর্থবছরে এক্সপোজার ভিজিট-এ ১৯ জনকে নেপাল ও ৩ জনকে দুবাই এবং প্রশিক্ষণে ৩ জনকে দুবাই পাঠানো হয়।

- উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ এবং অর্জন

  - কর্মীদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য 'Hello Call' প্রোগ্রাম শুরু করা হয়েছে যার আওতায় মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা সরাসরি তাদের যেকোন বিষয়ে মানবসম্পদ বিভাগের কর্মীদের সাথে কথা বলার/শেয়ার করার সুযোগ পাচ্ছেন।
  - Employee Engagement Program-এর আওতায় বছরব্যাপী বিভিন্ন টুর্নামেন্ট ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি করা হয়েছে যা কর্মীদের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য উদ্দীপনা হিসেবে কাজ করে।
  - প্রশাসনিক কার্যক্রমের পাশাপাশি বছরব্যাপী একটি সুষ্ঠু ও কর্মীবান্ধব কর্মক্ষেত্র তৈরির জন্য কর্মীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি, নীতিমালা হালনাগাদ ও প্রচার, বৈষম্যমুক্ত কর্মপরিবেশ, নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা, ওয়ার্কশপ, লিফলেট তৈরি ইত্যাদি সচেতনতামূলক কার্যক্রম করা হচ্ছে যা চলমান থাকবে।

অন্যান্য কার্যক্রম

ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম ও অগ্রগতি

যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ সেবাখাত। প্রতিনিয়ত যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন প্রযুক্তি যা প্রভাবিত করছে সমগ্র কার্যক্রমকে। কোভিড-১৯ আমাদের শিখিয়েছে কিভাবে জীবন ও প্রযুক্তির সন্নিবেশ ঘটানো যায়; কিভাবে ঘরে বসেই সম্পন্ন করা যায় অনেক কাজ। বদলে যাওয়া এই প্রতিবেশে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চলমান প্রক্রিয়ার সার্বিক উন্নতির পাশাপাশি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে ডিজিটাইজেশন ডিপার্টমেন্ট কাজ করে যাচ্ছে।

মাঠ পর্যায়ের দৈনন্দিন কাজকে আরও সহজ করতে মাইক্রোফিন৩৬০-এর নতুন সংস্করণ মাইক্রোফিননেক্সট-এর রিফ্রেশার্স ট্রেইনিং সম্পন্ন হয়েছে। বাজেট প্রণয়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায় হতে মাঠকর্মী ভিত্তিক বিস্তারিত বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্ল্যানিং সফটওয়ারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে যার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন মূল্যায়ন করা হবে।

গ্রাহক পর্যায়ে লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে মাসিক ঋণ বিতরণ ও কিস্তি/সঞ্চয় আদায়ের পর ২৪ ঘন্টার মধ্যে সদস্যের রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বরে ক্ষুদে বার্তা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া কোভিড পরিস্থিতিসহ যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সদস্যরা যাতে শাখায় না এসেও কিস্তি/সঞ্চয় প্রদান করতে পারেন তার জন্য মোবাইল মানির মাধ্যমে কিস্তি/সঞ্চয় প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা সংক্রান্ত কার্যক্রম পাইলটিং পর্যায়ে রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে নগদ ও বিকাশ গ্রাহকরা এই সুবিধা পাবেন। পাইলটিং শেষে অপারেটর ও আওতা বাড়ানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির সিআইবি পাইলটিং কার্যক্রমের আওতায় সিদীপ কর্তৃক প্রদত্ত ডিসেম্বর ২০২১এর ১১টি শাখার ডাটা বাংলাদেশ ব্যাংক কতৃক গৃহীত হয়েছে এবং সিআইবি পাইলটিং প্রস্তুতিতে রেগুলেটর কর্তৃক সিদীপের প্রস্তুতি প্রশংসিত হয়েছে।

সিদীপের কর্মীদের ঋণ আবেদন প্রক্রিয়া আরও সহজতর করা হয়েছে। এখন কর্মীগণ কোন প্রকার কাগজ ব্যবহার না করেই খুব সহজে আনলাইনে প্রয়োজনীয় ঋণের জন্য আবেদন করতে পারেন এবং অনলাইনে সকল তথ্য উপাত্ত সন্নিবেশিত থাকায় খুব সহজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। চলতি অর্থবছরে চালু হওয়া ২০টি নতুন শাখায় স্থায়ী সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও পে-রোল পাইলটিং কার্যক্রম সফলভাবে চলমান রয়েছে যা মূল্যায়ন শেষে পরবর্তীতে সকল শাখায় ব্যবহার করা হবে।

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সিদীপের উদ্যোগ

মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম

কোভিড-১৯ দেশব্যাপী অতিমারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই পরিস্থিতিতে জনসাধারণের জন্য স্বাস্থ্যসেবা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের সকলের দায়িত্ব ও কতর্ব্য হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের মাঠপর্যায়ের কর্মীরা জীবনের ঝুঁকি জেনেও মানবিক দায়বদ্ধতা থেকে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে কমিউনিটি পর্যায়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং তথ্য প্রদানের জন্য কাজ করেছেন। ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারীদের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির (এমআরএ) নির্দেশনা অনুযায়ী সিদীপের সকল কর্মী মাঠপর্যায়ে করোনাভাইরাস রোধে সক্রিয় ভুমিকা পালন করেন।

ব্রাঞ্চপর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য:

১. ব্রাঞ্চে আগত সদস্য বা অন্য যে কারোর জন্য প্রবেশ মুখে যথাযথ হাত ধোয়ার ব্যাবস্থা রাখা হয়। ব্রাঞ্চে প্রবেশের পর সদস্যদেরকে হাত ধোয়ার ব্যাপারে সচেতন করা হয়।

২. করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সদস্যদেরকে ব্রাঞ্চ অফিসে বা যে কোন জায়গায় যাওয়ার সময় পরিষ্কার মাস্ক বা রুমাল ব্যবহার করার জন্য সচেতন করা হয়, যাতে হাঁচিকাশির সময় তা ব্যবহার করা যায়।

৩. যদি কোন সদস্য বা পরিবারের কারো সর্দি, কাশি বা জ্বর থাকে তাহলে অফিসে আসা বা প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য সচেতন করা হয়।

৪. অফিসে আগত সদস্যরা যাতে নিজেদের মধ্যে নিরাপদ দূরত্ব রেখে বসেন এ ব্যাপারে সচেতন করা হয়।

৫. কর্মীদেরকে অফিসে একসঙ্গে না আসা এবং নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে বসার ব্যবস্থা করা হয়।

৬. নিয়মিত অফিস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়।

৭. ভিড় এড়িয়ে চলার জন্য সচেতন করা হয়।

শাখায় আগত সদস্যদের বিনামূল্যে কোভিড-১৯ টিকা নিবন্ধনে সহায়তা

সমিতিতে ও মাঠ পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য:

১. সকল কর্মী তার নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে নির্দেশনা অনুযায়ী আচরণবিধি মেনে এবং সরকারি নির্দেশনা মেনে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করেন।

২. কর্মীরা নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে নিজ কর্ম-এলাকায় করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধ এবং জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য কাজ করেন।

৩. কর্মীরা সদস্যদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধে হাত ধোয়া ও সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার জন্য তাদেরকে সচেতন করেন।

সরকারি অফিসের সাথে সমন্বয় করে কাজ করা:

১. উপজেলা পর্যায়ে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও এরিয়া ম্যানেজার সরকারের 'উপজেলা করোনাভাইরাস রেসপন্স টিম'-এর সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে সম্মিলিতভাবে কাজ করেন।

২. জেলা পর্যায়ে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করেন।

স্বাস্থ্যসামগ্রী ও আর্থিক সহয়তা প্রদান:

১. সদস্যদের মধ্যে বিনা মূল্যে মাস্ক বিতরণ করা হয়।

২. কোভিড-১৯ দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার পরিস্থিতিতে প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চলমান রাখার জন্য তাদের গচ্ছিত সঞ্চয় থেকে ফেরৎ দেওয়া হয়।

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমে

করোনাকালে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচিতে নিয়োজিত উপ-সহকারি কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারগণ (স্যাকমো) নিম্নে বর্ণিত কৌশল অবলম্বন করে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করেন:

১. সিদীপ স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচিতে নিয়োজিত কর্মীগণের ব্যক্তিগত সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

২. সিদীপের বিভিন্ন শাখায় কর্মরত সকল সহকর্মীকে সুরক্ষিত রাখা।

৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় অবস্থানরত করোনা সংক্রমণের লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা।

৪. স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকলকে যথাসময়ে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা।

৫. করোনাজনিত রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

৬. ব্রাঞ্চে কর্মরত উপসহকারি কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার এলাকার নিকটস্থ হেল্পলাইন জেনে নেন। প্রয়োজন হলে তিনি হেল্পলাইনের বিকল্প নাম্বারও সংরক্ষণ করেন যেন সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চের কোনো কর্মী বা উক্ত ব্রাঞ্চের আওতাভুক্ত কোনো সদস্য/পরিবারের সদস্যের করোনাভাইরাসে সংক্রমণ সন্দেহ হলে দ্রুত তাকে কোভিড-পরীক্ষার জন্য রেফার করা যায়।

৭. সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তিনি সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে আইইসি (IEC) সামগ্রীসমূহ (পোস্টার, ফেস্টুন, লিফলেট ইত্যাদি) সংগ্রহ করে করোনাভাইরাস প্রতিরোধের জন্য সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদান করেন।

৮. সচেতনতামূলক তথ্যচিত্রাদি (পোস্টার, ফেস্টুন, লিফলেট ইত্যাদি) তিনি ব্রাঞ্চের প্রবেশদ্বারে, তার চেম্বারের দরজায় এবং চেম্বারের ভেতরের দেয়ালে লাগিয়ে রাখেন।

৯. প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত ডিজিএম (স্বাস্থ্যসেবা) কর্তৃক প্রকাশিত সাপ্তাহিক করোনাভাইরাস বিস্তার প্রতিরোধ বিষয়ক লেখাটি ইমেইল থেকে ডাউনলোড করে ব্রাঞ্চের সহকর্মীদের পড়ে শোনান এবং তার চেম্বারের দেয়ালে আঠা দিয়ে লাগিয়ে রাখেন।

১০. তিনি স্বাস্থ্যবিধি মেনে করোনালক্ষণযুক্ত সহকর্মীদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানসহ আক্রান্ত ব্যক্তিকে আইসোলেশনে রাখার ব্যবস্থা করেন।

১১. সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চের আওতাভুক্ত সিদীপের সদস্যদের মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে সদস্যের/সদস্যের পরিবারের লোকজনের সাথে কথা বলে তাদের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন এবং কেউ অসুস্থবোধ করলে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন।

১২. প্রাত্যহিক ব্রাঞ্চের স্টাফ বা সদস্যদের স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্যাদি তিনি হেলথ সফ্টওয়ারে নিয়মিত পোস্টিং করেন এবং করোনাভ্যাক্সিন গ্রহণের জন্য ব্রাঞ্চের কর্মী ও সদস্যদের রেজিস্ট্রেশনসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেন।

বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিনামূল্যে কোভিড-১৯ টিকা নিবন্ধনে সহায়তা

শিক্ষা কার্যক্রমে

কোভিড-১৯এর কারণে সরকারি নির্দেশ মোতাবেক দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকা কালে শিসক কার্যক্রমও বন্ধ রাখা হয়। এরপর শিক্ষাকার্যক্রম চালু হলে নিম্নলিখিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা হয়:

- প্রত্যেক শিশুকে অবশ্যই মাস্ক পরে শিক্ষাকেন্দ্রে আসতে হবে।
- শিক্ষাকেন্দ্রে আসার পর এবং পাঠদান শেষ হবার পর সব শিক্ষার্থী সাবান দিয়ে হাত ধুবে বা স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করবে।
- শিক্ষিকা তাদেরকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে (অবশ্যই ৩ ফুটের বেশি দূরত্বে) বসাবেন।
- প্রত্যেক শিশুকে হাঁচি বা কাশি দেয়ার সময় রুমাল বা টিস্যু ব্যবহার করতে হবে।
- কোনো শিশু অসুস্থ হলে শিক্ষিকা তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন।

শিক্ষিকাগণ এই নীতিমালার ভিত্তিতে শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় সহযোগিতা করেন।

সোস্যাল লাইভলিহুড ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এসএলডিপি)

পরিবর্তিত ভবিষ্যতে মাইক্রোফাইন্যান্সসহ অন্যান্য কার্যক্রমকে সময়োপযোগী তথ্য ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা প্রদানের জন্য ডিজিটাইজেশন টিম কাজ করে যাচ্ছে।

ক্ষুদ্রঋণ ও সঞ্চয় কর্মসূচি পরিচালনার ফলে সিদীপের সদস্যদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে এবং দিনদিন তাদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য এবং সহজ কিস্তিতে পণ্য ক্রয় করার সুবিধার্থে সিদীপ ২০১৮ সালের জুলাই মাস থেকে সিঙ্গার বাংলাদেশ লি.এর সাথে সোস্যাল লাইভলিহুড ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এসএলডিপি) পরিচালনা করে আসছে। পরবর্তীতে সদস্যদের মাঝে বিভিন্ন কোম্পানির পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াতে মার্চ ২০২০ থেকে ওয়ালটন বাংলাদেশ লি.এর সাথেও কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে সদস্যদের মাঝে রেফ্রিজারেটর, টেলিভিশন, সেলাই মেশিন, ল্যাপটপ, ওয়াশিং মেশিন ও অন্যান্য পণ্য বিক্রয় করা হয়। এসএলডিপি-র মাধ্যমে এ অর্থবছর পর্যন্ত ৭১,৫০৯ টি পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে, যার মধ্যে আছে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১৮০২টি, ২০১৯-২০২০এ ১১,২০০টি, ২০২০-২০২১এ ৩২,৬৮২টি এবং ২০২১-২০২২এ ২৫,৮২৫টি পণ্য। সদস্যদের মাঝে মোবাইল ফোনের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে মার্চ ২০২২ থেকে OPPO Bangladesh Communication Equipment Co. Ltd.এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করে OPPO মোবাইল ফোন ব্রাঞ্চে সরবরাহ করা হচ্ছে। করোনা ভাইরাসজনতি অতিমারির কারণে এই কর্মসূচি অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় আমরা বর্তমানে সিঙ্গার, ওয়ালটন, বিকন পাওয়ার এবং OPPO-এর সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করছি।

সদস্যরা সহজ শর্তে হাতের কাছে পণ্য ক্রয় করার সুযোগ পায় বিধায় তাদের কাছে কর্মসূচির গুরুত্ব প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই আগামীতে সদস্যদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে আরও বিভিন্ন ধরনের পণ্য বিক্রয়ের পরিকল্পনা রয়েছে।

নিম্নে গত অর্থবছরগুলোর বিক্রয়ের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো।

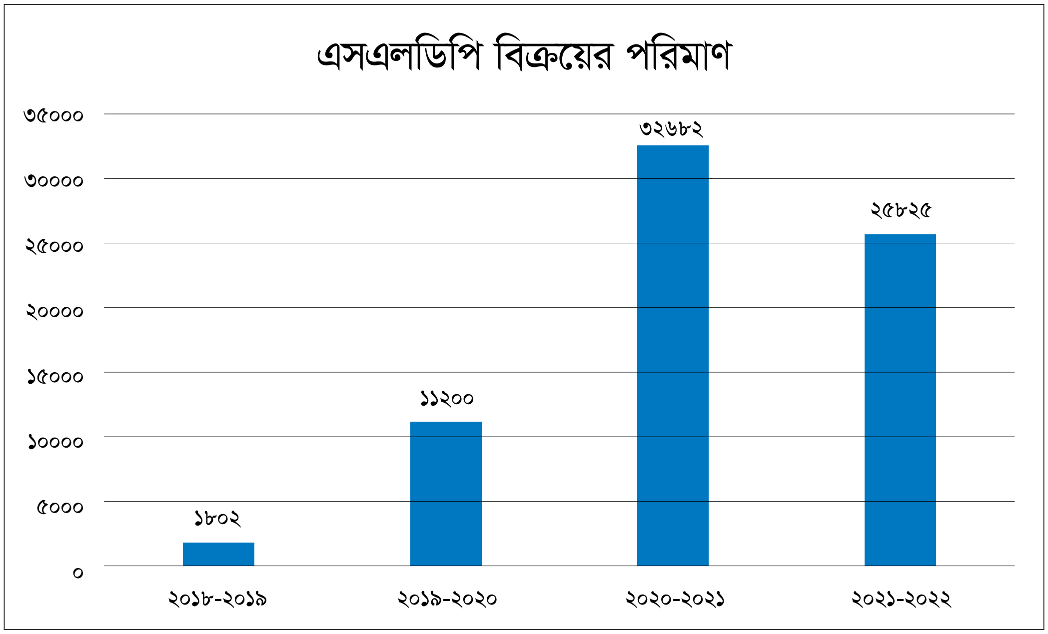

কৈশোর কর্মসূচি

সিদীপ ও পিকেএসএফ-এর যৌথ অংশগ্রহণে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নারায়ণগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ জেলায় কৈশোর কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এই তিন জেলায় তিনজন সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার কর্মরত রয়েছেন। প্রতিটি জেলায় কিশোর ক্লাব গঠন করে ক্লাবভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি জেলায় ১৭টি করে তিনটি জেলায় মোট কিশোর ক্লাব রয়েছে ৫১টি। প্রতিটি ক্লাবে সদস্যসংখ্যা ২০-২৫ জন এবং প্রতিটি ক্লাবে ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি রয়েছে। ৫১টি ক্লাবের মোট সদস্য ১,৩৯৭ জন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার কসবা পৌরসভা এবং কুটি, মেহারি, কায়েমপুর ও খাড়েরা ইউনিয়নে; মানিকগঞ্জ জেলার মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার জাগির, বেতিলা ও নবগ্রাম ইউনিয়ন এবং সিংগাইর উপজেলার চারিগ্রাম ইউনিয়নে এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ উপজেলার মুসাপুর ইউনিয়ন এবং বন্দর উপজেলার বন্দর ইউনিয়নে সিদীপের এ কৈশোর কর্মসূচি চলমান। এখানে তিনটি জেলায় ২০২১ সালের জুলাই থেকে ২০২২ সালের জুন মাস পর্যন্ত কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হলো।

শুদ্ধ উচ্চারণ ও আবৃত্তি কর্মশালা

ঔষধি গ্রাম বাস্তবায়ন কার্যক্রম

কার্যক্রমের বিবরণ

কর্মসূচির ধরন	কার্যক্রমের নাম	পরিমাণ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
সামাজিক সচেতনতা এবং দক্ষতা ও জীবনশৈলী উন্নয়ন	পাঠচক্র এবং নৈতিকতা ও মূল্যবোধবিষয়ক কর্মশালা	২০	৩০৩
	শুদ্ধ উচ্চারণ ও আবৃত্তি কর্মশালা	৭	১২০
	টেকসই পরিচ্ছন্ন বিদ্যালয় গড়ন কার্যক্রম	৩	১২৭
	ঔষধি গ্রাম বাস্তবায়ন	১৩	২১৫
	আন্তর্জাতিক দুর্নীতি দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা	১	১৮
	পাঠাগার স্থাপন ও বই বিতরণ কার্যক্রম	৫১	৯১৫
	জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন	২	৬২
	সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক আলোচনা সভা	৩	৬২
	বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ক আলোচনা সভা	৫	১০০
	মোট	১০৫	১৯২২
কৈশোর স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পুষ্টিসচেতনতা	বিনামূল্যে করোনা টিকা নিবন্ধন কার্যক্রম	১৩	৪৪৯
	ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প	৭	৪০৮
	প্রথমিক চিকিৎসা উপকরণ বিতরণ ও প্রশিক্ষণ	৫১	৯১৫
	বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্যসচেতনতা ও করণীয় বিষয়ক আলোচনা সভা	৩	৮০
	মোট	৭৪	১৮৫২
সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি	প্রীতি ম্যাচে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ	৪৩	৭১০
	আন্তঃকিশোর-কিশোরী ক্লাব কাবাডি টুর্নামেন্ট	১	৫৪
	কবি খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীনের জন্মবার্ষিকী পালন	১	৩৭
	শেখ রাসেল দিবস উদযাপন	৬	১৩৭
	মোট	৫০	৯০১
	সর্বমোট	২৩০	৪৭১২

সেরা করদাতা হিসেবে সিদীপের সম্মাননা লাভ

২৪ নভেম্বর ২০২১ রাজধানীর বেইলি রোডের অফিসার্স ক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সেরা করদাতা ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও তাদের প্রতিনিধিদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন। প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি। সিদীপের পক্ষ থেকে সম্মাননা গ্রহণ করেন সিদীপের নির্বাহী পরিচালক মিফতা নাঈম হুদা। এনজিওদের মধ্যে আশা, ব্যুরো বাংলাদেশও এ সম্মাননা লাভ করেছে।

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবসে মানববন্ধনে অংশগ্রহণ

৯ ডিসেম্বর ২০২১ আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবসে দুর্নীতি দমন কমিশন আয়োজিত মানববন্ধনে ঢাকার খামারবাড়িতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সামনে সকাল সাড়ে ৯টায় পিকেএসএফের নেতৃত্বে সিদীপ কর্মীদের অংশগ্রহণ।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সিদীপের প্রধান কার্যালয়ে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এবারকার নারী দিবসের প্রতিজ্ঞা "পক্ষপাতিত্ব ভেঙে ফেলা"। সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা বলেন, "নারী ও পুরুষ মিলে মানব সভ্যতা। নারীমুক্তির প্রতিশ্রুতি আমাদের সকল কর্মসূচির অংশ। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, কর্মক্ষেত্রে ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমরা নারীর প্রতি যথাযথ সম্মান ও জেন্ডার সমতার মূল্যবোধকে ধারণ করবো, নারীপুরুষ ভেদে পক্ষপাতমূলক আচরণকে না বলবো এবং টেকসই আগামীর জন্য নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক জাতীয় অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখবো।"

বিকেলে সিদীপ প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মীর অংশগ্রহণে আয়োজিত সভায় আলোচনা করেন সিদীপের কর্মকর্তাবৃন্দ। ম্যানেজার (ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অ্যান্ড অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট) ফারহানা ইয়াসমিন নারী দিবসের এবারের থিম 'ব্রেক দ্য বাইয়াস'-এর ওপর নির্মিত একটি ভিডিও চিত্র উপস্থাপন করেন। মাঠ পর্যায়ে সিদীপের প্রতিটি শাখায়ও এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়।

সিদীপ কর্মকর্তার অবসর গ্রহণ ও সংবর্ধনা

সিদীপের ম্যানেজার (ক্রেডিট প্রোগ্রাম) জনাব নূরুন নবী সেখ তার অবসর গ্রহণ উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ বিকালে সংস্থার গ্রন্থাগার ও সভাকক্ষে চাকুরি জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন ও মাঠ পর্যায়ে সহকর্মীদেরকে দক্ষতা, সৌহার্দ্য ও নৈতিকতার সঙ্গে কাজ করে সংস্থাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রেরণা দেন।

আরও ২০টি নতুন শাখা

সিদীপে যোগ হলো আরও ২০টি নতুন শাখা। ২৪ জানুয়ারি ২০২২ সিদীপের শীর্ষ কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে এই নতুন শাখাসমূহ উদ্বোধন করা হয়। ফরিদপুর সদর শাখার ঋণ বিতরণ উদ্বোধন করেন সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা। নতুন এই শাখাগুলো হচ্ছে : নবগঠিত মাদারীপুর জোনের ফরিদপুর এরিয়ার ফরিদপুর সদর, গোয়ালন্দ, হাট কৃষ্ণপুর, রাজবাড়ী সদর ও সদরপুর; মাদারীপুর এরিয়ার মাদারীপুর সদর, মোস্তফাপুর, শেখপুর, শিবচর ও টেকেরহাট; শরীয়তপুর এরিয়ার ভেদরগঞ্জ, গোসাইরহাট, শরীয়তপুর সদর ও ভজেশ্বর এবং গাজীপুর জোনের নবগঠিত সখিপুর এরিয়ার বড় চওনা বাজার, গোড়াই, কালিয়াকৈর, সখিপুর ও তক্তারচালা।

ঋণ বিতরণ উদ্বোধন করছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক (ছবিতে বাম থেকে ২য়)

টংগিবাড়ীতে আয়োজিত শিশু মেলায় সিদীপের প্রথম স্থান অর্জন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 'শিশু ও নারী উন্নয়ন সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রমে'র আওতায় মুন্সীগঞ্জ জেলা তথ্য অফিসের উদ্যোগে টংগিবাড়ী উপজেলা চত্বরে "শিশু মেলা ২০২২" আয়োজিত হয় ২৩ ও ২৪ মে ২০২২। মেলায় ছিল আলোচনা, শিশুদের অংশগ্রহণে চিত্রাংকন, কবিতা আবৃত্তি, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, র‍্যালি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিশু-শিক্ষক-অভিভাবক সমাবেশ, পুরস্কার বিতরণী ইত্যাদি। অন্যদের সঙ্গে সিদীপের টঙ্গীবাড়ী ব্রাঞ্চও মেলায় অংশগ্রহণ করে।

সিদীপের স্টল উদ্বোধন করেন টংগীবাড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব রুমানা তানজিন অন্তরা। স্টলটি ছিল সুসজ্জিত ও দৃষ্টিনন্দন। এতে বিশেষ আকর্ষণ ছিল প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শিত ঝরে পড়া রোধকল্পে সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি। এছাড়াও ছিল বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও বিনামূল্যে চক্ষুক্যাম্প। এ মেলায় আকর্ষণীয় স্টলের জন্য সিদীপ **১ম** স্থান অর্জন করে। সংস্থার সকলের সমন্বিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় এটি সম্ভব হয়েছে।

পিঠা উৎসব ও ঈদ পুনর্মিলনী

৯ জানুয়ারি পিঠা উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

ঈদ পুনর্মিলনী, সিদীপ প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষ, ১২ মে ২০২২

প্রধান কার্যালয়ে সিদীপ ক্রিকেট টিমের বিজয় উদযাপন

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২এ ঢাকার পূর্বাচলে একটি পেশাদার ক্রিকেট দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সিদীপের ক্রিকেট টিম জয়লাভ করে

আর্থিক বিবরণ ও নিরীক্ষা

আর্থিক অবস্থা

Performance Area	Operational Performance Trend				
	Jun'18	Jun'19	Jun'20	Jun'21	Jun'22
Financial Self Sufficiency (FSS)	177.53%	146.80%	127.78%	124.50%	132.17%
Debt to Capital Ratio	1.83	1.84	2.00	2.35	3.03
Capital Adequacy Ratio	41.72%	39.50%	38.98%	33.50%	27.90%
Current Ratio	1.79	1.69	1.65	1.60	1.41
Liquidity to Savings Ratio	21.28%	16.35%	25.58%	19.26%	21.62%
Rate of Return on Capital	26.52%	18.06%	9.82%	10.78%	15.19%
Debt Service Cover Ratio	1.17	1.17	1.10	1.11	1.10

উপরোক্ত তথ্যসমূহ নিম্নোক্ত গ্রাফের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

আর্থিক স্বয়ম্ভরতা - Financial Self Sufficiency (FSS) :

ঋন কার্যক্রম হতে অর্জিত আয় / (কার্যক্রম পরিচালনা ব্যয় + তহবিল মূল্য + প্রভিশন+ ইনপুটেড কষ্ট অফ ক্যাপিটাল)

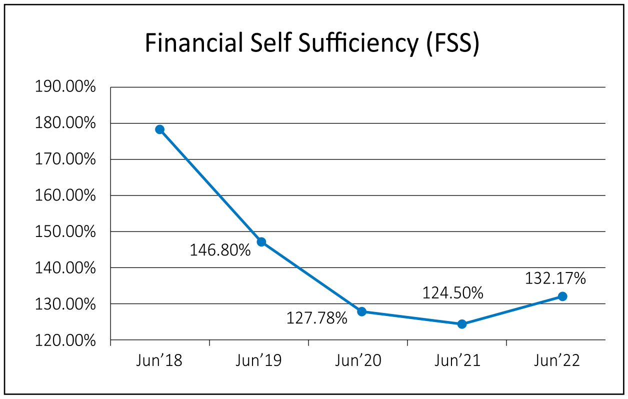

২০২১-২০২২ অর্থবছরে খরচের তুলনায় আয় বেশি হওয়ায় সংস্থার আর্থিক স্বয়ম্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

Debt to Capital Ratio:

Debt/Total Capital (Net worth)

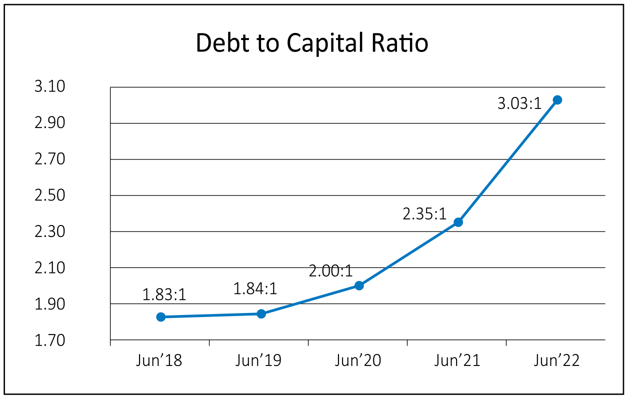

বিগত বছরের তুলনায় ক্রমপুঞ্জিভূত উদ্বৃত্ত তহবিল ৪৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেলেও এর বিপরীতে দায় ৩৫৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে অনুপাত দাড়িয়েছে ৩.০৩ : ১ । এই অনুপাতের ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে সর্বোচ্চ ৯ : ১।

Capital Adequacy Ratio :

Total Capital/Total Asset-
(Cash+Bank+STD+Govt. Securities)

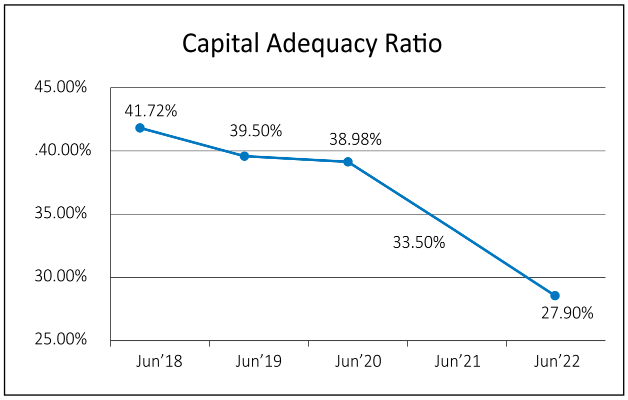

এই অর্থবছরে নিজস্ব পুঁজি ১৪.৭৮% বৃদ্ধির পাশাপাশি দীর্ঘ মেয়াদী সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৯.১১%। গত অর্থবছরের তুলনায় মূলধন পর্যাপ্ততা ৫.৬০% হ্রাস পেয়ে ২৭.৯০%এ দাঁড়িয়েছে। এ ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর মানদণ্ড হলো ন্যূনতম ১০%।

Current Ratio :

Current Asset/Current Liability

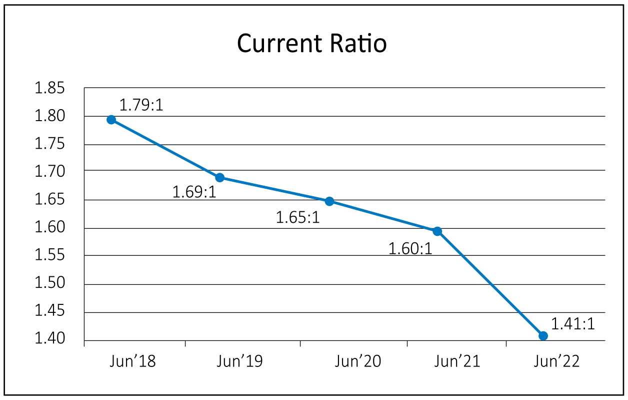

এই অর্থবছরে চলতি দায় ৫৬.২৩% বৃদ্ধি পেলেও চলতি সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৭.০৩%। এ ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর মানদণ্ড হচ্ছে ন্যূনতম ২ : ১ ।

Liquidity to Savings Ratio :

Savings FDR/Total Savings Fund(Member seving deposit)

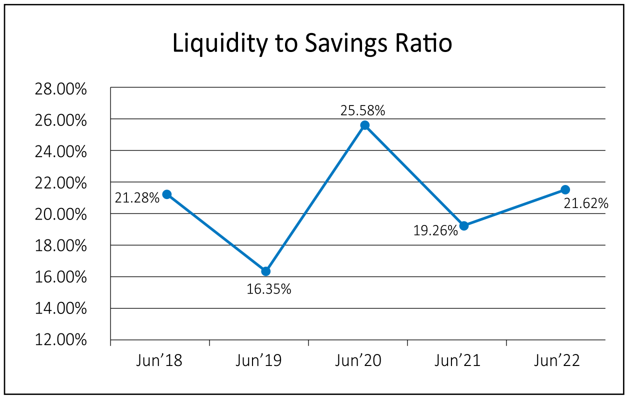

এই অর্থবছরে সদস্যদের সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২৩.৩০% এবং তারল্য বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৬.৯৮%। সেজন্য সঞ্চয়ের তারল্য গতবছর থেকে ২.৩৬% বৃদ্ধি পেয়ে ২১.৬২% হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এমআরএ-র মানদণ্ড হচ্ছে ন্যূনতম ১৫%।

Rate of Return on Capital :

Surplus for the year/Average Capital Fund

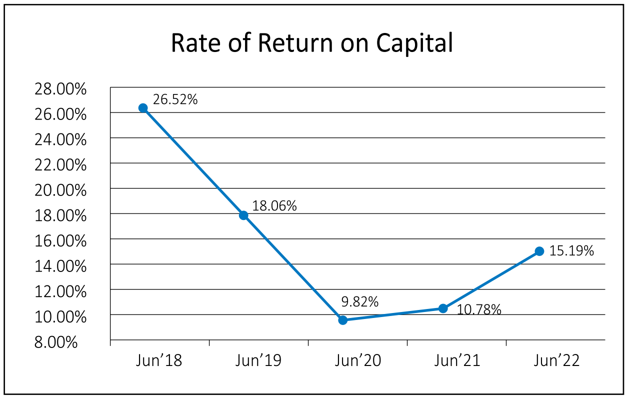

গত অর্থবছরের তুলনায় গড় মূলধন ৪.৪১% বৃদ্ধি পেয়ে ১৫.১৯% হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-র মানদণ্ড হচ্ছে ন্যূনতম ১৫%।

Debt Service Cover Ratio :

Surplus+Pr.& Service charge Paid/Pr. & service charge paid

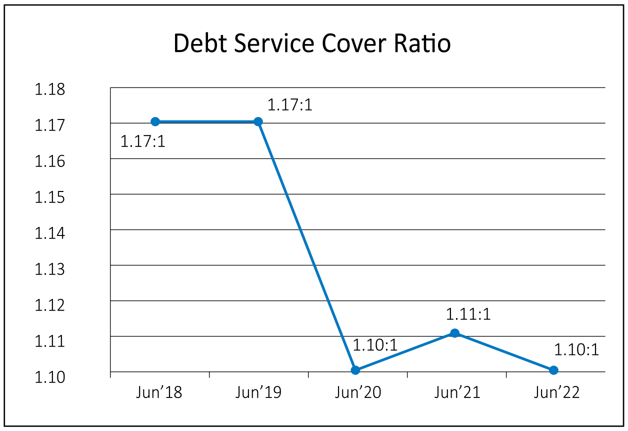

এ অর্থবছরে আমাদের দায় পরিশোধ ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে ১.১০ : ১ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-র মানদণ্ড হচ্ছে ১.২৫ : ১ ।

আর্থিক অবস্থা

(Taka in Million)

Particulars	2021-2022		2020-2021		2019-2020		2018-2019		2017-2018	
	Taka	%	Taka	%	Taka	%	Taka	%	Taka	%
Equity/Net worth	5,060	34.84%	3,980	38.30%	3,423	40.56%	3,027	40.78%	2,584	41.55%
Members Deposits	4,693	32.31%	3,983	38.31%	3,551	42.07%	3,133	42.20%	2,573	41.37%
PKSF	1,149	7.91%	1,070	10.29%	792	9.39%	627	8.45%	633	10.18%
IDCOL	-	0.00%	5	0.05%	8	0.09%	11	0.14%	13	0.21%
Commercial Bank & NBFI	3,205	22.07%	951	9.14%	270	3.20%	302	4.07%	163	2.63%
Bangladesh Bank	417	2.87%	407	3.91%	396	4.69%	324	4.36%	253	4.06%
Total	14,524	100%	10,395	100%	8,441	100%	7,424	100%	6,219	100%

উপরোক্ত আর্থিক উৎসের তথ্যের ভিত্তিতে ৫ বছরের গ্রাফ দেখানো হলো:

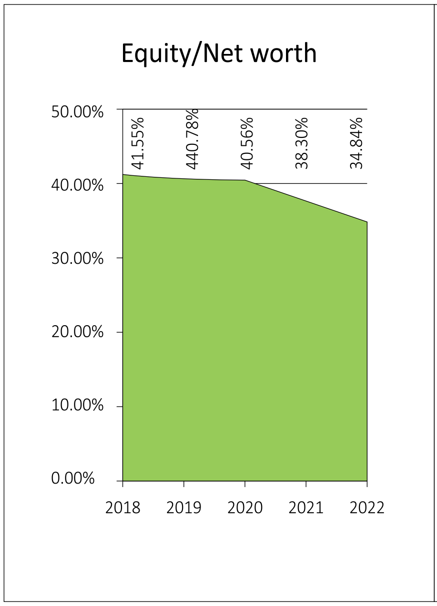

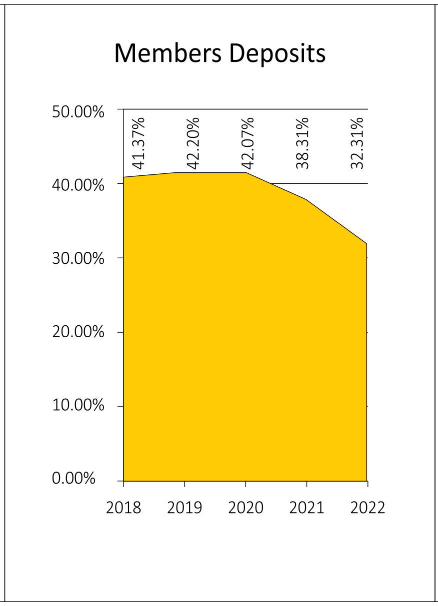

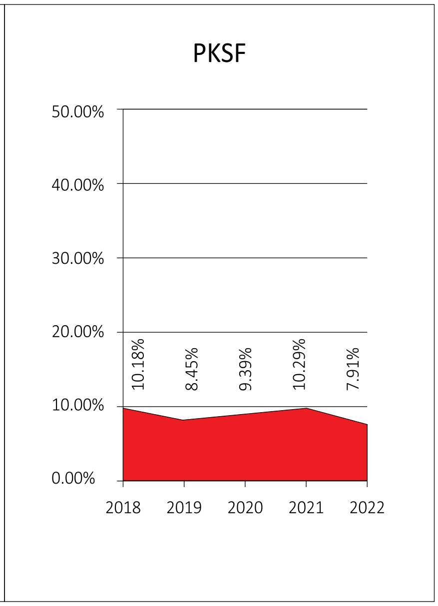

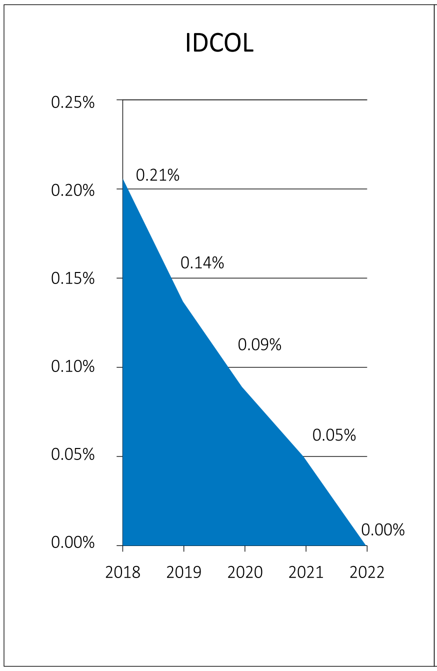

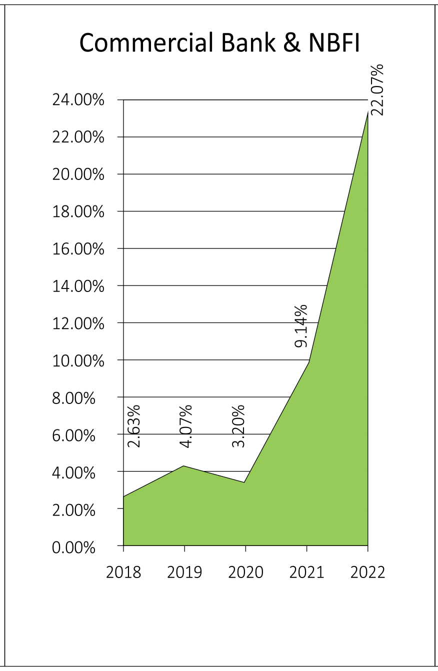

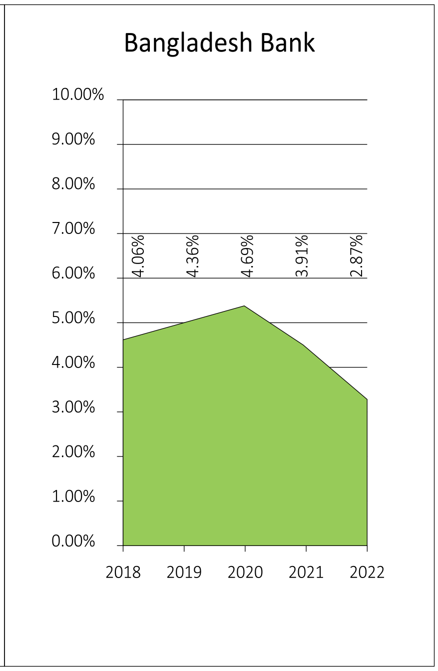

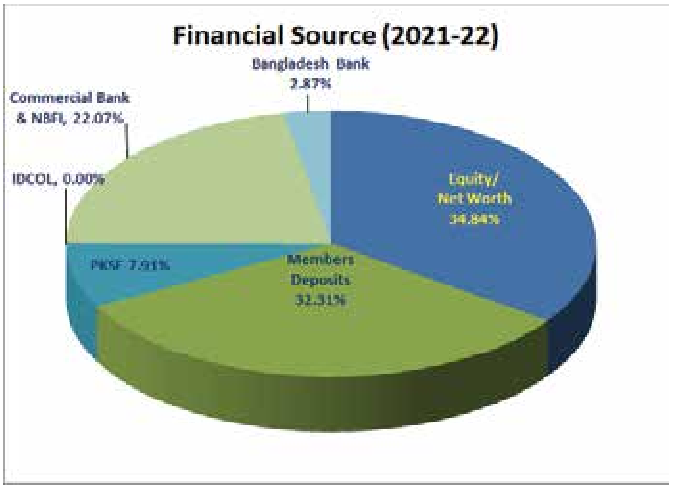

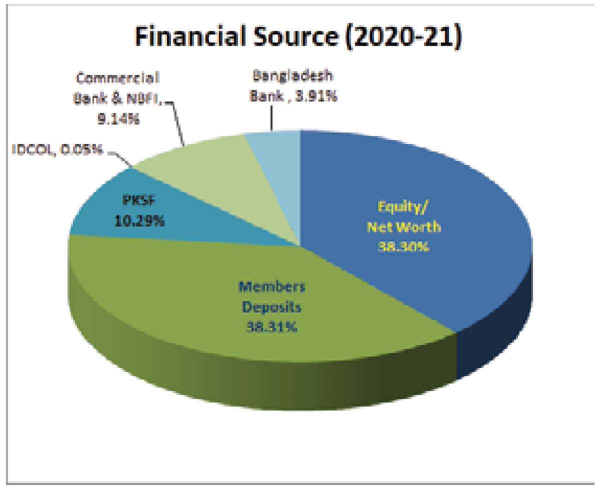

উপরোক্ত তথ্যচিত্র ও গ্রাফ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত বছরে (২০২০-২০২১) আমাদের মোট ১০,৩৯৫ মিলিয়ন টাকা অর্থসম্পদের মধ্যে ৩৮.৩০% ইকুইটি, ৩৮.৩১% সদস্যদের সঞ্চয়, ১০.২৯% পিকেএসএফ ঋণ, ০.০৫% ইডকল ঋণ, ৯.১৪% বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ এবং ৩.৯১% বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ যা বর্তমান অর্থবছরে (২০২১-২০২২) যথাক্রমে ৩৪.৮৪% ইকুইটি, ৩২.৩১% সদস্যদের সঞ্চয়, ৭.৯১% পিকেএসএফ ঋণ, ০.০০% ইডকল ঋণ, ২২.০৭% বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ২.৮৭% বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ হয়েছে।

সম্পদ বিন্যাস

(Taka in Million)

Assets Composition	2021-2022		2020-2021		2019-2020		2018-2019		2017-2018	
	Taka	%	Taka	%	Taka	%	Taka	%	Taka	%
Property, Plant & Equipment	129.15	0.89%	128.35	1.23%	115.30	1.37%	121.02	1.36%	118.32	1.90%
Loan Portfolio	12567.93	86.53%	8988.71	86.47%	6996.57	82.89%	6405.58	86.29%	5103.84	82.02%
Fixed Deposit	1116.69	7.69%	778.95	7.49%	692.77	8.21%	619.39	8.34%	739.91	11.90%
Other Assets	140.33	0.97%	110.98	1.07%	87.08	1.03%	79.36	1.07%	61.29	0.99%
Cash & Bank Balance	570.40	3.93%	388.07	3.73%	549.35	6.51%	198.31	2.67%	196.37	3.16%
Total	14524.49	100%	10395.06	100%	8441.07	100%	7423.66	100%	6219.73	100%
Growth	**4129.43**	**39.72%**	**1954.00**	**23.15%**	**1017.41**	**13.70%**	**1203.93**	**19.36%**	**910.36**	**17.15%**

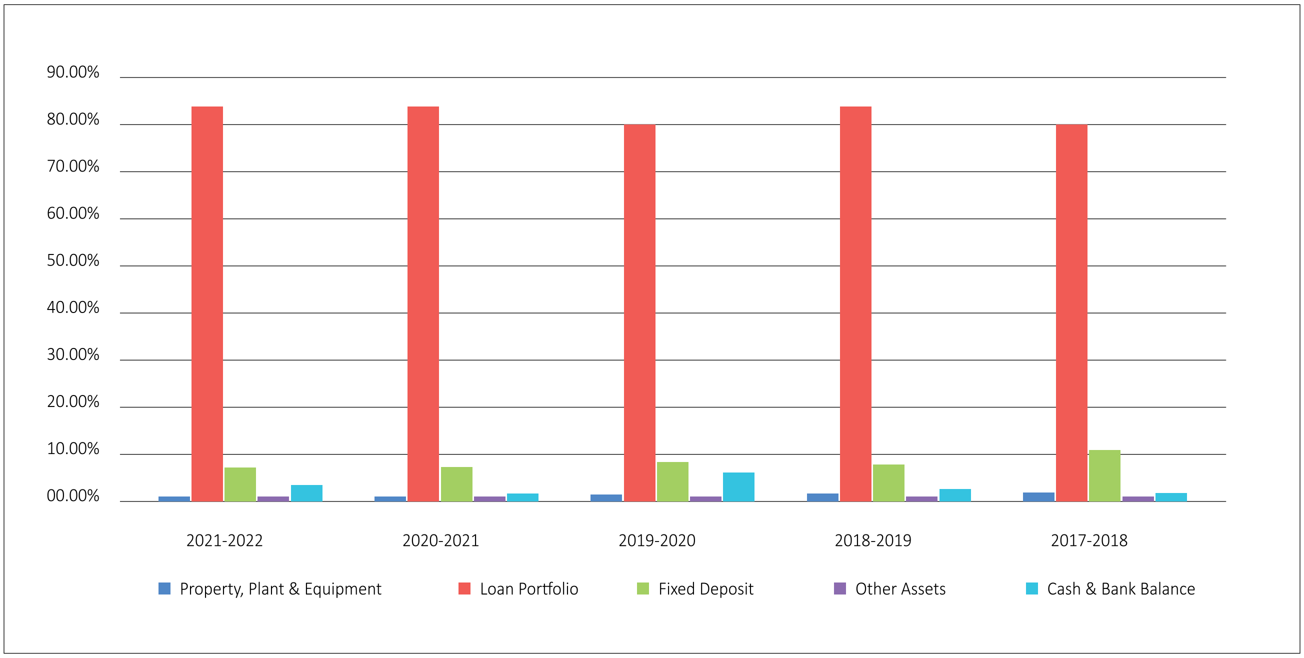

উপরোক্ত তথ্যচিত্র ও গ্রাফ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত বছরে (২০২০-২০২১) আমাদের মোট ১০,৩৯৫ মিলিয়ন টাকা অর্থসম্পদের মধ্যে ১.২৩% সম্পত্তি, ৮৬.৪৭% ঋণস্থিতি, ৭.৪৯% স্থায়ী আমানত এবং ১.০৭% অন্যান্য সম্পদ এবং ৩.৭৩% হাতে নগদ ও ব্যাংক জমা যা বর্তমান অর্থবছরে (২০২১-২০২২) যথাক্রমে ০.৮৯% সম্পত্তি, ৮৬.৫৩% ঋণস্থিতি, ৭.৬৯% স্থায়ী আমানত এবং ০.৯৭% অন্যান্য সম্পদ এবং ৩.৯৩% হাতে নগদ ও ব্যাংক জমা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম

সংস্থার অফিস ও মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যক্রম প্রতি অর্থবৎসরে কমপক্ষে দুই বার 'সার্বিক ও সাধারণ' নিরীক্ষার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকগণ নিরীক্ষা করে থাকেন। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণকালে সংস্থার সকল প্রকার নীতিমালার বাস্তবায়ন ও পরিপালন যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে এবং সকল কার্যক্রমের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

এছাড়াও সকল কর্মসূচির গুণগতমান এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য 'অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ' ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনমাফিক সহায়তা করে থাকে বলে 'অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগকে' ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের তৃতীয় 'চক্ষু' হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সংস্থার কর্মসূচিসমূহ নীতিমালা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কোন রকম ভুলভ্রান্তি হয় কিনা সেগুলো শাখা অফিস ও মাঠ পর্যায়ে সরাসরি যাচাই, পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষণ কাজকে গতিশীল করার জন্য জুন '২২ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে ২৯ এবং প্রধান কার্যালয়ে ৪ জনসহ মোট ৩৩ জন নিরীক্ষণ কর্মকর্তা সংস্থায় কর্মরত রয়েছেন।

মাঠ পর্যায়ের নিরীক্ষণ কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য চলতি অর্থবৎসরে ৩৬ জন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার নিরীক্ষণ বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে 'প্রশিক্ষণ' গ্রহণ করেছেন।

ঋণ কর্মসূচির বকেয়া আদায়ে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার পাশাপাশি 'বিশেষ কতিপয়' ব্রাঞ্চের বকেয়া আদায়েও নিরীক্ষকগণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন।

সংস্থার 'অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা' কার্যক্রম দু'ভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে। যেমন:

১) সার্বিক ও

২) সাধারণ নিরীক্ষা

এ ছাড়াও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের চাহিদার আলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী নিরীক্ষকগণ 'বিশেষ নিরীক্ষা' করে থাকেন।

নিরীক্ষকদের কাজের মান উন্নয়ন ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর অন্তত পক্ষে দুই বার তাদেরকে নিয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও সময়ে সময়ে নিরীক্ষকগণের সাথে 'জুম' মিটিংয়ের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন কাজের সমন্বয় করা হয়ে থাকে।

কর্মসূচির বাস্তব অবস্থা তথ্য-উপাত্তসহ বোঝার জন্য 'ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ' বরাবর প্রতিমাসে নিম্নোক্ত প্রতিবেদনসমূহ উপস্থাপন করা হয়:

১. শাখাভিত্তিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আলোকে অডিট আপত্তি, পর্যবেক্ষণ ও সংশোধনীমূলক প্রতিবেদন।
২. প্রতিমাসের নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আলোকে 'ম্যানেজমেন্ট' প্রতিবেদন।
৩. অতি গুরুত্বপূর্ণ ফাইন্ডিংস উল্লেখ করে 'বিশেষ' প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

সংস্থার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ চলতি অর্থবৎসরে সংস্থার ২০৬টি (যৌথ শাখাসহ) শাখায় ১৭৭টি সার্বিক ও ২৩৩টি সাধারণ নিরীক্ষাসহ সর্বমোট ৪১০টি (১৭৭+২৩৩) 'নিরীক্ষা' কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন।

প্রধান কার্যালয়ের নিরীক্ষণ সংক্রান্ত: চলতি অর্থবৎসরে প্রধান কার্যালয়ের 'মানবসম্পদ, হিসাব ও অর্থ এবং স্পেশাল প্রোগ্রাম বিভাগের SLDP কার্যক্রম নিরীক্ষণ করা হয়েছে।

নিম্নে শাখা পর্যায়ে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের 'সার্বিক ও সাধারণ' নিরীক্ষাসহ উভয় প্রকার নিরীক্ষার পরিকল্পনা ও অর্জন দেখানো হলো:

সার্বিক নিরীক্ষা পরিকল্পনা ও অর্জন			সাধারণ নিরীক্ষা পরিকল্পনা ও অর্জন			মোট নিরীক্ষা পরিকল্পনা ও অর্জন		
পরিকল্পিত	অর্জন	অর্জন হার (%)	পরিকল্পিত	অর্জন	অর্জন হার (%)	পরিকল্পিত	অর্জন	অর্জন হার (%)
১৮৩	১৭৭	৯৭%	২২৩	২৩৩	১০৪%	৪০৬	৪১০	১০১%

নিরীক্ষা প্রতিবেদন

২০২১-২২

Independent Auditor's Report

To

The Governing Body of

Centre for Development Innovation and Practices

CDIP Bhaban, House#17, Road#13, PC Culture Housing Society Ltd., Shekhertek, Adabor, Dhaka-1207

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of **"Centre for Development Innovation and Practices"** which comprise the consolidated statement of financial position as at 30 June 2022 and the consolidated statement of comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, consolidated statement of cash flows for the year ended 30 June 2022 and the consolidated statement of receipts & payments for the period from 01 July 2021 to 30 June 2022 and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects of the consolidated financial position of **"Centre for Development Innovation and Practices",** as at June 30, 2022 and its financial performance for the year ended in accordance with International Financial Reporting Standards and Generally Accepted Accounting Practices.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted by the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the entity in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants Code of Ethics for Professional Accountant (IESBA Code) and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements and Internal controls

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with IFRSs, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the project's duration, disclosing, as applicable, matters related to projects period and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the project or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so those charged with governance are responsible for overseeing the projects financial reporting process.

S.K. BARUA & CO. Dhaka Estd.-1985 Chartered Accountants

House # 432 (2nd Fl.), Lane # 30, New DOHS, Mohakhali, Dhaka -1206, Bangladesh. Telephone: +8802-222284390, Mobile: +88 01824 567 996, E-mail: skb@skbarua.com, skbarua_123@yahoo.com. Website: skbarua.com

Thielallee 113, 14195 Berlin, Germany
Phone: +49 177 722 79 06
E-mail: sg@empacta.org

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with International Standards on Auditing (ISAs) would always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on these bases of financial statements. As part of an audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs) we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the organization's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the organization's ability to the continue in organization's activities. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, further events or conditions may cause the organization to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the organization's or activities within the institute to express an opinion on the financial statements. We are responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence and where applicable, related safe guards. From the

S.K. BARUA & CO. Dhaka Estd.-1985 Chartered Accountants

matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

We also report that:

a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and made do verification thereof;

b) In our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the organization so far as it appeared from our examination of these books; and

c) The consolidated statement of financial position, consolidated statement of comprehensive income and consolidated statement of receipts & payments dealt with by the report are in agreement with the books of accounts;

Mohammad Anwarul Hoque FCA
Partner
Enrollment No. 1458
S. K. Barua & Co.
Chartered Accountants

Dated: Dhaka

13 SEP 2022

DVC 2209131458AS199728

S.K. BARUA & CO. Dhaka Estd.-1985 Chartered Accountants

Centre for development innovation and practices
Consolidated Statement of Financial Position
As at June 30, 2022

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30.06.2022	30.06.2021
ASSETS			
Non-current assets		200,780,203	190,914,880
Property, plant and equipment	6.00	128,412,978	128,030,773
Intangible assets	7.00	732,476	317,211
Long term investment	8.00	71,634,749	62,566,896
Current Assets		14,323,718,037	10,204,148,326
Short term loan to members & Customers	9.00	12,567,927,108	8,988,709,289
Short term investment	10.00	1,045,058,750	716,382,053
Staff loan outstanding	11.00	19,352,863	4,296,222
Accounts receivables	12.00	16,841,505	8,952,325
Advance, deposits and prepayments	13.00	31,655,669	20,983,902
Inventory	14.00	69,594,362	40,444,595
Financial Receivable	28.02	2,889,480	36,305,415
Cash & Cash equivalents	15.00	570,398,300	388,074,525
Total Assets		**14,524,498,240**	**10,395,063,206**
Capital Fund and Liabilities			
Capital Fund		3,463,169,322	3,017,135,165
Cumulative surplus	16.00	3,097,478,826	2,698,219,386
Reserve fund	17.00	365,690,496	318,915,779
Other funds	18.00	451,045,227	351,505,485
Non-Current Liabilities		585,552,705	644,470,778
Loan from PKSF	19.00	515,554,167	526,583,333
Loan from Commercial Bank & NBFI	20.00	69,998,538	117,887,445
Current Liabilities		10,024,730,986	6,381,951,778
Loan from PKSF	21.00	633,904,167	528,183,333
Loan from Bangladesh Bank (JICA Fund)	22.00	417,000,000	400,000,000
Loan from Commercial Bank, NBFI & IDCOL	23.00	3,135,304,466	954,079,447
Members savings deposits	24.00	4,693,415,454	3,806,456,147
Staff security deposit	25.00	16,746,119	14,281,069
Accounts payable	26.00	501,970,526	326,651,238
Loan loss provision	27.00	417,649,843	233,390,330
Financial Payable	28.01	205,725,684	116,391,651
Advance from PKSF & Commodity Product	29.00	3,014,727	2,518,563
Total Capital Fund and Liabilities		**14,524,498,240**	**10,395,063,206**

The annexed notes form an integral parts of the financial statements

GM (Finance & Accounts) **Director (Finance & Operations)** **Executive Director** **Chairman**

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Mohammad Anwarul Hoque FCA
Partner
Enrollment No. 1458
S. K. Barua & Co.
Chartered Accountants
DVC: 2209131458AS199728

Dated, Dhaka
06 SEP 2022

S.K. BARUA & CO. Dhaka Estd.-1985 Chartered Accountants

S.K. BARUA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Since-1985

a member firm of
empacta

Centre for development innovation and practices
Consolidated Statement of Profit or Loss and other Comprehensive Income
For the year ended June 30, 2022

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		2021-2022	2020-2021
Revenue		2,172,051,951	1,559,829,599
Service charges income	30.00	2,123,487,923	1,503,022,417
Bank Interest on FDR	31.00	42,535,290	49,101,596
Receipt from members	32.00	4,403,726	3,822,698
Grant Income	33.00	1,200,737	-
Others Income	34.00	424,275	3,882,888
Net Sale		52,692,277	29,232,927
Sale	35.00	392,704,864	222,617,020
Less: Cost of Good Sold	36.00	340,012,587	193,384,093
Gross Profit		**2,224,744,228**	**1,589,062,526**
Non Operating Income			
Bank Interest	37.00	4,806,983	4,264,315
		2,229,551,211	**1,593,326,841**
Operating Expenses		1,714,544,723	1,267,726,760
Personnel Expenses	38.00	843,512,836	721,793,133
General & Administrative Expenses	39.00	128,697,802	94,966,621
Selling & Distribution Expenses	40.00	6,417,793	3,594,279
Financial Expenses	41.00	540,431,613	354,805,051
Provissional Expense	42.00	195,484,679	92,567,676
Net Profit /(Loss) Before Tax		**515,006,488**	**325,600,081**
Income Tax Expenses	43.00	22,916,717	15,521,790
Net Profit/(Loss) After Tax		**492,089,771**	**310,078,291**

The annexed notes form an integral parts of the financial statements

GM (Finance & Accounts) **Director (Finance & Operations)** **Executive Director** **Chairman**

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Mohammad Anwarul Hoque FCA
Partner
Enrollment No. 1458
S. K. Barua & Co.
Chartered Accountants
DVC: 2209131458AS199728

Dated, Dhaka

06 SEP 2022

S.K. BARUA & CO. Dhaka Estd.-1985 Chartered Accountants

Centre for development innovation and practices
Consolidated Statement of Receipts and Payments
For the year ended June 30, 2022

	Amount in Taka	
	2021-2022	**2020-2021**
Opening Balance	**388,074,525**	**549,353,737**
Cash in hand	9,040,681	5,939,021
Cash at bank (Operating Account)	351,246,305	522,595,089
Cash at Bank (Investment Account)	27,787,539	20,819,627
Receipts	**26,506,520,677**	**18,699,998,066**
Loan realized from beneficiaries	14,473,207,625	10,692,503,419
Loan received from PKSF	707,875,000	793,700,000
Loan received from Bank & NBFI	4,777,000,000	1,694,000,000
Service Charge Income	1,945,873,903	1,376,005,164
Bank Interest	8,704,154	10,581,909
Receipt from members	4,235,346	3,756,510
Members Savings	3,406,943,421	2,465,401,252
Khudra Jhuki and Member Welfare Fund	196,201,931	138,398,172
Staff Security Deposits	467,066	340,000
Fixed Deposits Encashment	254,958,157	708,050,000
Interest	29,106,490	40,586,036
Advance Received	2,669,795	1,288,813
Received from Various program	41,846,809	38,921,413
Others Income	14,323,232	640,853
Staff loan realized	2,122,011	585,353
Balance Payable with Others Fund	243,003,327	504,620,108
Loan Loss Provision (LLP)	209,170	158,855
Advance from PKSF & Commodity Supplier	5,048,000	7,929,542
Sale	392,725,240	222,530,667
Total	**26,894,595,202**	**19,249,351,803**
Payments	**26,324,196,901**	**18,861,277,278**
General and Administrative Expenses	1,109,968,727	998,363,636
Selling & Distribution Expenses	4,571,455	3,219,834
Personel Expenses	73,641,741	22,963,800
Loan Disbursement/Refund	23,053,623,652	15,636,396,491
Financial Expenses	280,711,456	113,679,881
Savings and Security Refund	1,063,027,566	1,042,697,849
Capital Investment	600,721,209	804,237,568
Advances, Deposits and Prepayments	53,952,297	26,800,813
Inventory	21,221,873	-
Balance Payable with Others Fund	43,480,157	205,684,309

S.K. BARUA & CO. Dhaka Estd. 1985 Chartered Accountants

	Amount in Taka	
	2021-2022	2020-2021
Advance paid to PKSF	396,000	2,351,489
Prior Year Adjustment	12,937,930	4,881,608
Staff Loan Paid	5,942,838	
Closing Balance	**570,398,301**	**388,074,525**
Cash in hand	20,612,067	9,040,681
Cash at banks (Operating account)	537,534,395	351,246,305
Cash at banks (Investment account)	12,251,839	27,787,539
Total	**26,894,595,202**	**19,249,351,803**

The annexed notes form an integral parts of the financial statements.

GM (Finance & Accounts) | **Director (Finance & Operations)** | **Executive Director** | **Chairman**

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Mohammad Anwarul Hoque FCA
Partner
Enrollment No. 1458
S. K. Barua & Co.
Chartered Accountants
DVC: 2209131458AS199728

Dated, Dhaka

0 6 SEP 2022

S.K. BARUA & CO. Dhaka Estd.-1985 Chartered Accountants

Centre for development innovation and practices
Consolidated Statement of Cash Flows
for the year ended June 30, 2022

	Amount in Taka	
	2021-2022	**2020-2021**
A. Cash Flow from Operating Activities:		
Profit for the year	492,089,771	310,076,991
Adjustment for:		
Prior year adjustment	(11,820,471)	6,076,559
Reserve Fund	46,774,717	29,636,221
Loan Loss Provision	184,259,513	77,879,059
Other Funds	100,304,061	49,175,782
Adjustment with surplus fund	(81,021,741)	(66,191,081)
Donation and Subscription	11,880	
Depreciation and amortization for the year	9,454,374	(1,653,490)
(i) Operating profit before working capital changes	740,052,104	405,000,041
Non-cash items		
Loan disbursed to members	(19,612,020,000)	(13,827,991,100)
Loan realized from members	14,473,207,625	10,692,503,419
Loan adjustment with members	1,559,594,556	1,143,347,619
Fund Received	62,169,870	199,410,557
Fund Payment	(43,480,157)	(205,649,819)
Fund Adjustment	16,350,663	5,161,995
Increase/decrease in inventories	(29,358,027)	(28,410,073)
Increase/decrease in current assets	(33,382,619)	6,128,180
Increase/decrease in current liabilities	264,426,383	65,385,027
(ii) Adjustment per changes in working capital	(3,342,491,706)	(1,950,114,195)
Net Cash flows from operating activities (i+ii)	**(2,602,439,602)**	**(1,545,114,154)**
B. Cash flow from Investing Activities:		
Acquisition of Property, plant and equipment	(10,251,844)	(11,414,579)
Investment	(337,744,550)	(86,181,873)
Net cash used in Investing Activities	**(347,996,394)**	**(97,596,452)**

S.K. BARUA & CO. Dhaka Estd. 1985 Chartered Accountants

S.K. BARUA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Since-1985

a member firm of
empacta

	Amount in Taka	
	2021-2022	2020-2021
C. Cash Flow from Financing Activities:		
Loan received from PKSF	707,875,000	793,700,000
Loan received from JICA for SMAP	417,000,000	400,000,000
Loan received from Bank & NBFI	4,360,000,000	1,294,000,000
Members Savings Collection	3,406,942,251	2,465,400,252
Members Savings Refund	(1,062,436,678)	(1,037,069,188)
Members Savings Adjustment	(1,457,547,866)	(1,034,094,446)
Loan Repayment to PKSF	(613,183,332)	(510,508,333)
Loan Repayment to IDCOL	(4,563,207)	(2,626,292)
Laon refunded to Bangladesh Bank (SMAP)	(400,000,000)	(390,000,000)
Laon refunded to Commercial Bank & NBFI	(2,221,326,397)	(497,370,599)
Net Cash flows from financing activities	**3,132,759,771**	**1,481,431,394**
Net changes in cash & cash equivalents (A+B+C)	182,323,775	(161,279,212)
Add: Cash and bank balance at the beginning of the year	388,074,525	549,353,737
Cash and bank balance at the end of the year	**570,398,300**	**388,074,525**

The annexed notes form an integral parts of the financial statements

GM (Finance & Accounts) **Director (Finance & Operations)** **Executive Director** **Chairman**

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Mohammad Anwarul Hoque FCA
Partner
Enrollment No. 1458
S. K. Barua & Co.
Chartered Accountants
DVC: 2209131458AS199728

Dated, Dhaka

06 SEP 2022

S.K. BARUA & CO. Dhaka Estd.-1985 Chartered Accountants

Centre for development innovation and practices
Consolidated Statement of Changes in Equity
for the year ended June 30, 2022

Particulars	Amount in Taka	
	30.06.2022	**30.06.2021**
Balance as at July 01, 2021	**3,017,135,166**	**2,737,599,129**
Add: Surplus during the year	492,089,771	310,076,991
Add: Prior year's adjustment	(11,820,471)	6,013,905
Add/Less: Transferred to RF during the year	-	400,000
Add: Donation during the year	11,880	-
Social Development Activities:		
Add/Less: Transferred to Health support program	2,246,937	(710,172)
Add/Less: Transferred to Education Support Program (Shisok)	(29,782,894)	(30,177,831)
Add/Less: Transferred to Life Style Development Program	(494,500)	(2,281,883)
Add/Less: Transferred to Adolescent-Cultural & Sports Program	(543,168)	(563,500)
Add/Less: Transferred to Beggers & Shelterless Rehabiletation Program	(323,400)	(393,492)
Add/Less: Transferred to COVID-19	(4,773,999)	(2,557,982)
Add/Less: Transferred to Bangabandhu Scholarship	(576,000)	(270,000)
Balance as at June 30, 2022	**3,463,169,322**	**3,017,135,165**

The annexed notes form an integral parts of the financial statements.

GM (Finance & Accounts) **Director (Finance & Operations)** **Executive Director** **Chairman**

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Mohammad Anwarul Hoque FCA
Partner
Enrollment No. 1458
S. K. Barua & Co.
Chartered Accountants
DVC: 2209131458AS199728

Dated, Dhaka
06 SEP 2022

S.K. BARUA & CO. Dhaka Estd.-1985 Chartered Accountants

মানচিত্রে সিদীপের কর্ম-এলাকা এবং ব্রাঞ্চসমূহের অবস্থান

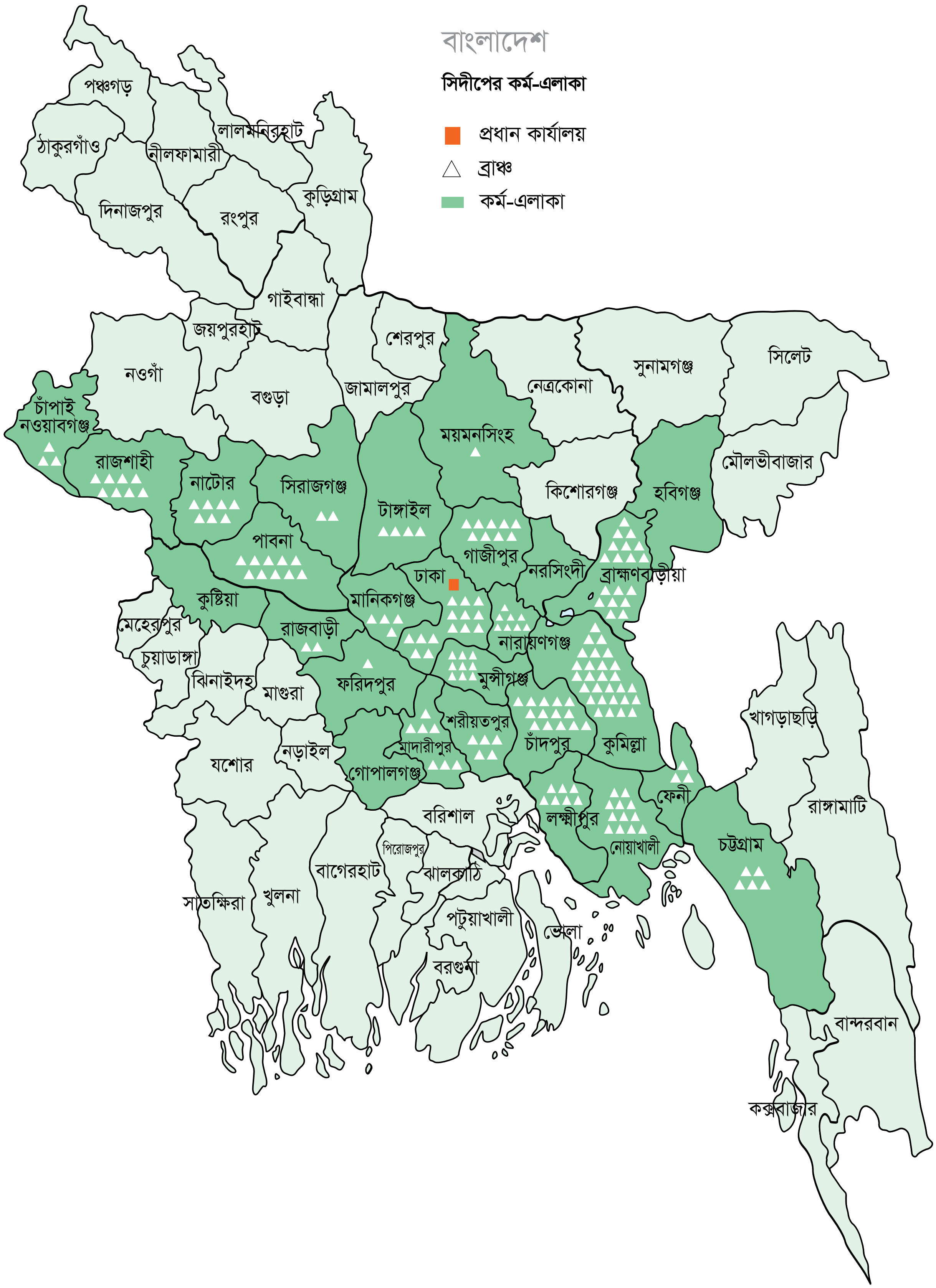

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)
বাড়ি ১৭, রোড ১৩, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি
শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা।
ফোন: ৪৮১১১৮৬৩৩, ৪৮১১১৮৬৩৪
info@cdipbd.org
www.cdipbd.org